

সলিল সেন

নতুন ইহুদী

সলিল সেন

ইণ্ডিয়ানা
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ :
মে দিবস—১৯৫৩

দ্বিতীয় প্রকাশ :
১লা এপ্রিল, ১৯৫৭

প্রকাশক :
শ্রীগুরুপদ চক্রবর্তী
ইণ্ডিয়ানা
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট :
শ্রীমনীন্দ্র মিত্র

মুদ্রক :
এশিয়ান প্রিণ্টার্স
শ্রীসুনীল কুমার বসু
পি-১২, সি, আই, টি, নিউ রোড,
কলিকাতা—১৪

দুই টাকা

নতুন ইহুদী

চরিত্র

মনমোহন ভট্টাচার্য—পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত মাধ্যমিক স্কুলের ভি, এম পাশ পণ্ডিত।

দুইখ্যা—ঐ মধ্যম পুত্র।

মোহন—ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।

কেষ্টদাস—গ্রামস্থ নমঃশূদ্র চাষী।

মীর্জা—মাধ্যমিক স্কুলের মৌলবী।

ভিখুয়া—টিটাগড় অঞ্চলের জনৈক কুলী।

মহেন্দ্র—রাজনৈতিক কর্ম্মী।

যতীন—ভাগ্যান্বেষীযুবক।

গুপী—পকেটমার দলের সর্দ্দার।

রথীন—ষ্টেশনের স্বেচ্ছাসেবক।

দেবুবাবু—বিবাহবাড়ীর কর্ত্তা।

গণেশ—ঐ মোসাহেব।

হালুইকর

১ম পথচারী যুবক

২য় পথচারী যুবক

অন্নপূর্ণা দেবী—মনমোহন ভট্টাচার্যের স্ত্রী।

পরী—ঐ কন্যা।

আশালতা—কেষ্টদাসের স্ত্রী।

পরিচয়

'উত্তর সারথী'র প্রচেষ্টায় পরীক্ষামূলকভাবে 'নতুন ইহুদী' নাটকটী ১৯৫১ সালের ২১শে জুন 'কালিকা' রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। রক্ষণশীল মনোভাবের সমস্ত দ্বিধা ও সংকোচকে অতিক্রম করিয়া, ইহা নবনাট্য আন্দোলনের দিকে সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

'রঙমহল' কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ২৩শে জুলাই, ১৯৫২ হইতে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে ইহার অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। 'উত্তর সারথী' শিল্পী গোষ্ঠীই উহার প্রদর্শন দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইহা ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে নাটকটীর অভিনয় ব্যবস্থা করিয়া দেন, পূর্ব-পরিষদ, লোকশিক্ষা পরিষদ, শ্রীযুক্তা সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডোভার লেন বিজয়া-সম্মিলনী, জে, ওয়াই, এম, এ, ব্রতীসঙ্ঘ এবং ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের কলিকাতা, বহরমপুর ও জামসেদপুর শাখা।

বন্ধুজনের চেষ্টায় পুস্তক আকারে নাটকটীর প্রকাশ সম্ভব হইল। এই সুযোগে নাট্যানুরাগী দর্শক সমাজকে ও প্রদর্শন, প্রচার, সংগঠন, সমালোচনা প্রভৃতি করিয়া যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি—এবং 'উত্তর সারথী'র সহমর্মী সভ্যদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিনীত

সলিল সেন

নাটকের শিল্পী

সুশীল মজুমদার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দাশগুপ্ত, বলীন সোম, গৌতম মুখোপাধ্যায়, নেপাল নাগ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী নিয়োগী, রসরাজ চক্রবর্তী, দেবু চট্টোপাধ্যায়, কালী চক্রবর্তী, কানাই সিমলাই, রথীন বসু, নবেন্দু পাল, সুশীল চক্রবর্তী, অমর চৌধুরী, বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুশীল ঘোষ, সাধন ঘোষ, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কমলা চট্টোপাধ্যায়, আলো দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

সংগঠকগণ

মনোজ ভট্টাচার্য, বিজু বর্দ্ধন, ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়, ননী মজুমদার, সত্যজিৎ মজুমদার, সুনীল সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, তাপস সেন, আশুতোষ বড়ুয়া, সন্তু বোস, নেপাল ঘোষ, অনিল ঘোষ, কেশব শীল, দীপক সেন, কল্যাণ বর্দ্ধন, দেবপ্রসাদ লাহা, স্মৃতি বসু, মাধবী সেন, আরতি বসু, সুভাস সেন, রতন চক্রবর্তী, সুকুমার রায়, শিবু দত্ত ও অনিল পাল।

নতুন ইহুদী

নাট্যারম্ভ

যবনিকা উত্তোলনের পর মঞ্চের সাদা পর্দার বুকে প্রক্ষিপ্ত আলোকে বঙ্গদেশের মানচিত্রের ছায়া দৃষ্ট হইবে। বহু পুরুষ ও স্ত্রী-কণ্ঠের সমবেত সঙ্গীত 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা—' সঙ্গীত শ্রুত হইবে—সঙ্গীতের প্রথম স্তবক শেষ হইতেই—বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবে—। এবং ইহার পর সঙ্গীতের শেষ স্তবক 'ভায়ের মায়ের'···ইত্যাদি অংশ গীত হইবার সময় ধীরে ধীরে একটির পর একটি কণ্ঠ মিলাইয়া যাইতে থাকিবে। কেবলমাত্র একক নারী-কণ্ঠ সঙ্গীতের শেষ পর্যন্ত গাহিতে থাকিবে।

'ভায়ের মায়ের'···ইত্যাদির পর্যায়ে—একটি গ্রাম্য কুটীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া—বাস্তত্যাগীরা বিপরীত দিকে মঞ্চ অতিক্রম করিবে। এবং মীর্জার আবেগকম্পিত হস্ত তাহাদের বাস্তত্যাগ করিতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইবে। ছায়াভিনয় শেষ হইতেই মঞ্চ অন্ধকার হইয়া প্রথম দৃশ্যে পুনরায় মঞ্চ আলোকিত হইবে।

প্রথম দৃশ্য

[পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত একটি মধ্যবিত্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের কুটীর প্রাঙ্গণ। উঠানের উপর মাকে কোন সাংসারিক কাজে ব্যস্ত দেখা যইতেছে]

মা (অন্নপূর্ণা)—পরী, ওলো ও পরী ! শোনস্ নি ?

পরী (নেপথ্যে)—কি ? কওনা। এইত আমি এইখানে শ্যামারে ফ্যান খাওয়াই।

মা—অখন থো ত—আর গরুরে সোহাগ করতে লাগবো না—বেলার মনে বেলা যায়—তারা বেবাক্টী গেল কৈ ? দুইখ্যা, মোহইন্যা—অরা গেল কই ? ইস্কুল কি বন্ধ নাকি আইজ ?

পরী—ইস্কুল বোধ হয় বন্ধই গো মা—তা না হইলে বাবায় অখন আইতই।

মা—তুই দে ত, কাঠ দুইখান চলা কইরা দে।

পরী—(কাটারী লইয়া কাঠ চেলা করিতে করিতে)—মা !

মা—কি ?

পরী—আইজ না, মোছলমান পাড়ায় জানি কি হইছে—

মা—তুই জান্লি কেম্নে লো ? তরে না হাজার দিন কইছি—

পরী—আমিতো বাসার খাল পাড় থেইকা সেনা দেখছি,—গণ্ডগোল, দৌড়াদৌড়ি—

মা—গণ্ডগোল ! ক্যামন্তর গণ্ডগোল রে ?

পরা—বোধ হয় কেউ আইছে টাইছে—। একটা বুড়া মতন মিয়া না—বেগুনী রঙের জামা গায় দিয়া হি‍ঁ-হি‍ঁ-হি‍ঁ (হাসিতেই)

[দূরে একটা অস্পষ্ট ঝগড়ার গলা শোনা গেল]

মা—ছুইখ্যার গলা না? কাইজা করে কার লগে? (পরী হাসিতেছিল) থাম্! হিট্‌কাইছ না; শোনস্‌নি পরী, ছুইখ্যার গলা না?

[ঝড়ের গতিতে ছুইখ্যার প্রবেশ]

ছুইখ্যা—(হস্ত দস্ত ভাবে চারিদিকে তাকাইয়া পরীর হাতের কাটারী দেখিয়া) দেত দাওখান্। হালার পুঙ্গির-বাইরে কাইট্যাই ফালামু আইজ—(বলিতে বলিতে কাটারী লইয়া প্রস্থান।)

মা—ছুইখ্যা—ছুইখ্যা, ভাল না কইলাম—যাইছ্ না কইলাম। ডাক না হারামজাদী। খাড়ইয়া দেখস্ কি? অক্ষনি তো রক্তগঙ্গা কোরব।—ছুইখ্যা—ছুইখ্যা—

পরী—মেজদা, ছুইখ্যা, ছাগইলা, বল্‌দা থাম্‌লি—থাম, বাবায় কিন্তু আইজ ইস্কুলে যায় নাই। এই মেজদা-বলদা, ছাগইল্যা—

[কেষ্টদাসের প্রবেশ]

কেষ্ট—ঠাক্‌রাইন্‌রা চিল্লান কিয়ের এত?

মা—চিখ্‌রাই কি আর সাধে? ও কিষ্ট, দেখ না বাবা একটু আউগাইয়া। ছুইখ্যা জানি কার লগে কাইজা করে—ও আমারে জ্বালাইয়া খাইল। আমি মরি নিজের বিষে। কিষ্ট দেখো গিয়া। (কেষ্টদাসের প্রস্থান)

মা—পরী! কিলো, সাড়া শব্দ পাস্‌নি—?

পরী—কিষ্ট গিয়া বোধ হয় থামাইয়া দিছে—

মা—চিনা-জানার মইধ্যে এখন এক কিষ্টই ভরসা—

[মা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন]

[কেষ্টদাসের স্ত্রীর প্রবেশ—কাঁখে ঝুড়ি]

কেষ্ট-গিন্নী—ও ঠাক্‌রাইন্—ও পরী দিদি—আইছি গো ঘুর্‌ণা দিতে। তোমাগো চিড়া কুট্‌তে আজই দিবা? হেইলে একটা বরাতের লগে এক লগে সারি।

পরী—না গো—চিড়া আছে। ওমা, বায়বার কাম কিছু আছেনি তোমার—কিষ্টের বউ আইছে—

মা—(রান্নাঘরের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া)—না লো—বায়রা কাম!

কেষ্ট-গিন্নী—কুম্‌ড়া নিবেন নি গো একটা—দেখেন কত বড়—চাইর খান পয়সা লাগবো।

মা—না গো—অখন কি আথালি পাথালি খরচ করনের সময় নাকি?

কেষ্ট-গিন্নী—বেকৃই যদি এই কয়, হেইলে আমরা যাই কই? ভদ্দর লোক বেক্‌টিতো পাকিস্থান হইছে—কইয়া পিট্‌টান। পাকিস্থানে কি ডর্‌রে মশয়? তোমাগো, তিন ঘরের মইধ্যে মুখুইজ্যা বাড়ীর তো চুপ্‌চাপ পিট্‌টান দেওনের মতলব। পালেগো পোলারা দুইজন ছাড়া বেক্‌টিরে পাঠাইয়া দিছে। বাকী তোমরা গো! তোমরা যদি পেরজারে না দেখ—আর পেরজা কইতে—নম

ঘরের আমারাই তো এক আছি। মা-ঠাইন্ গরীবের দুঃখ কষ্ট সর্বত্তরই এক। যে চুলায়ই যাই, ভাতের কষ্ট আর এই জন্মে মিটবো না গো।

[কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া ধামা তুলিয়া লইয়া বাহির হইতে যাইবে—এমন সময় পরী পিছন হইতে ডাকিল]

পরী—ও কিষ্টের বউ—

কেষ্ট-গিন্নী—[ফিরিয়া দাঁড়াইয়া] কও দিদি।

পরী—তুমি কি অখনই বাড়ী ফিরবা?

কেষ্ট-গিন্নী—হঃ।

পরী—মায় কইছে—তাইলে তুমি দু'গা ভাত লইয়া যাইও, কেমন?

কেষ্ট গিন্নী—আইচ্ছা—

[মা আগাইয়া আসিলেন]

পরী—মা, মেজদায় অরা ফিরেনা দেখি—

মা—ফিরবো অনে—ও বউ, দেখি ত্যানাখান বিছাও ত

[কেষ্ট-গিন্নী কাপড় বিছাইল—তাহার উপর মা ভাত ইত্যাদি দিলেন]

কেষ্ট-গিন্নী—আমি মা সর্ব্বদা আপনেগো লেইগা পারথনা করি। মাইয়ায় আপনের সোনাদানায় থাকবো। রাজপুত্তুরের লাহান জামাই হইবো।

পরী—তোমার আছে খালি যত ঐ সব কথা, শুনতে চাইনা।

মা—ওলো তরও ত পেথ্না। অর মন চায়, ও কউক না। ওই আইছে বুঝি—

পরী—আইছে বলদটায়।

মা—তর দাদা না! তুই যে যা-খুসী ক'স? খবরদার কইলাম, তুই অরে বলদ ক'বি না—

[দুইখ্যা ও কেষ্টর প্রবেশ]

দুইখ্যা—দেখ্ না হক্কলে মিল্যা পিছে লাগছে—

কেষ্ট—আপনে রাও না করলই পারতেন—

দুইখ্যা—হালারা নিজেরা মাছ পায় না, আমার ফাৎনা সই কইরা চাকায়। দেখলো পরী, কত মাছ পাইছি—

[পরী ডুলা লইয়া আসিল]

পরী—ইস্! হ মা মেলা! ফলি মাছটাও দিব্যি রে! কিষ্টর বউরে দু'গা দে—

কেষ্ট—আইচ্ছা আমি নিমুনে (গিন্নীর প্রতি) তুই বাড়ীতে যা' গা। বসিরুদ্দী আর মন্নন মিঞার আওনের কথা আছে। হেই কামটা—

[কেষ্ট-গিন্নীর প্রস্থান]

পরী—ওমা! দেখ! দেখলা না?

মা—ওই মাছ ঘরে ঢুকাইস্না, ফালাইয়া দিয়া আয়—

দুইখ্যা—ক্যান্ ফালাইয়া দিয়া আইব—

মা—ফালাইব না? তুই দু'গা মাছের লেইগা গেছস্ দাও নিয়া কোপাকুপি করতে, হেই মাছ খামু আমি? এমনই জিহ্বা করছি মনে করছস্?

দুইখ্যা—বারে! মাছের লেইগ্যা বুঝি কাইজা করছি? অষ্টপ্রহর আমারে ছাগইল্যা বল্দা কইরা টালাইতাছে—হেই কেউ দেখে না। জান কিষ্ট, ঐ পাড়ার ছেম্ড়া

দেইখ্যা তিন তিনবার কিছু কই নাই। তবু হেই নি থামে ; আমি বলদ আছি, বেশ আছি—কোন ইয়ের বাপে আমারে খাওয়ায় শুনি ?

কেষ্ট—আঃ আপনে ছাড়ান দেন মাইজ্যা কত্তা। কি বেহানের সময় থেইকা লাগাইছেন এক রংগ। আপনেও ঠাক্‌রাইন ক্ষেমা দেন। যান মাইজা কর্তা, মাথায় তেল দিয়া নাইয়া আহেন। কাইল থেইকা ত' আর বড় পুষ্করিণীতে নাইতে পারবেন না। আইজই দুইটা ডুব বেশী দিয়েন।

দুইখ্যা—ক্যান ? কাইল থেইকা নাওয়ন বন্ধ ক্যান

কেষ্ট—ওইত মুখুইজ্যা বাড়ীরা মতি ব্যাপারীরে পুষ্করিণী বেইচা দিছে।

মা—তারা নিজেরা নাইব কই ?

কেষ্ট—তারা ত আইজ ভোরের-সম হক্কলটি কইলকাতা মেলা করছে। বাড়ীও নিহি অসগর মিঞার কাছে বেচ্‌ছে।

মা—বাস্তু বেচ্‌ল ? কও কি কিষ্ট, বাস্তু বেচ্‌ল ?

কেষ্ট—শুনলাম ত আইজ ; তাই আইছিলাম ঠাকুর-কর্তার কাছে একটা পরামর্শ নিতে।

দুইখ্যা—আমি যদি কইনা কিষ্ট, হেইলে কইলকাতা যাওয়নই ভাল—

কেষ্ট—কিসের ভালটা শুনি ?

দুইখ্যা—ট্রাম-বাস, চিড়াখানা, মটর, বড় রাস্তা—আবার না, মানুষ যাওনের লেইগ্যা আলাদা রাস্তা।

কেষ্ট—খাওনটা কি ?

ছুইখ্যা—সব পাওন যায়—বাজারে বেবাক মেলে। জানস্ পরী, কইলকাতায় না—

পরী—তুই থাম তো! কত জানে ও, থাম! বেশী বল্‌দামি করিস্‌না?

ছুইখ্যা—আমি কইলকাতা যাই নাই—মায়রে জিগা, তুই মায়রে জিগা।

পরী—আমি জানি, তুই চুপ্ কর তো

ছুইখ্যা—কি? আমি কইলকাতায় যাই নাই—মা, মা, ওমা—মা—

মা—কি…

ছুইখ্যা আমি কইল্‌কাতা দেখি নাই?

মা—দেখছস্!

ছুইখ্যা—ট্রাম-বাস দেখি নাই?—কইল্‌কাতা যাই নাই? হেই—দাদার জেলের সময় কইলকাতা দেখা করতে যাই নাই—

মা—গেছিলাম রে বাবা. আর আমি যাইতে চাইনা রে—

(মা বসিয়া পড়িলেন)

পরী—মেজদা—থামলি?

মা—মা পরী—মাথাটা একটু ধর তো, একটু ধর তো মা।

[মা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছে পরী গিয়া মাকে ধরিল]

ছুইখ্যা—ক্যামন! কি কিষ্টো, কই নাই, জেলে দাদারে দেখতে কইলকাতায় গেছিলাম—আমি, মা আর বাবায়। মোহন তখন এতটুক্। হেই সময় কইলকাতা দেখছি, কি স্থন্দর জানো—

কেষ্ট—থামেন মাইজা কত্তা, আপনে একেরে কিছু না—

[কেষ্ট তাড়াতাড়ি জল নিয়া আসিল]

পরী—মেজদা একটু খাওনের জল আন্—

তুইখ্যা—আমি যে মাথায় ত্যাল দিছি—

[মোহন ও মীর্জার প্রবেশ]

মোহন—আসেন, বসেন আইয়া ; মেজদা—এই কিরে মায়—

[মোহন আগাইয়া আসিল]

পরী—ছোড়দা, একটু খাওনের জল আন—

মোহন—ওই তো জল তর পিছে—

পরী—ওই জল কিষ্টর ছোঁওয়া—

[মোহন দৌড়াইয়া জল আনিয়া চোখে মুখে দিতে দিতে জোরে জোরে মাকে ডাকিতে লাগিল]

মোহন—[জোরে] মা ! মা ! আমি মোহন—আমার দিগে চাও মা—আমি তোমার মোহন।

[পরী ও মোহন মাকে ভিতরে লইয়া গেল। মীর্জা হতভম্ব হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই)

তুইখ্যা—[মীর্জাকে একটা মোড়া আগাইয়া দিল] বসেন কাকা ! আপনে বসেন—

মীর্জা—বসুম তো—কিন্তু—তরা যে লাফালাফি করতাছস্ ; ব্যাপারটা কি—ক' ত ?

তুইখ্যা—কিছু না, মায় টাস্ খাইছে !

মীর্জা—টাস্ খাইছে ? তা হইলে খাড়—আমি একবার শশী ডাক্তররে ডাইকা আনি—

হুইখ্যা—ডাক্তার লাগব না। মায় আগে—নিত্যি তিরিশ দিন টাস্ খাইত—অখনই ভিড়্মি কম খায়। মোহনের কথা কানে গেলেই সারবো অনে—

কেষ্ট—যাননা মাইজা কত্তা—মায়রে একটু ধরেন গিয়া, আমাগো দিয়া তো কোন কাম চলব না—পেচাল না পাইরা যান না একটু—।

[হুইখ্যা মায়ের দিকে আগাইয়া গেল]

মীর্জা—হঃ কিষ্ট, ডাক্তার লাগব না—এইটা কয়কি ?

কেষ্ট—ডাক্তর দেখ্ছে অনেক, ছোট কর্ত্তার ডাক শুনলেই আপনে সারে। ঠাক্‌রাইনের বড় পোলায় স্বদেশীর মইধ্যে জেইলে মরছিল, সেই সময় থেইক্যা বড় পোলার কথা হইলেই খালি মূর্চ্ছা হয়। বেটার লেহান বেটা—তার মৃত্যু-শোকনি মায় সইতে পারে ? ওষুধ-পত্তরে কোন কাম হইত না। ওই মোহন তখন বছর তিনেকের. মায়, টাস্ খাইলেই ডরাইয়া কান্‌তো—ওই মোহনের কান্না কানে গেলেই ছেম্‌ড়াটার টানে টানেই য্যান উইঠ্যা বইত—

মীর্জা—পণ্ডিত মশয়ের পোলা খোকন যে জেলে মরছে, হেইত জানি—কিন্তু হেই ব্যাপারটা যে এত দূর তা ত জানতাম না—

কেষ্ট—মাইজা কর্ত্তাটাও যেমন হইছে—সময় নাই—অসময় নাই—খালি ঠাক্‌রাইনের কাছে বড় পোলার কথা কইয়া বসে—

মীর্জা—আর হুইখ্যাটা একটা যে অশান্তি—

কেষ্ট—ওই বাপে আর কারও লগে মিশতে দেয় নাই, ইস্কুলে যাইতে দেয় নাই—খালি আদর দিছে। একেই একটু বুদ্ধি কম আছিল, তারপর সারাদিন গইদামি করছে, আর মাঠে ঘাটে খেলাইছে—

মীর্জা—হ, অখন তো একটা কাঠ-গোয়ার বলদ অইয়া উঠ্ছে—দেখি।

কেষ্ট—মোহনটারও ওই তুইখ্যার মতনই অবস্থা হইত, শুধু অর মায়ের জিদাজিদিতেই ও ইস্কুলে যাইতে পারছে, বুঝলেন মৌলবী সাহেব।

মীর্জা—কে মোহন তো! আঃ, এই ছ্যামড়া পড়াশুনায় ভাল—এইবার চাকরী বাকরী করবো আরকি?

[তামাক লইয়া তুইখ্যার প্রবেশ]

[মীর্জাকে তামাক দিল]

মীর্জা—ক্যামন আছে অখন?

তুইখ্যা—তুধ খাইছে. এলা ঘুমাইব।

কিষ্ট—আপেনর কথাতেই কিন্তু—

তুইখ্যা—হঃ কিন্তু পরী ক্যান ভ্যাঙ্গাইলো আমার কইলকাতা যাওন লইয়া—

কেষ্ট—যান. নাইয়া আসেন গিয়া—

(তুইখ্যা চলিয়া গেল। মোহন প্রবেশ করিতেই কেষ্ট আগাইয়া গেল)

কেষ্ট—ছোট্ঠাউর, আপনার বাবার লগে একটা পরামর্শ আছিল—অখন যাই, একটা ঘুরণা দিয়া আমু অনে আবার।

মোহন—আইচ্ছা।

(কেষ্টদাসের প্রস্থান)

মীর্জা—(মোহনকে) কিরে? মায় ঘুমাইছে?

মোহন—হ ঘুমাইছে। একটু পরেই ভাল হইয়া যাইব।

মীর্জা—এই অসুখের কিন্তু ভাল ভাবে চিকিৎসা করান দরাকার, বুঝ্লি।

মোহন—চিকিৎসা হইছে কিছু কিছু, তবে এইটা মনের অসুখ—যখন মন খারাপ হয় তখন কেউ দাদার কথা মনে করাইয়া দিলে মায়ের বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হয়। বড়দার কথা যাতে কেউ না কয় সেই চেষ্টাই ত করি। কিন্তু বড়দার কথা আইজ কাইল আমারও য্যান মনে পড়ে বেশী। যেই দিন দেশ ভাগ হইল—সেই ১৫ই আগষ্ট—ইস্কুলে বক্তৃতার সময় ইস্কুল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট সাহেব যখন কইলেন যে দেশভাগ যদি না হইত তা হইলে মুসলমানেরা হিন্দুর হাতে পরাধীন থাক্‌তো। আমার দাদায় ত আপনারও ছাত্র আছিল, অপনেই কনতো কাকা—সে যে স্বাধীনতার লেইগা পরানটা দিল, সেকি হিন্দু মুসলমান ভাগ কইরা, কোন লোকেরে'বাদ দিয়া স্বরাজ চাইছিল?

মীর্জা—মোহন, তরে ত কোনদিন এই কথা কইতে শুনি নাই! চুপ কর্‌রে বেটা, আর দুঃখ বাড়াইস্‌না। তুই এই সবে মাথা দিস্‌না—। একটু ভাব, তুই ছাড়া কইলাম তগো পরিবারে দেখনের কেউ নাই। এই সব অতীত ভোল—ভুইল্যা দেখ, কিছু করতে পারসনি।

[তুইখ্যার প্রবেশ]

তুইখ্যা—কিষ্ট···কয়েকটা নলা মাছ বোধহয়···

মোহন—তুই নাস্ নাই অখনও ?

তুইখ্যা—(থতমত খাইয়া) হাত-জাল খান লইতে আইছিলাম—

মোহন—তুই আর তাল বাড়াইসনা তো মেজদা—নাইয়া আয় গিয়া কইলাম।

[তুইখ্যার প্রস্থান ও তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া প্রবেশ]

তুইখ্যা—মোহইন্যা, বাবায় আইতে আছে—

[প্রস্থান]

মোহন—(মীর্জাকে) ওই ত বাবায় আইছেন,

[পণ্ডিত মশাইয়ের প্রবেশ]

আপনের কথাটা সাইরা লন।

মীর্জা—একটু জিরাইতে দাও—

মোহন—বাবা, মৌলবী কাকায়—

পণ্ডিত—দেখছি। আসতে আছি মৌলবী সাহেব।

[পণ্ডিত মশাই দাওয়ার দিকে যাইবার উপক্রম করিতেছে]

মীর্জা—হ সুস্থির হইয়া আসেন।

পণ্ডিত—আর সুস্থির! এলা সব খাইয়া খুইয়া 'সুস্থির' হমু অনে। সবই তো জানেন মৌলবী সাহেব, কিছুই করতে পারলাম না। ভি, এম্ পণ্ডিত না হইয়া যদি ইস্কুলের দপ্তরী হইতাম, তা হইলেও চাক্‌রীটা থাক্‌তো। যাক, সবই তাঁর ইচ্ছা।

[পণ্ডিত মশাই লাঠি চাদর রাখিতে দাওয়ায় গেলেন]

মোহন—কাকা, সংস্কৃত পড়ান বন্ধ হইয়া গেল ?

মীর্জা—হ বন্ধ ঠিক না, তবে কমপাল্‌সরি থাকলো না।

মোহন—এই বার ছেলেরা পরীক্ষা দিবনা ? তা গো—

মীর্জা—তাগো রমাপতি বাবু পড়াইব, আর এক বচ্ছর তিনি থাকবো, নীচা ক্লাসে এইবার থেইক্যা সংস্কৃত বন্ধ। আমি চেষ্টা করছিলাম রে বাজান—

পণ্ডিত—(আগাইয়া আসিয়া) আপনে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করছেন—আপনের ঋণ শোধ দিতে পারুম না। অখন যে কি করি, বৃদ্ধ বয়সে কই গিয়া চাকরী পাই—তিনিই জানেন। এইবার থেইক্যা উপবাস আর কি! আইজ যদি খোকন বাইচা থাকত! একটা পাগল, একটা পোলাপান—বয়স্থা মাইয়া—এই সব লইয়া আমরা বুড়াবুড়ি কি যে করুম কিছুই বুঝিনা। মাত্র দুই মাসের মায়না সম্বল নিয়া নি মাইন্‌সে একটা বিদেশে অচেনা জায়গায় যাইতে পারে ?

মীর্জা—সত্যই। আর আপনের গ্র্যাচুইটির আড়াইশ টাকাও কিন্তু পাইতে দেরী হইব—কত কইলাম প্রেসিডেণ্টেরে যে পণ্ডিত মশায় কইলকাতা চইলা যাইব মন করছে, টাকাটা পাশ করাইয়া দেন—বৃদ্ধ মানুষ, একটু বুঝ্‌তে পারব। শালা এক নম্বরের চামার—জিগায়, এক বচ্ছরের মইধ্যে টাকাটা দেওনের কথা, এত ব্যস্ত হইয়া আপনের লাভটা কি ? দেখতাছেন তো ফাণ্ড প্রায় খালি—

পণ্ডিত—আপনে আর আমার লেইগ্যা মুখ নষ্ট কইরেন না। আপনের যখন এইখানেই থাকন, কেন আর অনর্থক এই দুর্জনের বিষ-নজরে থাকবেন। আপনে ত আমার লগে কইলকাতা যাইতে আছেন না—শেষে কেন একটা নিজের বিপদ ডাকবেন।

মীর্জা—কতবড় দুঃখের কথা, কয় ইস্কুল ফাণ্ডের টাকা নাই…। থাকব কি কইরারে বেটা! ইস্কুল-বিল্ডিং তৈরী করতে নিজের পোলারে দেস ঠিকাদারী—মাছের তেলে মাছ ভাজস্! ইস্কুল-ফাণ্ডের টাকায় ইস্কুল হয় একতলা, আর তুই তোলস্ দোতালা দালান! সরম নাই একতিল, কস্ ফাণ্ডে টাকা নাই—তোবা! তোবা! কথায় কথায় ইসলাম, আর বেহেস্ত দেখাস্ মাইন্‌সেরে—আর নিজেরা চাউল, চিনি, কেরাসিন চোরাই বাজারে বিক্রি করস্—। ইসলামের ছবক্—পয়গম্বরের ছবক্—সুদ খাওয়া গুণা—আর তরা টাকা কর্জ দিয়া মাইনসেরে জবাই কইরা সুদ খাস, দুঃখার দুঃখ বোঝস্ না, এই নি পাকিস্তান তৈরী…

পণ্ডিত—যাউক, যাউক—এই সব কথা আর আমার বাসায় বইয়া কইয়েন না; দেওয়ালেরও কান হইছে আইজ-কাইল।

মীর্জা—কমু আর কি? যাউক, আপনেরে আবার বিপদে না ফালাই।

পণ্ডিত—আপনের কাছে যে কইছিলাম, সেইটা কিছু করতে পারলেন নি?

মীর্জা—খবর ত অনেকে নিছে, দরও দিছে, তার মইধ্যে একজনের দরটা খুব খারাপ না—

[কেষ্টদাসের প্রবেশ—তাহাকে দেখিতে পাইয়া]

পণ্ডিত—(কিষ্টর প্রতি) এই যে কিষ্ট, তর খবর কি ?

কেষ্ট—একটা পরামর্শ আছিল আপনের লগে। আপনেরা কইলকাতা যাওন ঠিক করলেন নি ?

পণ্ডিত—একরকম তাই ঠিক করলাম। মাইয়াটার ত বিয়া দেওন লাগব—

কিষ্ট—আপনে আর দিদি ঠাক্‌রাইনই যাইবেন ?

পণ্ডিত—দেখি—

মীর্জা—শেষ পর্যন্ত এই ঠিক করলেন নাকি ? আমি কিন্তু কই, মোহনরেও নিয়া যান। চাকরী বাকরী কইরা কিছু সাহায্য করতে পারব। এইখানে কে-ই বা সুপারিশ করবো—

কিষ্ট—আমরা দুইজনে কইলাম আপনের সঙ্গে যামু. কইলকাতা কি যেইখানে যান—আমরা যামুই।

মীর্জা—তর অসুবিধা কি কিষ্ট ? চাষবাস্ করবি—তর ত চাকরী যায় নাই !

কেষ্ট—দেখেন—চাষা, সে হিন্দু মুসলমান সবাইর ওই এক ঝোঁক—। কেউ বিপদে পড়লে তার জমি ভাইঙ্গা নিজের আইলের মইধ্যে টানন। এখন আমি চুনাপুটী, একলা মানুষ, যে কোন হুজুগ তুইল্যা আমার জমি তারা নিবই। এমন সুযোগ পাইলে আমি নি ছাড়তাম ? কাজেই ক্ষেত, বাড়ী বিক্রি কইরা—

মীর্জা—বাস্তু বাড়ীখানও বেচবি ?

কেষ্ট—ভাবছিলাম ত মনে মনে তাও বেচুম। মা-ঠাক্‌রাইনরে কইছিলাম সেই কথা—তিনি কন, বাস্তু লক্ষ্মী, বাস্তু বেচতে নাই, আপেনরাও কি বেচবেন নাকি বাস্তু খান ?

পণ্ডিত—উঁ নাঃ—তা তুই যে কইল্‌কাতা যাবি, টাকা পাবি কই—এত ?

কেষ্ট—দেখি, জোগাড় নি করতে পারি—

পণ্ডিত—বাড়ী-টাড়ী বেইচ্যা একটা কিছু কইরা বসিস্‌ না, বুঝলি ?

কেষ্ট—আইগ্যা না, তা করুম না,—তবে

[মোহনের প্রবেশ]

মোহন—কিষ্টো, তোমার বউ ডাকে তোমারে।

কেষ্ট—খাড়, যাই।

[কেষ্টর স্ত্রীর প্রবেশ]

কেষ্ট-গিন্নী—(ইশারা করিয়া) হোনই।

কেষ্ট—আঃ কথাটা শেষ করতে দে—

[কেষ্ট অগ্রসর হইয়া স্ত্রীর নিকট গেল]

—কি, ক ?

কেষ্ট-গিন্নী—বসির মিঞা আর মন্নান আলি লোকজন লইয়া আইছে—টিন খুলতে লাগছে—আমি মানা করতে কয়—তুমি নাকি আইজ থেইকা দখল নিতে কইছ,—বায়না বোলে তুমি নিয়া নিছ—

কেষ্ট—বায়না হইলেই হইল!—আর টাকা পত্তর লাগবো না? তুই যা, আমি আইতাছি—

[কেষ্টর স্ত্রীর প্রস্থান]

মীর্জা কিরে কিষ্টো...বসির মন্নান অরা কি বাসায় গিয়া কিছু জুলুম করতে আছে নাকি?

কেষ্ট—না, এই—

মীর্জা—কি? টিনটুন খোলে ক্যান? বাড়ী বেচলি নাকি, যে টিন খোলে?

পণ্ডিত—কি, বাড়ী...

কেষ্ট—অ্যাঁ, না কর্তা, বাস্তু বেচুম না—ওই বসির অরা...আমি গিয়া কর্তা...অখনই...

পণ্ডিত—দেখ গিয়া—

কেষ্ট—কইলকাতা কিন্তু আপনেগো লগেই যামু আমরা—

[কেষ্টর প্রস্থান]

পণ্ডিত—ইয়ে,—তারপর ইসে, দর উঠল কত?

মীর্জা—দুইশ' টাকার উপর পাওয়া যায় না। তবে ষ্ট্যাম্প খরচটা তারাই দিব।

মোহন—মায়ের মনে কিন্তু বাস্তু বেচলে খুবই কষ্ট হইব।

পণ্ডিত—আমার বুঝি খুব আনন্দ হইব! লজ্জায় কিষ্টোরে কইতে পর্যন্ত পারলাম না যে লক্ষ্মী বেচতাছি। গ্র্যাচুয়িটির টাকাটা পাইলে আর বেচতাম না। কিন্তু একেবারে খালি হাতে কইল্‌কাতা গিয়া খামু কি? যদি কইল্‌কাতায় কোন কাজ-টাজ পাইয়া যাই, তখন

গ্র্যাচুয়িটির টাকাটা দিয়া আবার এই রকম বাড়ী সস্তায় আপনে কিন্যা দিতে পারবেন না মৌলবী সাহেব ?

মীর্জা—পারুম না ?...তাই য্যান হয়, আল্লার কাছে এই প্রার্থনাই করি।

পণ্ডিত—আপনে তাইলে বাড়ীত যান, আমি দুগা মুখে দিয়া আসি—।

[পণ্ডিত মশাইয়ের প্রস্থান]

মীর্জা—আসেন, আসেন। (মোহনের প্রতি) তুই কিন্তু তর বাপের ভরসা,—তুই ভাইঙ্গা পরিস্ না।

মোহন—আইজ য্যান আমিও পারতাছি না কাকা! খালি মনে পড়তাছে বড়দাদার লেখা চিঠিগুলি—দেশ-দেশমাতৃকা কইরাই ভর্তি। দেশ মাটি না, দেশ নাকি দেশের মানুষ। আর বড় দাদারা শুধু শুধু বোকার মতন হুজুগে প্রাণ দিছে—আমি হইলে এই স্বাধীনতার লেইগা পরাণ দিতাম না।

মীর্জা—ছিঃ মোহন, মাইয়া-মাইনষের মতন দুর্ব্বল হওন কি তর শোভা পায় ? আল্লায় যার মঙ্গল চায় তারে দুঃখের মধ্যেই মানুষ করে। মরদের মতন খাড়া অইয়া ওঠ বাজান। কিন্তু আমার দুঃখ যে, আমার হাত দিয়াই তগ শেষ সম্বলটুকু গেল। প্রিয়জনেরে কাফুন চাপা দেওনের মত দেশের টানটুকু আমিই উপলক্ষ্য হইয়া ঘুচাইলাম রে বাজান। তগ কোনই ভাল করতে পারলাম না—এই দুঃখ।

মোহন—আপনে দুঃখ কইরেন না কাকা, আপনে দুঃখ কইরেন না। আপনে আমাগো ভালই করলেন। আমরা যামু হিন্দুস্থানে, যদি পাকিস্তানে আমাগো সম্পত্তি থাইক্যা ভোগ না করতে পারি—তবে প্রাণে জ্বালা থাক্‌বো, থাক্‌বো হিংসা। আপনে ভালই করছেন। আপনে আমাগো মোহ কাটাইয়া দিছেন, আপনে দুঃখ কইরেন না। এলা বুঝছি, দেশ কথাটা শুধুই মোহ।

মীর্জা—মোহইন্যা রে, তুই এইটা কি কলি? দেশ কথাটা মোহ নারে, দেশ মাইন্‌ষের মনে। জমির উপুর দেওয়াল তুলছে—মনে য্যান তুলতে না পারে। মাইন্‌ষেরে অবিশ্বাস করিস্‌না, ভালবাইসা যেন মাইন্‌ষেরে জয় করতে পারস্ এই আশীর্ব্বাদই করি। আমার মনে ভগ লেইগ্যা জায়গা রইল—কসম্ খা বেটা, আমার বুক ছুঁইয়া কসম্ খা—কইয়া যা, তরা আবার ফিরা আবি। আমার পোলায় আর তুই লড়াই না কইরা বাইচা বইরতা থাকবি—আমারে জবান দিয়া যা, কসম্ খাইয়া যা বেটা—

(দৃশ্য শেষ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতা। শিয়ালদহ ষ্টেশনের অংশ। কাপড় টাঙ্গাইয়া দুইখানি ঘরের মত করা হইয়াছে। একটিতে ব্রাহ্মণ পরিবার, অপরটিতে নমঃশূদ্র পরিবারটি আশ্রয় লইয়াছে। ষ্টেশনের গণ্ডগোল—হৈ চৈ—ট্রেনের হুইসিল্—ভেণ্ডারদের ডাক ইত্যাদি নেপথ্যে শোনা যাইতেছে। অন্নপূর্ণা (মা) অপরটিতে আশালতা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত। দুইখ্যা আসিয়া মায়ের কাছে গেল।]

দুইখ্যা—মা! মোহইন্যা, বাবায়—অরা কেউ ফিরে নাই?

মা—না। ক্যান?

দুইখ্যা—বাঃ. নিজেরা সক্কাল সক্কাল বাইর হইয়া গিয়া ঘুরবো, কত কি দেখব—আমারে খালি বাইর হৈতে দিবনা। যামু মা অগো লগে—হাওড়ার পুল দেখতে—অরা যাইতাছে—

মা—তরে মানা করছে যখন—দুইটা দিন একটু চুপ হইয়া থাক্। বাসা-বুসা ঠিক হইলে একটু স্থিতি কইরা লই—তারপর তর যেইখানে মলে হেইখানে যাইস্—কখন কৈতে কখন এইখান থেইকা যাওন—কিছু ঠিক থাকলে না হয় তরে যাইতে দিতাম।

দুইখ্যা—সোমে সোমে আষ্ট দিন গেল, ইষ্টিশান থেইকা ত কোনখানেই লড়লাম না—নিজেরা বেড়ায়—খালি আমার বেলায়—

মা—দেখ ত গিয়া পরী অখনো নাইয়া আসে না ক্যান। দেখ গিয়া একটু—

দুইখ্যা—ওতো জলে ডোবে নাই—কলেই ত সেনা গেছে।

মা—ডুবলেই আছিল ভাল। আর এত লোকের মেলে, পুরুষের চক্ষের উপুর মাইয়ারা নি নাইতে পারে?—যা দেখ একটু।

দুইখ্যা—আমি যামুনা কোনখানে—

মা—যাইস্না, তবু সুবুদ্ধি।

[দুইখ্যা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল]

মা—আবার চললি কই?

দুইখ্যা—আমি ভলান্টিয়ারের কাছ থেইকা দুধ আনুম—ওই—

মা—না, আনবি না কইলাম—তর কোন্ কোলের পোলাটা কান্দে, যে তুই মাইগ্যা দুধ আনতে চলছস্। পোলাতী মায়েরা দুধ পায়না—উনি চললেন দুধ আনতে।

[পরীর প্রবেশ—তাহার স্নান করা হয় নাই]

মা—কি নাওন হৈল—এতক্ষণে—?

পরী—নাওন যায় ওইর মইধ্যে? চাইরদিকে লোক—টেগ্যাইয়া চাইয়া আছে! খালি, খুকী তুমি কই থেক্যা আইছ—কে কে আছে? আর জলের লেইগ্যা মারামারি; আমি নামু না—

মা—নাইস্না রে বাবা, নাইস্না—দুইদিন না নাইলে মরবিনা

—যেমন কপাল করছস্—তেমন ত হইব। রাস্তায় পাতছি বাইদার সংসার—এও লেখা আছিল কপালে—

[জনৈক স্বেচ্ছাসেবকের প্রবেশ]

মা—এই কি? এই কি? কই ঢোকেন—।

দুইখ্যা—দেখেন না—এইখানে পাক করতাছে; আপনে যে জুতা পায়ে আইলেন—

স্বেচ্ছাসেবক—থাম। মনমোহন ভট্টাচার্য কার নাম? কে হয় তোমাদের?

দুইখ্যা—আমার বাবার নাম।

স্বেচ্ছাসেবক—তিনি কোথায় গেছেন?

দুইখ্যা—কইয়া গেছেন নাকি—যে কমু।

স্বেচ্ছাসেবক—তোমরা 'রিফিউজি ক্যাম্পে' যাবে না, বলেছ?

দুইখ্যা—কই যামুনা, কইছি?

মা—না বাবা, আমরা এইখানেই থাকুম।

স্বেচ্ছাসেবক—এখানে থাকা চল্‌বে না। হয় ক্যাম্পে যেতে হবে—আর নয়ত প্ল্যাটফরম্ খালি করে দিতে হবে। তাছাড়া চালও তোমরা আর পাবেনা।

দুইখ্যা—ইস্ কিনা চাউল, অর্দ্ধেক কাঁকর—তার আবার বন্ধ।...

স্বেচ্ছাসেবক—ও, মিনিমাগনার চাল খেয়ে বুঝি তেল বেড়েছে। যোয়ান মদ্দ বসে না থেকে ত একটা কাজের জোগাড় দেখতে পার—চিরটা কালই কি রিলিফেই চলে যাবে ভেবেছ নাকি? তোমাদের যে কি হবে—

মা—কিছু মনে কইরেন না বাবা—ও মুখ্যসুখ্যু মানুষ। আমরা একটা বাসা পাইলেই যামু গিয়া। কয়েকটা দিন বাবা—একটুখানি দয়া কইরা—

স্বেচ্ছাসেবক—আচ্ছা—আচ্ছা! এ কে হয়? কেষ্টদাস তুঁই…?

দুইখ্যা—আমাগো পেরজা—

সেচ্ছাসেবক—জমিদারী শুদ্ধ নিয়ে এসেছ, দেখছি?

দুইখ্যা—আনছিই ত। আমরা কি আপনেগো মতন ভিখারী? ইয়ে পাইছে আমারে. চোখ রাঙাইয়া কথা কয়—দিমু চোখের প্যাটা গাইল্যা—চিনেনা আমারে।

স্বেচ্ছাসেবক—আরে বেটাচ্ছেলে ত' বড্ড বেড়েছে—দেব এক ঝাঁপড়!

দুইখ্যা—মার্‌না দেখি?

মা—দুইখ্যা চুপ করলি! গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। কি স্বভাব করছে দেখ—

[মোহনের প্রবেশ]

মোহন—এই কি? কি চাই আপনের?

সেচ্ছাসেবক—তুমি কি এদের কেউ হও?

মোহন—হ্যাঁ—হই।

স্বেচ্ছাসেবক—মনমোহন বাবু কে হয়?

মোহন—বাবা হ'ন!

স্বেচ্ছাসেবক—তোমরা দু'ভাই, একবোন আর মা, এইত পরিবার?

মোহন—হ্যাঁ।

স্বেচ্ছাসেবক—এক— দু'ই—তিন… দুই—পাঁচ জন?

মোহন – হ্যাঁ।

স্বেচ্ছাসেবক—তোমরা ক্যাম্প-এ না গেলে আর চা'ল পাবেনা। আর আগের হপ্তার চা'ল এনেছ সাত জনের—অথচ কেষ্ট ওদের চা'ল দাওনি কেন?

মোহন ও মা – (এক সঙ্গে)—দেই নাই?

মোহন—দিছি, ওই চাউলের অর্দ্ধেকটাই অগো দিছি।

স্বেচ্ছাসেবক – ওরা যে তোমাদের নামে নালিশ করে' দু'জনের চাল নিয়ে এসেছে। কেন?

মোহন—জানি না।

স্বেচ্ছাসেবক—জানি না কি রকম?—

মোহন কইল্‌কাতায় আইয়া শিখ্‌ছে বোধহয়।

স্বেচ্ছাসেবক—যাক্‌গে। তোমাদের সবাইর পুরো নাম আর বয়সটা বল দিকি, লিখে নি'।

মোহন—কত জনার কাছে নাম লিখামু কনতো? ওই যে হাজার রকমের নিশান ঝুলাইয়া স্টেশন সাজাইছেন—তার হাজারটা সেবা-সমিতির খাতায় আমাগো নাম লিখা আছে। বুঝছি—এলা যান তো।

দুইখ্যা—একটা ছুতা কইর‍্যা আইয়া খালি নাম লিখন—যান হইছে হইছে। মেজাজ খারাপ কইরা দিয়েন না।

স্বেচ্ছাসেবক—বেশ। বাজে ছুতো করে এয়েছি? আমার কি? ক্যাম্পে না গেলে রেশান বন্ধ—বুঝেছ?

মোহন – আচ্ছা, বুঝছি।

স্বেচ্ছাসেবক – প্ল্যাটফরম খালি করে’ দিতে হবে।

মোহন—দিমু খনে।

[স্বেচ্ছাসেবকের প্রস্থান]

মোহন—খালি আছে নাম কওরে—নাম কওরে। দুধ নাও না নাও—নাম কও। ওষুধ খাও না খাও—নাম কও। টিকা নাও না নাও—নাম কও। হাজার জনে কেবল নামই ল্যাখে।...আর কিষ্টো তো খুব শিখছে দেখি—আমাগো নামে নালিশ কইরা চাউল আনছে। ও কিষ্টো—কিষ্টো—

কেষ্ট-গিন্নী—হে নাই গো—

মোহন—কই গেছে জানো কিছু ?

কেষ্ট-গিন্নী—জমি কিনবো। তাই দেখতে গেছে—

মোহন—জমি কিনবো ? কোনানে ? কয় নাই তো কিছু ?—

কেষ্ট-গিন্নী—চিনা-জানা একজনে দুই বিঘা জমি দিব তিনশ’ টাকায়—তাই দেখতে গেছে—

মোহন—কই ? কইল্‌কাতার মইধ্যে ?

কেষ্ট-গিন্নী—কি জানি ? হে’তো ঠিক জানিনা—

মোহন—কইল্‌কাতার কাঠার দাম ৫।৬ হাজার...

কেষ্ট-গিন্ন—তাইলে হয়ত বাইরা কোনখানে—

[কেষ্ট-গিন্নীর প্রস্থান]

মোহন—তা’ হইতে পারে—

দুইখ্যা—মোহন, আমাগো লেইগ্যাও কিনবি ? বাবারে ক’ না ?—

মোহন—কিষ্টর চিনা-জানা কেউ যদি ওরে খাতির কইরা দেয়। আমাগো দিব কোন সোহাগে ?

[পণ্ডিত মশাইয়ের প্রবেশ]

পণ্ডিত—শোনোগো – একটা কোঠা ঠিক কইরা আইলাম। এক্তিবেলা গিয়া না ঢুক্‌লে আবার অন্য কেউ ঢুইক্যা পড়বো—

পরী—কয়খান কোঠা, বাবা ?

পণ্ডিত—কয়খান ! একখানেরই সেলামী ১০০৲ টাকা আর কুড়ি টাকা ভাড়া—

পরী—একখান ঘরে আমরা আর কিষ্টরা কি কইরা থাকুম।

পণ্ডিত—কিষ্টরা ! অ্যাঁ, আছেনি কিষ্ট এখনও ?

মা—কিষ্টর লেইগ্যা আর তোমাগ চিন্তা করতে লাগবনা। সে নালিশ কইরা চাউল আনতে শিখছে। জমি কিনতাছে।

পণ্ডিত—জমি কিনতাছে নাকি ? কয় নাই তো···

মোহন—তিনশ' টাকায় দুই বিঘা।

পণ্ডিত—সস্তাই তো মনে হয়—একখান ঘরে একশ' টাকা সেলামী, সেই তুলনায় সস্তাই তো। কয় নাই তো ··

মা—তোমরা পাছে চাও। তার লেইগ্যা চিন্তা করতে লাগব না—সে তারটা ঠিক গুছাইতাছে।

পণ্ডিত—তাইলে মোহন।—রান্না বসাইছ নাকি ?

মা—এই বসামু—

পণ্ডিত—তাইলে ঐখানে গিয়াই রাইন্ধ অনে। দেরী হইলে পর শেষে যদি ঘরখান না পাই—বেটায় ত রসিদও দিলনা টাকা নিয়া—শেষে অস্বীকার করলেই ত গেছি। চল তাড়াতাড়ি, ওঠ। ঐ তুইখ্যার কান্ধে ঐটা দে—

[সপরিবারে তাহাদের সকলের প্রস্থান]

(প্রথমে কেষ্টদাসের স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া সাংসারিক কাজ করিতে লাগিল। কিছু পরে কেষ্টদাস হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া মেঝের উপর সটান বসিয়া পড়িল)

কেষ্ট—সর্ব্বনাশ করলরে আমার, সর্ব্বনাশ করল—

কেষ্ট-গিন্নী—কি হইল গো, এমন কর ক্যান—

কেষ্ট—আমার যথা সর্ব্বস্ব ঠকাইয়া নিল ঐ ডাকাইত ব্যাটারা—আমার কইল্জা শুইষা রক্ত খাইল রে—তিনশ' টাকা ঠকাইয়া নিল—

কেষ্ট-গিন্নী—ওগো তুমি চুপ করে গো—এইরকম কইর না—

কেষ্ট—ডাকাইত ব্যাটারা লোভ দেখাইয়া নিয়া গেল—আমার সর্ব্বস্ব লইয়া গেল—তিনশ' টাকা লইয়া গেল গো—

কেষ্ট-গিন্নি—ওগো মা-ঠাইন, পরীদি গো, দেখ আইয়া—বাসায় কেমন করতাছে—

(কেষ্ট-গিন্নী ছুটিয়া পণ্ডিত মশাইদের পরিত্যক্ত জায়গায় গেল)

কেষ্ট—আঃ চুপ গেলি—ডাকিসনা কাউরে—চুপ যা, চুপ যা

কেষ্ট-গিন্নী (ফিরিয়া আসিল)—আগো ঠাউরেরা জানি কই গেছে গিয়া সব, আমাগো বিপদে ফালাইয়া—

কেষ্ট—গেছে, গেছে, বেবাকেই ছাড়বো আমারে—আমি

একটা লক্ষ্মীছাড়া। যাউক যাউক গিয়া—আমি কি কার প্রত্যাশী—কান্দিস্ না, চুপ যা মাগী, চুপ যা না।

কেষ্ট-গিন্নী (ক্রন্দনরতা)—চুপ যামু কিসের? সর্ব্বনাশ করলা একটা, আর আমি চুপ যামু? তখন পই পই কইরা না করলাম, বাড়ী বেইচ না, বাস্তুবাড়ী লক্ষ্মীর থান।

কেষ্ট—থামলি—

কেষ্ট-গিন্নী—আমার কথা কইতে পারুম না? আমার সংসারীর দুঃখু বুঝাইতে পারুম না! আমার বুদ্ধি শুনবা কেন? বাড়ী বেচতে না করলাম—থামলি। কইলাম ঠাকুরগ লগে যুক্তি কইরা জমি কিন—থামলি। পলাইয়া গেছে জমি কিনতে—আমার বন্ধু আছে। কত বন্ধু আছে—টাকা ঠকাইয়া খাইতে বন্ধু আছে. সর্ব্বনাশ করতে বন্ধু আছে। ঐ যে আরেক মাউরা বন্ধু আছে, বড় বড় চাকরী কইরা দেয়। পায়ের উপুর খাড়া কইরা দেয় চাকরী দিয়া। যত চোর জুটছে।

কেষ্ট—তুই থামলি! এক্কেরে মাথায় উঠছে—ভিখুয়ারে ক'স্ চোর? দাঁত খওয়াইয়া ফালামু না। জানস্, ও কত দিন আমারে বুঝাইছে একটা চাকরী করতে, আর হাতের টাকাটি নিয়া ব্যবসা করতে? অর কথা না শুইনা কি সর্ব্বনাশ করলামরে—

কেষ্ট-গিন্নী—কি করলামরে, কি করলামরে, কইয়া অখন কান্দ। ভাতের দুঃখ ঘুচবনা জানতাম—কিন্তু, নিজের বাড়ী

ঘরের আশাও তুমি সর্ব্বনাশ কইরা আইলা। আইজ ত টেশন থেইকা যাওনের লুটিশ দিছে। এখন কই গিয়া মাথা গুঁজি, কার দুয়ারে ঠাঁই পাই! হে মা লক্ষ্মী! কি করলা। বাড়ী থেইকা লামাইয়া ভিখারী কইরা কই পলাইলা—

কেষ্ট—চুপ যা, চুপ যা না—

[ভিখুয়ার প্রবেশ]

ভিখুয়া—ও কিষ্টো! কা হলো জী! ইত্‌না রোনেকা বাত কেয়া?

কেষ্ট—আমার তিনশ' টাকা ঠকাইয়া নিছে—আর জমি কিনা হইল না।

ভিখুয়া—বড়ি আফ্‌শোস্‌, বড়ি আফ্‌শোস্‌। লেকিন্ বেকার রো রোকে কেয়া ফায়দা উঠাও গে?

কেষ্ট—আঁ, ঠাউরেরা আমাগ ফালাইয়া জানি কই গেছে গিয়া—

ভিখুয়া—ঠাকুরেঁা কঁহা ভাগ গৈলন?

কেষ্ট—কিছু কইয়া যায় নাই, এই বিপদে—

ভিখুয়া—কা করবৈন্ আভি রূপেয়াকে লিয়ে তর সাল্যাকে, ফ্যয়দা উঠাইবন।

কেষ্ট-গিন্নী—আপনে ওরে চাকরী কইরা দিবেন, কইছিলেন না?

ভিখুয়া—মঁ্যয়? নোক্‌রী? লেকিন উয়ো ত হামারে ইহঁা —ইটাগড়মেঁ

কেষ্ট-গিন্নী (কেষ্টকে)—কি? রা' কাড়না যে—

ভিখুয়া—অগর উ যাতা তো কাম একঠো জ্যরুর মিল যাতা।

কেষ্ট—আমি জমি করুম—

ভিখুয়া—আঁহা জমি পিছে খরিদা যাবে হো. অব্ তো নোকরীকে লিয়ে ইটাগড় চ্যলো।

কেষ্ট—যাইতে কও—গিয়া থাকুম কই?

ভিখুয়া—ইস্‌সে কেয়া মুসিবৎ? হামারী কোঠ্‌ঠীমেঁ হাম দোনো···

কেষ্ট—বউ? বউ থাকব কই?

ভিখুয়া—ঘরকো ভেজ দো।

কেষ্ট-গিন্নী—ঘর-বাড়ী বেইচ্যাইতো, ঠাকুরগ ঠকাইয়াই তো, এই দুর্গতি। সেই পাপেই টাকা খোয়াইছে।

কেষ্ট—চুপ যা! দেশ, ঘর আর নাই ভাই! তুমি যদি আমাগ লেইগ্যা একটা কোঠা ঠিক কইরা দেও—

ভিখুয়া—ও···আচ্ছা! কৌশীষ করেগা··

কেষ্ট-গিন্নী—চাক্‌রী পাইবা ইটাগড়ে?

কেষ্ট—শোনস্‌না? কয়ত বলে চাকরী পাওন যাইব; গিয়া দেখি—

কেষ্ট-গিন্নী—তবে চল সেই ভাল।

(প্রায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার মত করিয়া)

এইখানে আর না গো—এইখানে আর থাকুমনা।

(দৃশ্য শেষ)

তৃতীয় দৃশ্য

[কলিকাতার বস্তী। একটি বস্তীর ঘর, সঙ্গে একটি দাওয়া। দুঃখের মধ্যে প্রত্যেকের চেহারায় একটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মা ও মেয়েকে মঞ্চের উপর দেখা গেল।]

মা (উত্তেজিত কণ্ঠে)—দিমু না ভাড়া। যা করতে পারস্ করিস্—আসছে সব।

পরী—মা, তুমি আইয়া পড়। দাদারা কিংবা বাবায় আইলে যেন ওরা কয়।

মা—তুই থাম তো। ঐ বেটির মুখের বিষ যেন সওন যায় না। পিছা মার তর কপালে—

পরী—কউক না ওরা যা খুসী অগো।

মা—ক্যান্, কইব ক্যান্? এক মাসের ভাড়া দিতে একটু দেরী হইতাছে, তাই যা মুখে আইব তাই কইব? এই ঘরের ভাড়া কুড়ি টাকা কইরা নেস্, একটা কথা কই নাই। অন্য ভাড়াইট্যারা যে আট টাকা কইরা দেয়—তাগো তো দেখি কিছু কইতে পারস্ না। একশটা টাকা সেলামী নিছস্, কিছু কই নাই। মুখ বুইজ্যা সব সইছি। আইজ আসুক অরা বাসায়, একটা হেস্ত নেস্ত কইরা তবে ছাড়ুম।—কি ছোটলোকের মেলে আইলাম—কি ঘিন্নার কথা। ভদ্রলোকের চাম গায়ে থাকলেই কি আর ভদ্রলোক হওন যায়। পিছা মার তর কপালে।

পরী—তুমি চুপ করো না মা। ছোড়দা, বাবায় অরা আইলে…

মা—থামতো সোহাগী! কত মুরোদ এক এক জনের, জানতে আর বাকী নাই। আমারে লুকাইয়া বাড়ী বেইচা আইছে! আমি মুখ্যু মাইয়া-মানুষ কিছু বুঝি না! কারোরে বুঝতে বাকী নাই আর আমার। বাড়ী-আলীরে তুপইরের সময় আইতে কইয়া কেউ বাসায় নাই। আমারে এই যন্ত্রণার মইধ্যে ক্যান?

পরী—হয়ত চাকরীর খবর পাইয়া গেছে।

মা—ঢেউয়াইয়া দিতাছে না চাকরী কইরা এক এক জনে…

পরী—(একটু ভাবিয়া) মা, কাপড়গুলি কাচুম?—তিনটার জল আসনের তো সময় হইল।

মা—অথন থো। অরা আইয়া খাইয়া লউক। কত কই, এত বেলা পর্যন্ত রোদ্দুরে পুইড়ো না। শেষে কি অসুখ বাধাইয়া বইবা একটা—কার কথা কে শোনে? এত বেলা হইল, তবু নি আসনের নাম করে কেউ, তু'গা ভাত যে সুস্থির হইয়া মুখে দিব, তাওনি কপালে আছে!

তুইখ্যা—(দরজার বাহির হইতে) মা, দরজা খোল—ওমা!

মা—ওই আইছে বুঝি তুইখ্যা। দরজা খোল গিয়া।

[পরী বাহির হইয়া গেল। তুইখ্যা ও পরীর প্রবেশ]

তুইখ্যা—পাক হইয়া গেছে?

পরী—না, হয় নাই। তর লেইগ্যা বইয়া আছে!

তুইখ্যা—তয় তাড়াতাড়ি খাইতে দাও মা।

মা—তাড়াতাড়ি কিরে? অরা আসুক, এক লগে খাইস্ অনে!

দুইখ্যা—না, আমি খামু।

পরী—নাবি না ?

দুইখ্যা—না, নামু না, আমি খাইয়া অখনই একটা জায়গায় যামু। খাইতে দাও না মা—

মা—বয় আইয়া। (পরীকে) দেত মা—একগ্লাস জল ভইরা।

দুইখ্যা—তাড়াতাড়ি জল দে না পরী !

পরী—ইস, যেন ঘোড়ায় জিন্ দিয়া আইছে !

দুইখ্যা—তাড়াতাড়ি দে না। আইজ চিড়িয়াখানায় বিনা পয়সায় ঢুকতে দিব, তাড়াতাড়ি দে। আবার দেরী করলে বন্ধ হইয়া যাইব, তখন আবার একমাস বইয়া থাক।

মা—আরে পোড়া কপাইল্যা, তুই কি এই লইয়াই থাকবি! কাম-কম্ম দেখবি না একটা! দুইজন যে সারা হইয়া গেল !

দুইখ্যা—খালি বকে ! ভাত দেও না ?

মা—ভাত দিমু ! ছাই বাইরা দিতে ইচ্ছা করে !

দুইখ্যা—আমি তবে খামুনা কইলাম।

মা—আর ঢঙ্ করতে লাগব না। এই-ই দুই দিন পরে আর জুটব না।

(মা ভাতের থালা দুইখ্যার সামনে দিলেন। দুইখ্যা খাইতে সুরু করিল। পণ্ডিত মশাই প্রবেশ করিলেন। পরী তাহার কাঁধ হইতে চাদর তুলিয়া লইল।)

পরী—বাবা ! চাকুরী পাইছ ?

মা—আইতে দে লোকটারে, একটু বাতাস কর। দেখস্ না, কি অবস্থা অইছে ? (পণ্ডিত মশাই বসিলেন)

পণ্ডিত—চাক্‌রী-বাক্‌রী আর পাওন গেল না, বোধ হয় কোনানেও…

ডুইখ্যা—(হঠাৎ বলিয়া উঠিল) আর কিছু নাই ?

মা—না ঐ ত দিয়া আইছি না। ভাত লাগলে…

ডুইখ্যা—ডু'গা ইচা মাছের পাতড়ি দিয়া নি এতগুলি ভাত খাওন যায় ? আবার ভাত লাগলে—

মা—দেখস্ ওই খাওয়াইতেই চিন্তায় চিন্তায় এক জন—ঐ খাইয়াই এলা ওঠ্।

ডুইখ্যা—আমি খামু না। শুধা শুধা ভাত ডুগা ইচা মাছ দিয়া—

মা—না খাবি ত ওঠ্।

ডুইখ্যা—না খাবি ত ওঠ্ ! আমি খামু না, কিছুতেই খামু না, ডুত্তরি না ছাতা (ভাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।)

পরী—মেজদা, ভাত ফালালি ?

পণ্ডিত—কি হারামজাদা ! ভাত ফালাইয়া দিলি ? (উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে ডুইখ্যার গালে এক চড় বসাইয়া দিলেন) দেশ ভাতের কাঙ্গাল, আর তুই…আর তুই…(আর বলিতে পারিলেন না)

ডুইখ্যা—আমারে তুমি মারলা ; তুমি মারলা ! আমি থাকুম না এইখানে।

(ডুইখ্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল)

পণ্ডিত—যা গিয়া তর যেখানে খুসী…(খানিক পরে) দেখত পরী, সত্যই গেল গিয়া নাকি ? তোমার আদরে আদরেই তো কোন দিন কারো গায়ে হাত তুলি নাই। দেখ—দেখ গিয়া।

(দুইখ্যা ও মোহনের প্রবেশ : দুইখ্যা তখনও কাঁদিতেছে।)

মোহন—কি হইছে ? ও রাস্তায় গিয়া কান্‌তাছিল ক্যান ?

পরী—ও ভাত ফালাইয়া দিছে দেইখা বাবায় অরে মারছে।

মোহন—মারছে ! ওঃ ! মেজদা আয়, বয় আইয়া। মা, এই নাও দশ আনা পয়সা (মাকে পয়সা দিল)। কাইল মেজদারে…

মা—তুই পয়সা পালি কই ? কি কইরা ?

মোহন—ভয় নাই, চুরিও করি নাই, ভিক্ষাও করি নাই। এই পয়সা আমার রোজগার করা। বাবা, এই আপনের ফরম নিয়া আইছি। শহীদ-পরিবারের সাহায্য চাইতে পারেন। সরকারী দপ্তরে গিয়া দিয়া আইতে লাগবো। আর গ্র্যাচুইটির টাকাটার লেইগ্যা মৌলবী কাকারে একটা চিঠি লেইখা দেন না।

পণ্ডিত—শহীদ-পরিবার কইয়া টাকা চাইতে……(ভাবিতে গিয়া যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন)

মোহন—চাইলেই পাইবেন কিনা তাওতো ঠিক নাই, তবু লেখেন তো—যদি কিছু—সকলে মিল্যা উপাসে মরণের থেইকা একটা চেষ্টা করলে পর—

পণ্ডিত—তার থেইকা গ্র্যাচুইটির টাকাটা—

মোহন—দুইটাই লেইখা দিয়েন। আইজই আমি ডাকে দিয়া আসুম অনে।

মা—তরা কি আইজ বইয়াই থাকবি?

মোহন—না, এই উঠি।

(দৃশ্য শেষ)

চতুর্থ দৃশ্য

[টিটাগড়। মিলের বস্তী। কুলি-ব্যারাকের মত জায়গা। ভিখুয়া বসিয়া গান গাহিতেছিল।]

(কেষ্টদাসের প্রবেশ)

কেষ্ট—অ ভিখুয়া, ব'উরে দেখছনি? আসে নাই বাসায় অখনও?

ভিখুয়া—আই না দেখলেন্। আই তো আভি আইলেন। কা হৈল হো। জমিন্ মিলল্ তেহারকো?

কেষ্ট—জমি দিয়া আর চাষ করতে লাগবো না! দুই হাজার টাকা বিঘা! আর এইহানে মাইনষে চাষ করতে পারে? হালার লোকে জানে খালি মস্করা করতে।

[দরজার বাইরে আওয়াজ। কেষ্টদাসের স্ত্রীর প্রবেশ)

কেষ্ট—কেরে, কে আ'লি?

কেষ্ট-গিন্নী—আমি আইছিগো! বাবুগো বাড়ীতে জামাই আইছে; আমারে কয়, ঝি, এইবেলা একটু দেরী কইরা

যাও। আমি কইলাম, আমি পারুম না, আমার শরীর গতিক দেয়না। ঠারাইনে একেবারে জ্বইলা উঠলো। যাউক, কাইল ভোর ভোর গিয়া যদি তাগ রাগ ভাঙ্গাইতে পারি। আগ, পইলা নি জমি?

কেষ্ট—নাঃ জমি! সব হালায় আছে থালি……

ভিখুয়া—আঁই কহবেন তো—তুহারকে কোই কারখানা মেঁ কোলীকা কাম লেবৈন ঠিক হ্যায়।

কেষ্ট—না রে মশয়! আমি হালার জাত-চাষা—জমি না পাইলে আমি মইরা যামু। চাষবাস ছাইড়া কুলীর কাম আমি করুম না।

ভিখুয়া—জমিন্ মিলী তব্ না করি চাষ বাসকা কাম। আওর জ্যরু কা খা ক্যর কেৎনা দিন জিইব? ওয়ো ঘরত্নয়ারী মাঙ্গকে লে আওব—ঔর তুহ্ বৈঠল্ বৈঠল্ উন্‌কী কামাই খাওবন্ আর চাষবাস কি বড়ী বড়ী বাত কহৈবন্!

কেষ্ট-গিন্নী—আগ, তুমি ওই মহেন্দরবাবুর থেইকা খবর নিয়া কোন কারখানায় ঢুইকা পড়—

কেষ্ট—চুপ যা! কুলীর কাম আমি করুম না; কারখানায় আমি যামু না। আমি চাষার পোলা, লক্ষ্মীর সেবা কইরা খামু, দাসত্ব আমি করুম না।

কেষ্ট-গিন্নী—দাসত্ব করুম না—ইস্ কি পীর আইছেন, মাগ্না জমি দেওনের লেইগ্যা সব কুটুমেরা বইয়া আছে! আমি দাসী-বান্দী গিরি করি না? কোন লাট সাহেব আইছে! কুলী-গিরি করুম না! এত মাইন্‌ষে কুলী-গিরি করতাছে

উনি করবেন না! করলে যে পেট ভইরা দুর্গা ভাত খাইতে পাইব, তা করব ক্যান? জোত্‌জমা বেইচা আইছে—বাড়ীটাও…

কেষ্ট—থাম—থাম—থামলি। চুপ কইরা থাকলে একেবারে বাইরা ওঠে। যামু. যামু অ'নে কুলীর কামে: সন্তুষ্ট তো এলা। এইবারে চুপ যা।

ভিখুয়া—কিঁউ ঝামেলা করতে হো? ম্যয় তুহারকো অচ্ছী নোক্‌রী মিলা দুঙ্গা। মহেন্দরবাবুসে পাতা লেকর অচ্ছী নোক্‌রী মিলা দুঙ্গা। সমঝে?

কেষ্ট—আর নিত্যি তিরিশ দিন এই জমি-জমি ভালও লাগেনা; একটা কাম-কম্ম জুটলে মন দিয়া তাই করি।

ভিখুয়া—ইয়ে বাত তো সহী। আফ্‌শোষ্‌ কেয়া, যো গিয়া উ গিয়া। কিষাণ হো আওর জমিন নহী হ্যয়, তো কোলী বন্‌ যাও। আর মহেন্দরবাবু কহ্‌তে হ্যায় হমার ভী রাজ হোনেকা…

কেষ্ট-গিন্নী—তাইলে তুমি কারখানায় চাক্‌রী নিবা?

কেষ্ট—চাকরী নিব', চাকরী নিবা? পাইলে তো নিমু, দিতাছে কে?

ভিখুয়া—হম্‌ দেঙ্গে।

কেষ্ট-গিন্নী—দেখেন না, মুখ করে কি আমারে। যেন হগ্‌গল দোষই আমার।

(দৃশ্য শেষ)

পঞ্চম দৃশ্য

[কলিকাতার বস্তী (তৃতীয় দৃশ্যের পুনঃ সংস্থাপন)। মা এবং পরী সাংসারিক কাজে ব্যস্ত অথবা মা পরীর চুল বাঁধা শেষ করিয়া অন্য কাজে হাত দিলেন। পরী মাঝে মাঝে বাইরের দিকে তাকায়। পরে মা'র নিকট গিয়া বলে—]

পরী—মা, চুলায় আগুন দিমু? ছোড়দায় ত কইছে বারটার সময় আইবই।

মা—আগে আসুকই, ছাখ কি আনে, তারপর আগুন দিস, অনর্থক কয়লা কয়টা নষ্ট কইরা ত লাভ নাই।

পরী—সত্যিই কয়দিন থেক্যা যে কি আরম্ভ হইছে, আর ভাল লাগে না। রোজকারটা রোজ আন—তারপর রান্ধ, তারপর খাও,……বেলার মনে বেলা বারুক…

মা—আমারও কি ছাই ভাল লাগে। আকালের বছরেও এত চিন্তা করি নাই। ভাত দুগা কম দিছি, কিন্তু উপাসও রাখি নাই, আধপেটাও খাওয়াই নাই। কলমী, ঢেঁকি, কচু, বেথাইগ, ফলটা, পাকুড়টা—এই গুলির তো অভাব কোন দিন হয় নাই। এই যে ঠুগ্গা কইরা আমারে চাইর দেওয়ালের মধ্যে আট্‌কাইছে—থাক হাত তুইলা,—তারা যদি কিছু আনতে না পারে তয় থাক উপাস।

পরী—মা!

মা—কিরে?

পরী—মেজদায় আসতাছে—

[কতকগুলি টিনড্-ফুড (ডালডা, লাক্টোজেন, বিস্কুট, মাখন ইত্যাদি) এর টিন হাতে দুইখ্যার প্রবেশ]

দুইখ্যা—মা দেখ, কি আনছি,—আমি নিজে আনলাম।

পরী—হঃ, ও আনছে! ছোড়দায় কিন্যা দিছে—আইয়া বাহাদুরী করতাছে—

দুইখ্যা—ছোড়দায় কিন্যা দিছে'—কি কয়রে মশয়; আমি নিজে আন্‌ছি—কেউ কিন্যা দেয় নাই।

পরী—হঃ নিজে আন্‌ছে—পয়সা পাইলি কই?

দুইখ্যা—পয়সা লাগে না—মাগ্‌নাই পাওন যায়—

পরী—ওঃ—অর শ্বশুরে ত বইয়া আছে রাস্তায়—মাগ্‌না দেওনের লেইগ্যা—

মা—কইরথন্ আনছস্‌রে?

দুইখ্যা—আমরা কয় জনে মিল্যা চুরি করছি।

মা—(হতভম্ব হইয়া) চুরি করছস্! এই কইলাম ভাল না। শিগ্‌গির যা. ফিরৎ দিয়া আয়।

দুইখ্যা—হঃ ফিরৎ দিয়া আয়! আমি যেন একলা চুরি করছি,—আর এক দোকানেই চুরি হইছে কিনা? ফিরৎ দিমু কারে…? বেবাকে যার যার মনে বাসায় লইয়া গেল—অখন আমি যাই ফিরৎ দিতে—

মা—এ খুব অন্যায়। দলে বলে করলেও এইটা চুরি-ই। যা—দোষ যা করনের করছস্, যা, ফিরৎ দিয়া আয়। এ খুব দোষের কথা কইলাম, এ খুব অন্যায়, খুব দোষের—

ছুইথ্যা—ভীষণ দোষের কথা। গুষ্টি সুদ্ধা উপাস দেওন যেন গুণের কথা…হুগ্‌গল দোষই যেন আমার…! বেবাক্‌টি মিল্যা যে তাগো বাসায় নিয়া গেল, তাগো দোষ হইল না, খালি খালি বকে আমারে—অগো তো বকে না : অরা যে রোজ নেয় !

মা—তুই—তুই শেষকালে চোরের দলে গিয়া জুটলি ! হাড়পিণ্ডি জ্বালাইয়া খালি ত আমার।—যা. যা মর, মর, —এই বার জেলে গিয়া ঘানি টান্।

ছুইথ্যা—ঘানি টান্। ধরা পড়লে ত ? কত লোক চুরি করতাছে ; তাগো কিছু হয় না—আর আমি আনলেই ধরা পড়ুম, না ?

পরী—(শঙ্কিত ভাবে) মা। দরজাটা বন্ধ কইরা দেই ? পুলিশে যদি মেজদারে ধরে—

মা—দূর হ তুই আমার সামনে থেইকা। মেজদারে ধরে ? পুলিশে ধরব না—পূজা করব ! ধরুক, ধরুক—ধইরা জেলে নেউক। লোকে জানব যে পণ্ডিত মশয়ের পোলায় চুরি কইরা জেলে গেছে। ক্যামন সম্মান বাড়ব বাপের ! এক্কেরে পিছা দিয়া বাইরাইয়া লাশপাশ করতে ইচ্ছা করতাছে—

ছুইথ্যা—খালি বকে আমারে—আমি যে এতগুলি জিনিষ আনলাম, কে দিত শুনি ? মাগ্‌নায় কে দিত ?

মা—তাই চুরি কইরা জিনিষ আইনা, তুই আমারে মিথ্যা কথা কবি ?—আমারে দিছে—। কত দেওইন্যা আছে

ভগো—হারামজাদা, মায়ের কাছে মিথ্যা কথা কইতেও তর মনে একবার ডাক দেয় না দেখি ?

ভুইখ্যা—আমিই বুঝি খালি মিথ্যা কথা কই ? আর কেউ যেন মিথ্যা কথা কয়না !

মা—আবার মুখে মুখে চোপা করে ? তর মতন কে চুরি করে ? কে মিথ্যা কথা কয় ? মোহইন্যা কয় ? পরী কয় ? তর বাবায় নি কয় ?

ভুইখ্যা—তুমিই ত মিথ্যা কথা কও—

মা—আমি কই মিথ্যা কথা ! কারে কই ! ক, কারে কই ?

ভুইখ্যা—তুমি যে গোপাইল্যার মায়েরে কইলা—'দিদি আধ সের চাউল ধার দেন—কাইল আমাগ রেশনের দিন। রেশন আনলেই দিয়া দিমু।' কাইল বুঝি আমাগ রেশনের দিন ? আমাগ ত গত পরশু রেশনের দিন গেছে। টাকা আছিলনা তাই রেশন আনে নাই—আর তুমি কইলা—কাইল আমাগ রেশনের দিন—। এইটা মিথ্যা কথা না ?

মা—(রুদ্ধ কণ্ঠে) তগ লেইগাই ত—তগ দুগা খাওয়ানের লেইগাই সেনা এই ছ্যাচ্ড়ামি করতে লাগে—তা' না ইলে এই গুষ্টির পিণ্ডি জুটতো কইত্ থেইকা—

ভুইখ্যা—আমিও ত তোমাগ লেইগাই চুরি করছি।

(মোহন এবং পণ্ডিত মশাইয়ের প্রবেশ)

মা—আমাগ লেইগা চুরি করছেন ! আমাগ খাওয়ানের লেইগা মোট বইতে পারলি না, হারামজাদা—রিক্সা টান্তে

পারলি না? তবু বুঝতাম, লেখাপড়া শিখে নাই, কি করব? কুলিগিরি কইরা বাপ-মায়েরে খাওয়াইতাছে—

তুইখ্যা—আমি কুলি হমু—আমি বাওনের পোলা না?

মা—(উত্তেজিত হইয়া) বাওনের পোলা! (পণ্ডিত মশাইকে দেখাইয়া) ঐ ত বড় পণ্ডিত আরেক জন,—বাওন! শ্রাদ্ধের ডোঙ্গা কাট্তেও ত দেখি কেউ ডাকে না—

মোহন—কি করতাছ মা? চুপ কর, এইটা ভদ্রলোকের বাড়ী না—কি?

মা—ভদ্দরলোকের বাড়ী না, আরো কিছু! ও মরলে, আমার হাড়ে বাতাস লাগে। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) তুইখ্যা ঐ সব চুরি কইরা আন্ছে—এই বার যাউক জেলে, আর কি?

তুইখ্যা—জেলেরে আমি ডরাই নাকি? দাদায় জেলে মরছে—আমিও জেলে মরুম।

মোহন—মেজদা চুরি কইরা আইসা আবার বলদামী সুরু করছস্?

মা—তর দাদার জেলে যাওন—আর তর চুরি কইরা জেলে যাওন এক হইল—? তর দাদার···

(মায়ের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল)

মোহন - মা!

মা—পরী, পরী, ধরতো মা একটু—মাথাটা ছিড়া গেল—

[মা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন—মোহন ও পরী মাকে ধরিল]

মোহন—মেজদা, একটু জল আন—মা—ওমা—মা—আমি মোহন—মা—

পণ্ডিত—[আগাইয়া আসিয়া] থাক্‌তে দে, মোহন—থাক্‌তে দে। তর মায়েরে একটুখানি শান্তিতে অজ্ঞান হইয়া থাক্‌তে দে। একটুখানি অভাব ভুইল্যা—অজ্ঞান হইয়া থাকুক রে। সেই ভাল—সেই ভাল।

(দৃশ্য শেষ)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রাস্তা। একটা মোট লইয়া মোহনের প্রবেশ। হঠাৎ অপর দিক্‌ হইতে কোন লোককে আসিতে দেখিয়া মোহন মোটটা নামাইয়া রাখিল। পরে কেষ্টদাসের প্রবেশ।)

কেষ্ট—ভাল আছেন নি ছোট্-ঠাউর? মা-ঠারাইন' পরীদি, মাইজা-ঠাউর—সবটি ভাল?

মোহন—আরে তুমি! তুমি কেমন আছ? আছি আর কি এক রকম!

কেষ্ট—বাসা নিকটেই নাকি? মাল লইয়া বাসায় চলছেন বুঝি?

মোহন—হঃ ঠিক বাসায় চলছি না, তবে এই কাছেই যামু। একটা লোক আইয়া মোটটা নিয়া যাইব। যাইবা নাকি আমাগ বাসায়? ৯নং নীলু ঘোষাল ষ্ট্রীট—১৮নং বস্তী; দেখা কইরা আইস গিয়া।

কেষ্ট—আমি একলা যামু না। ঠাউর-কর্তার সামনে আমি একলা যামু না। আপনেও যদি যান অহন হেইলে যামু।

মোহন—ক্যান্, বাবার সামনে ডর-টা কি?

কেষ্ট—আমি আপনেগো নামে নালিশ কইরা রেশনের চাউল নিছিলাম—হেই মুখ দেখাইতে পারুম না। তাঁর মত দেবতার নামে—তেমন শাস্তিও পাইছি ছোট ঠাউর। আপনেগ পলাইয়া জমি কিনতে গিয়া যথা সর্ব্বস্ব ঘরখান বেইচা যা পাইছিলাম বেবাক চোরেরা ঠকাইয়া খাইল—একটা পয়সা পর্য্যন্ত আছিল না। কি কইরা যে তখন—

মোহন—আমরাও একটা ঘরের সন্ধান পাইয়া আইয়া উঠছিলাম—তারপর আমিও স্টেশনে তোমারে খুঁজতে গিয়া আর পাই নাই। তুমি কই আছ অখন? কি করতে আছ আইজ কাইল?

কেষ্ট—আর কইবেন না। শেষকালে টিটাগড়ে গিয়া একটা কারখানায় কুলির কাম করি, আর বউটা এক ভদ্দরলোকের বাড়ী ঝির কাম করে। কষ্টেস্থষ্টে চলতে আছে কোন রকমে। আপনেগ আশীর্ব্বাদে আছি বাইচ্যা। নিজের দুঃখের কথা ত এক আগইল কইলাম। ঠাউর-কর্ত্তায় কেমন আছেন? আপনে কি কাম-কর্ম্ম করতে আছেন নাকি? না পড়তে আছেন?

মোহন—না, পড়া ছাড়ান দিছি হেই দিন-ই। বাবারও চাক্‌রী নাই, আমিও কিছু যোগাড় করতে পারি নাই, কি কইরা যে চলে! তোমরাই ভাল আছ কিষ্টো—আমাগ কথা আর জিগাইওনা। বোধ হয় দেশে থাকলেই···তাই বা কি হইত?

কেষ্ট—এক কাম করেন ছোটকর্ত্তা, হগ্‌লটিরে দেশে পাঠাইয়া দেন। আর আপনে আমাগো এইখানে থাইকা একটা চাক্‌রীর চেষ্টা দেখেন। আর কিছু না হউক, বাসা-ভাড়াটা তো লাগব না—ততদিনে মিল কারখানায় একটা চাক্‌রী আপনে পাইয়া যাইবেনই।

মোহন—বাসাভাড়া! অপমানের একশেষ—কমু কি আর! বাসাভাড়াও আইজ তুই মাস বাকী পড়ছে। দেশেই বা যামু কি কইরা। টাকাকড়ি সম্বল নাই। তা' ছাড়া, দেশের বাড়ীখানও ত বেইচ্যা আইছি। এতবড় পৃথিবীতে আমাগ মাথা গোজনের স্থানটুকুও নাই।

কেষ্ট—আপনেরাও বেচছেন? অত সুন্দর বাড়ীখান—

মোহন—ওই কথা আর মনে করাইয়া দিও না—অভাবে স্বভাব নষ্ট। খাওন জুটাইতে পারি না, তবুনি লজ্জা ঘোচে? কত ভাবি মোট বইয়া পয়সা রোজগার করুম, লজ্জায় পারি না। পেটে ভাত নাই, তবু চক্ষু-লজ্জা যায় না। তোমার কারখানায় আর কাজ খালি নাই? কুলির কাজ হউক—যে কোন কাজ হউক—

কেষ্ট—আপনে লেখাপড়া-জানা লোক, আপনে তো ভাল কামই পাইতে পারেন। আইসেন না টিটাগড়ে যে কোন একদিন। কোন না কোনখানে কাজের খবর ঠিকই পাইবেন। আমার ঘরখান্ ষ্টেশনের উত্তর দিকেই যে বস্তী দেখবেন, তারই টি—১০৮ নম্বর ঘর।

মোহন—টি-১০৮ নম্বর ঘর, এই ত?

কেষ্ট—আপনে কইলাম অবশ্য যাইবেন। মা-ঠাইনগো আর ঠাউর কর্ত্তারে আমার পেরনাম দিয়েন। আমি একটু ঠ্যাকা কামে আইছি আইজ। যামু অনে আপনেগ বাসায় একদিন—৯নং নীলু ঘোষাল ষ্ট্রীট, কইলেন না?

মোহন—হঃ আইস অনে। আর আমি তোমার ঐ খানে যাইতে আছি কিন্তু।

কেষ্ট—হঃ যত তাড়াতাড়ি পারেন। আপনের লোকও তো আইল না মাল নিতে? কতক্ষণ খাড়ইয়া থাকবেন?

মোহন—এই দেখি…

কেষ্ট—কোন্দিকে যাইবেন?

মোহন—(একদিকে নির্দ্দেশ করিয়া) এই দিকে যামু।

কেষ্ট—দেন এইটা আমারে—আমিও যামু এইদিকে—পৌঁছাইয়া দেই আপনেরে।

মোহন—(অন্যদিক নির্দ্দেশ করিয়া) না, না, এইদিকে যামু, তুমি যাও, তোমার ঠেকা কাম আছে তুমি যাও, আমি ঠিক—

কেষ্ট—কি হইল ? দিক ভুল করলেন না কি ?

মোহন—না, দিক ভুল করুম না কিষ্ট, আর দিক ভুল করুম না ! তোমারে আর গোপন করুম না কিষ্ট। আমাগ দিন চলা ভার। এই মোটটা পৌঁছাইয়া দিলে দোকানদার চাইর আনার পয়সা দিব, বুঝলা ; তোমারে দেইখা লজ্জায় মোট নামাইয়া রাইখা মিথ্যা কথা কইয়া এড়াইতে চাইছিলাম। আর দিক ভুল করুম না কিষ্ট ! মোটটা মাথায় তুইলা দেও দেখি, কুলির আবার লজ্জা ! যার মায়-বইনে উপাস থাকে তার আবার লজ্জা ! যাউক গিয়া ঐ সব ! শোন, তোমাগ ঐখানে যামু কিন্তু কিষ্ট, অবশ্যই যামু। তুমি কইলাম আমার একটা কাজের লেইগ্যা খোঁজটোজ নিও—কেমন ?

(মোট লইয়া মোহন চলিয়া গেল। অপরদিকে কেষ্টদাসের প্রস্থান।। অন্যদিক হইতে দুইজন স্নানার্থী যুবক ও পণ্ডিত মশাইয়ের প্রবেশ।)

পণ্ডিত—মন্ত্র পড়বেন তো ? চলেন আমি মন্ত্র পড়াইয়া দেই—

প্রথম যুবক—আঃ বল্‌ছিনা, দরকার নেই আমাদের—

দ্বিতীয় যুবক—তুমি—আপনি কি পুরুত ?

পণ্ডিত—আইজ্ঞা, আমি ব্রাহ্মণ !।

দ্বিতীয় যুবক—ব্রাহ্মণ ! বলুন তো ঋগ্‌বেদের ২৪ শ্লোকে কি বলছে ? বলুন তো কত অব্দে প্রথম বেদ লিখিত হয় ? বলুন তো—

পণ্ডিত—আমি পড়ছি। তবে মনুই আমার শিক্ষার বিষয়। আপনার দশকর্ম্মের বিধি-নির্দ্দেশ মন্ত্রাদি আমি

কইতে পারুম। সকলেই কি বেদ-উপনিষদ মুখস্থ রাখে ?

প্রথম যুবক—আঃ কি করছো ? চলোনা—

দ্বিতীয় যুবক—বেদ জানো না, ব্রাহ্মণ! গলায় পৈতে ঝুলিয়ে যজমানি করলেই হলো, না ?

পণ্ডিত—আজ্ঞে যজমানি আমার পেশা না, অধ্যাপনাই আমার—

দ্বিতীয় যুবক—যখন জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতে পারো না, তখন হাত পেতে ভিক্ষে করলেই পার। কেন অনর্থক—

(জনৈক হালুইকরের প্রবেশ)

প্রথম যুকক—কি হচ্ছে ?—না, আপনি যান তো—

দ্বিতীয় যুবক—(যাইতে যাইতে) গলায় পৈতে ঝুলিয়ে বেরুলেই ব্রাহ্মণ! বেড়ে হয়েছে বাবা! (হালুইকরকে দেখাইয়া) ওই যে এক ব্রাহ্মণ! এ তবু ভাল, হালুইকর! লোকের কাজে আসে। তোমরা যে কি ইডিয়ট্-গোমুখ্যুর দল!

(যুবকদ্বয় প্রস্থান করিল। পণ্ডিত মশাই নিজের চাদরে চোখের জল লুকাইতে চেষ্টা করিলেন।)

হালুইকর—কি হলো বাবু, বকাবকির কি হলো ? পয়সা-টয়সা চেয়েছিলেন নাকি ?

পণ্ডিত—না, পয়সা চাই নাই। সমস্ত পরিবার উপবাসী—কোথাও রোজগারের পথ পাই না। ব্রাহ্মণ-সন্তান, জিজ্ঞাসা করলাম, মন্ত্র পড়বেন ? অনর্থক আমারে গঞ্জনা

দিলেন। কোথাও কাজ না পাইয়া—(স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল) যে কোন কাজ যদি পাইতাম—

হালুইকর—আপনি ব্রাহ্মণ? ভদ্রলোক, তাই জিজ্ঞেস করতে—

পণ্ডিত—কি জিজ্ঞাসা করতে চান, বলেন?

হালুইকর—আপনি বললেন, কিছু রোজগার করতে চান—যে কোন কাজ—

পণ্ডিত—কাজ আছে নাকি কিছু? দিবেন? কিছু রোজগার করতে পারলেই—আমি মড়া ফালাইতেও রাজী আছি—আছে কোন কাজ আপনের খোঁজে?

হালুইকর—রোজ-কার কাজ তো নয়, আজকের একদিনের কাজ! তবে লগনসার বাজার আছে, এ মাসে কিছুদিন কাজ করতে পারেন। কিন্তু ছোট কাজ, তাই আমারও বলতে সংকোচ হচ্ছে।

পণ্ডিত—কি কাজ ভাই?

হালুইকর—আমরা হালুইকরের কাজ করি, যজ্ঞিবাড়ীতে রান্নার কাজ। সেই কাজে আজ আপনাকে নিতে পারি।

পণ্ডিত—আমি তো ভাই রান্না করতে জানি না—

হালুইকর—রান্না আপনাকে করতে হবে না—আপনি যোগান দেবেন শুধু। রোজ হিসেবে এক টাকা বার আনা করে পাবেন।

পণ্ডিত—এক টাকা বার আনা একদিনের কাজে! আমি যামু ভাই—নিবেন আমারে—আজকের দিনটা অন্তত—

হালুইকর—তা হ'লে তো এখনই যেতে হবে, আর রাত্তিরে ছুটি পাওয়া যাবে—কাজের বাড়ী, বুঝলেন তো ?

পণ্ডিত—হ ভাই, আমি রাজী—আমারে নিবা ?

হালুইকর—তা হ'লে চলুন আমার সাথে—

(দুই জনের প্রস্থান)

(দৃশ্য শেষ)

সপ্তম দৃশ্য

[বিয়ে-বাড়ীর বহির্ভাগের দৃশ্য। মঞ্চের উপর কর্ম্মব্যস্ত লোকজন মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করিতেছে। হালুইকর এবং পণ্ডিত মশাইয়ের প্রবেশ।]

পণ্ডিত—ভাই, রাত্র যে অনেক হইল। আমি বাসায় যামু ভাই। আমার পয়সাটা দিয়া দিবেন ?

হালুইকর—হ্যাঁ পয়সাটা দিচ্ছি। এবার ভিড়টা একটু নরম পড়েছে, বাবুর থেকে চেয়ে দিচ্ছি। একটু সবুর করুন।

পণ্ডিত—আমার শরীরটা পাকাইতাছে—আমারে ছাইড়া দেন।

হালুইকর—শরীর খারাপ মনে হ'লে চা খেয়ে নেন একটু—আসেন—

পণ্ডিত—চা আমি খাই না—তাছাড়া ভাই, আর কতক্ষণ থাকুম ! রাইত কেরমেই গভীর হইতাছে। আমারে

কইলাম তালাশ-তুলাশ করব। আমারে ছাইড়া দাও ভাই—পয়সাটা……

হালুইকর—আচ্ছা আপনি চলে' যান—কাল সকালে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিবেন! ও-ই গঙ্গার ধারটায়—সকালে যেখানটায় দেখা, ওই ঘাটে আমি রোজ সকালে চান করতে যাই। সেখানটায় নিয়ে নিবেন।

পণ্ডিত—আমার বড় প্রয়োজন। আইজ বোধহয় সব-টি উপবাসে আছে।

হালুইকর—আপনি ই-খানটায় বসেন। আমি দেখছি বাবুকে বলে'।

(পণ্ডিত মশাই বসিলেন—হালুইকর বাহির হইয়া গেল।)

(দেবুবাবু ও গণেশবাবুর প্রবেশ)

গণেশ—জানেন, আপনার যখন আসতে দেরী হচ্ছিল, ওঁরা বলছিলেন, এতলোককে খাইয়েছেন—আর এত রকম 'item' করেছেন যে আপনাকে 'রেশনিং আইনে শাস্তি দেওয়া উচিত। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)।

দেবুবাবু—তা তুমিও তো ঠাট্টা করে' বলতে পারতে যে, জামাইবাবুকে শাস্তি না দিয়ে 'সিভিল সাপ্লাই'-এর প্রকিওরমেণ্ট'টা দিয়ে দিন না কেন? আপনাদের কাছে হেঁট না হয়ে গোটা বাঙলাদেশের লোককে শুধু 'ব্ল্যাক-মার্কেট'-এর মাল কিনেই উনি একবেলা খাইয়ে দিতে পারেন। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)।

গণেশ—সে আমি যা বলেছি—উনিতো হেসেই খুন—

দেবুবাবু—তা' রান্নার সুখ্যাতি ক'রলেন তো ?

গণেশ—হ্যাঁ তা' আর বলতে। ওঁর মিসেস ওঁকেই বললেন, 'পানিশমেণ্ট-এর কথা তো খুব বললে, কিন্তু খাওয়ার বেলা তো কম খেলে না দেখলুম।' কর্ত্তা, হো হো করে হেসে বললেন—কি করবো, রান্নাটা যে বড় ফার্স্ট ক্লাশ হয়েছে। হ্যাঁ খাইয়েও বটে! আর ঘুষের পয়সা খেয়ে খেয়ে পেটটাও বড় হয়েছে তো—

(হালুইকরের প্রবেশ)

দেববাবু—এদের মতো লোকের জন্যেই তো দেশের এই দুরবস্থা। কোথাও 'ডিসিপ্লিন' নেই—'ব্ল্যাক মার্কেট' অবাধে চলছে—ময়দার দামটা কেমন দাঁও মেরে নিলে। আর বলব কি ? এদের 'মারচেণ্ট'রা টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে······বুঝলে, আইন-ফাইন ওই ছটাকীদের জন্যে; টন-ওয়ালাদের সামনে এরা ভয়েই মাথা তুলতে পারে না।

(বুড়োর প্রবেশ)

বুড়ো—বাবা, আপনি একবার ওপরে চলুন—বরযাত্রীদের কে এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ খেতে চাইছেন না, ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়েছে বলে।

দেবুবাবু—আরে আমরাও তো বামুন। আমরাও কি অচল ? যা তুই—দিগে যা তাকে।

বুড়ো—আমি গিইছিলুম—বলে, আপনি ছোঁওয়াছুঁয়ি করেছেন –

দেবুবাবু—কি গেয়ো বলো দিকিনি ! (পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া)
এই, তুমি কি হে ? বামুন তো ?

পণ্ডিত—আজ্ঞে !

হালুইকর—ও যোগাড়ে বাবু—

দেবুবাবু—জাতে বামুন তো—না—আর কিছু ?

পণ্ডিত—আজ্ঞে ব্রাহ্মণ……

দেবুবাবু—তবে বসে কেন ? যাও, ওপর থেকে একটা থালা নিয়ে, সব কিছু থালায় বেড়ে—কে এক বক ধার্ম্মিক আছেন, তাকে দাওগে যাও—

হালুইকর—বাবু আমি যাচ্ছি……

দেবুবাবু—থাক তোর গিয়ে কাজ নেই—দেখলেই বুঝবে—চাঁড়ালের গলায় সুতো ঝুলিয়ে পাঠিয়েছি…। ওর চেহারাটা অনেকটা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতো. ওটাই যাক। যা' না বুড়ো—যাও না হে।

(বুড়ো ও পণ্ডিত মশাইয়ের প্রস্থান।)

হালুইকর—বাবু ! ছ'টো টাকা দেবেন ! ওই লোকটিকে দিতে হবে !

দেবুবাবু—টাকা কি আমি ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে বেড়াচ্ছি ? তোমরাও বড্ড অসময়ে জ্বালাতন করো !

হালুইকর—বাবু আমার জন্যে নয়। ও লোকটি আমার লোক নয়। ওকে এক টাকা বারো আনা দিতে হবে—যদি দেন তবে গরীব বেচারীর বড় উপকার হয়—।

দেবুবাবু—যাও ত গণেশ, ওপর থেকে নিয়ে এসো।

(গণেশের প্রস্থান)

দেবুবাবু—তোমার ওই লোক কি এখনই চলে যাবে না কি?

হালুইকর—হ্যাঁ বাবু।

দেবুবাবু—তা না খেয়েই চলে যাবে না কি?

হালুইকর—আজ্ঞে…

দেবুবাবু—তা কি হয়? কাজের বাড়ী—খেয়ে যাক্, বুঝেচিস্, খেয়ে যায় যেন। এখানেই বসিয়ে দিস্, বুঝলি? যা, ওর খাবারটা ঠিক করে দে—।

[হালুইকরের প্রস্থান। পণ্ডিত মশাইয়ের প্রবেশ।]

দেবুবাবু—কি হ'ল, বসেছেন তিনি?

পণ্ডিত—আজ্ঞে হ্যাঁ…

দেবুবাবু—তা হ'লে তুমিও খেতে বসে যাও—এখানেই বসে পড়, ও তোমার খাবার আনতে গেছে—কই হে ঠাকুর।

হালুইকর—(নেপথ্য হইতে)—যাই বাবু।

দেবুবাবু—খেয়ে যেও. বুঝেছ?

(দেবুবাবুর প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ পরেই হালুইকরের প্রবেশ। সে কিছু খাবার আনিয়া পণ্ডিত মশাইকে দিল।)

পণ্ডিত—আমি ভাই খাব না—

হালুইকর—সেকি কথা? খান—

পণ্ডিত—বাড়ীতে সবই ভাবতাছে……পয়সাটা দিতে কই…

হালুইকর—দেখছি বাবু, আমার কাছে যত আছে আমি দিচ্ছি, এই নিন।

(হালুইকর ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিয়া এক টাকা বারো আনা গুণিয়া দিল। পণ্ডিত মশাইও তাহা গ্রহণ করিলেন।)

হালুইকর—এবার তো খান !

পণ্ডিত—ভাই, ছেলে-মেয়েরা মুখ শুকাইয়া আছে। আমি কোন প্রাণে খাই ? যদি নিয়া যাই, তা' হইলে···

হালুইকর—বেশত, আপনি নিয়েও যেতে পারেন। সিধে নিয়ে যাওয়াই হালুইকরদের নিয়ম—আপনি এটা বাঁধতে থাকুন, আমি আরও নিয়ে আসছি—

(পণ্ডিত মশাই ছাঁদা বাঁধিতে লাগিলেন—হালুইকর বাহির হইয়া গেল। ইতিমধ্যে গণেশ প্রবেশ করিল।)

গণেশ—কি বাবা ? Trying to manage for weeks ?

পণ্ডিত—কি কইলেন ?

গণেশ—কিছুই না—বলছি যে বেশ সাঁটলেও, আবার বাঁধলেও—

পণ্ডিত—আমি খাই নাই বাবু। হালুইকর কইল, নিয়ে যাওয়াই নাকি নিয়ম।

গণেশ—ঘুষ খাওয়া যেমন নিয়ম ! পূরো মজুরী যখন পাচ্ছ !

পণ্ডিত—ও ! আমি বুঝতে পারি নাই···

(পণ্ডিত মশাই হতবুদ্ধি হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই···)

গণেশ—আরে যাচ্ছ কোথায় ? নিয়েছ যখন নিয়ে যাও।

পণ্ডিত—অসম্মানের অন্ন সন্তানের মুখে কি কইরা তুইলা দিমু ক'ন ?

গণেশ—তবে নিজে খেয়ে যাও !

পণ্ডিত—সমস্ত পরিবার উপবাসে,—আমার রাজভোগ রুচবো না—আমারে যাইতে দেন।

গণেশ—ওরে বাবা ! তুমি যে 'অ্যাক্‌টিং' সুরু করলে দেখছি—

পণ্ডিত—'অ্যাকটিং—? অভিনয়—?

(পণ্ডিত মশাই কাঁদিয়া ফেলিয়া চলিতে লাগিলেন।)

পণ্ডিত—(বলিতে লাগিলেন)—কত দিন কত লোকেরে আনন্দ কইরা খাওয়াইছি—খাইতে না পারলে বাইন্ধা দিছি। সেই সব দিন বেশী পুরান হয় নাই—বেশী পুরান হয় নাই। কিন্তু সেই ছান্দা—সেই অন্ন যে এত চোখের জলে কিনতে লাগবো, ভাবতেও পারি নাই। সেই ভাত যে এত নোনা—সেই ভাতে যে এত জ্বালা—

(কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিত মশাইয়ের প্রস্থান। গণেশ অপ্রতিভ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। আরও কিছু খাবার হাতে হালুইকর প্রবেশ করিল।)

হালুইকর—কোথায় গেল।

গণেশ—কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

হালুইকর—সে কি ! খাবার না নিয়ে ?—

গণেশ—পয়সাও তো নিল না হে—পাগল-টাগল নাকি ?

হালুইকর—পাগল ? না বাবু, পাগল না। ওর সমস্ত পরিবার উপবাসী। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত—ভদ্রলোককে খাটিয়ে কিছু মজুরী পাইয়ে দেব বলে' ডেকে এনেছিলাম—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমি যাই বাবু—ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে অন্তত বলতে পারব আমি তাঁকে অপমান করিনি—আমি অপমান করিনি—

(হালুইকর প্রস্থান করিল। গণেশ স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।)

(দৃশ্য শেষ)

অষ্টম দৃশ্য

[কলিকাতার বস্তী (তৃতীয় দৃশ্যের পুনঃসংস্থাপন)। রাত্রি প্রায় ১২টা। মা ও পরী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। আশেপাশের বাড়ীতে কড়া নাড়ার আওয়াজ আসিতেই তাহারা উৎসাহিত হইয়াই পরক্ষণে নিরাশ হইতেছে।]

পরী—(কাঁদ কাঁদ ভাবে) মা, রাইতের মনে রাইত বইয়া যায় —কি যে করে অরা ?

মা—(নিরুত্তর)

পরী—ছোড়দারে কই পাঠাইলা মা ?

মা—আমি ত জানি না। হাত পা ছড়াইয়া পুরুষ-মাইন্ষে তো বইয়া থাক্তে পারে না। ছেমড়ায় কষ্ট কইরা, টাকা উপায় কইরা বাজার লইয়া আইল—সেইগুলি যে সুস্থিরে হক্কলে একত্তর হইয়া খাইব, তা কি কপালে আছে নাকি ? হুখ্যাটা রোজই দেরী করে, তা না হয় বুঝলাম ; নিজে একটা বুড়া মানুষ হইয়া কেন যে এত দেরী করতাছে তাওত বুঝি না। দুফইরে একবার বাড়ীতেও আইল না। কি যে করে সব।

(মোহনের প্রবেশ। মা ও পরী একসাথে জিজ্ঞাসা করিল—)

মা এবং পরী—কি—আইছে ?

মা—পালি কোন খবর ?

মোহন—কই আর খবর পামু ? থানায় গিয়া খবর দিয়া আইলাম। তারা কইল, 'এত রাত্রে খবর নেওয়ার

অসুবিধা—কাইল, 'ভোরে যেন খবর নিতে আসেন; আর সম্ভব হইলে হাসপাতালগুলিতে খবর নেন—'

মা এবং পরী—হাসপাতাল?

পরী—হাসপাতালে খবর নিবি ক্যান?

মোহন—যদি গাড়ীর ধাক্কা টাক্কা লাইগা থাকে—

মা—(নিজের উদ্বেগ গোপন করিবার উদ্দেশ্যে) তরা বয় খাইতে।

মোহন—দেখি, খাড়ও বাবায় আসুক। কাইল থেইকা বাবারে আর বাড়ীর বাইরে যাইতে দিও না। আমি যা রোজগার কইরা আনুম, তাতে যা জুটবো তাই—

মা—(আলোচনাকে অন্য খাতে বহাইবার উদ্দেশ্যে) তুই কিছুতেই আর পড়বি না? পরীক্ষাও দিবি না?

মোহন—তুমি আর পরীক্ষার কথা কইও না—। কিষ্টগো ওইখানে কারখানায় চাকরীর খবর পাইছি—সেই কাজেই লাইগা যামু—।

মা—না, কারখানার কাজ করতে লাগব না—দুঃখকষ্ট কইরা কোন রকমে পরীক্ষাটা দে—অন্ততঃ তুই মানুষ হ? (কিন্তু মানসিক উদ্বেগ চাপিতে না পারিয়া) কিন্তু কি আশ্চর্য অখনও তো—

পরী—সত্যই বাবায় যে কেন এত দেরী করে—

(কাঁদিয়া ফেলিল)

মোহন—ছিঃ পরী, কাইন্দা অমঙ্গল করিস্‌না—বাবায় অক্ষণই আইব। মা—তুমি কি—

মা—(আচ্ছন্ন ভাব কাটাইয়া) অ্যাঁ—কি কস্ ?

(তিনজনেই ঘরে ঢুকিতে যাইবে—এমনসময় দরজা ধাক্কানোর শব্দ শোনা গেল।)

ওইত আইছে—

(পরী ও মোহন বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই পণ্ডিত মশাইকে লইয়া উহাদের পুনঃ প্রবেশ)

পরী—বাবা ! তুমি এত দেরী করলা কেন্ ? মায় তোমার লেইগা—

পণ্ডিত—আমার লেইগা চিন্তা করনের কি ? আমি ত পোলাপান না—

মা—না, তোমার লেইগা চিন্তা করব কেন ? সারাদিন তুমি বাইরে বাইরে, কোনখানে না কোনখানে ঘুরবা—আর আমি ঘরে গলা শুকাইয়া মরি…। এতক্ষণ পরে যে বাড়ী ঢুকলা—তবু কি মুখ দিয়া আমার একটা ভাল কথা বাইর হইল। আমি কে ? একটা দাসী-বান্দী ছাড়া আমি একটা কে এমন ? এইবার যেইদিন এই রকম বাইর হইবা—সেইদিন আমারে ঘরে দরজা বন্ধ কইরা আগুন দিয়া যাইও। নিত্যি তিরিশ দিন এই জ্বালা আমি সইতে পারিনা—

(কাঁদিয়া ফেলিলেন—)

মোহন—মা তুমি এইতেই কান্দ্‌লা ?

মা—না আমি কান্দুম কেন। এই যে তুইখ্যা বাড়ী ফিরতে চায় না—তরা রাত্তিরে মুখ শুকাইয়া বাড়ী ফিরস্—

আমার ভারী ভাল লাগে! নিজের পেটে সন্তান ধরলে বুঝতি—এই কিসের জ্বালা; জিগা দেখি তর বাবারে, জিগা—সারাদিন আইজ মুখে কিছু দিছেনি ?...

পণ্ডিত—না, হ্যাঁ, আমি খাইছি। তুমি বিশ্বাস যাও, আমি খাইছি।

মা—দেখ, আমারে লুকাইতে চাইও না। খাইছ? কোন্ নিমন্তন্ন-বাড়ীতে তোমার লেইগা সাজাইয়া বইয়া আছিল শুনি? কেন? কেন তুমি এইভাবে সারাদিন উপাস থাকলা?

পণ্ডিত—উপাস ছিলাম না, সত্যই বিয়া-বাড়ী; কত রকম পদ খাইতে দিছিল—বিশ্বাস যাও। এই দেখ এক টাকা বার আনা পয়সাও দিছে—নেত মা—তর মায়েরে দে—

(পণ্ডিত মশাই পরীকে পয়সা দিলেন। পরী মাকে পয়সা দিল—মা দাওয়ায় খাওয়ার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।)

পরী—সত্যই নিমন্তন্ন খাইছ বুঝি

পণ্ডিত—হঃ, একজন কইল, পণ্ডিত মশয়—...কত রকম রান্না, কত মিষ্টি, পাতা পাইতা সবটিরে বসাইয়া যত্ন কইরা—

মা—(দাওয়া হইতে) নিমন্তন্ন কি রাত্রে খাওয়াইল ?

পণ্ডিত—আঁ—হ্যাঁ, এইখানে ত রাত্রেই খাওয়ায়—

মা—শীগ্‌গির পা ধুইয়া আইয়া খাইতে বস।

মোহন—মা, বাবায় যে খাইয়া আইছে। রাত্রে খাইব না—

মা—না, খাইব না! তুইও বয় আইয়া। আস গো খাইতে—খাইয়া আইছে! মুখ দেখলে ত আর বোঝা যায় না,—খাইয়া আইছে—বস আইয়া—মোহন আয়—।

পণ্ডিত—অ্যাঁ—তুইখ্যা আইল না?

মা—তুইখ্যা আইব অনে। তার লেইগা আর দেরী করতে লাগব না। (দাওয়া হইতে নামিয়া) তুমি বস। সেও আইয়া কইব অনে, লাটের বাড়ীতে খানা খাইয়া আইছে। সারাদিন কোন্ রদ্দুরে ঘুরছ? চক্ষু তুইটা জবা ফুলের মতন লাল হইয়া আছে দেখি!

পণ্ডিত—রদ্দুরে ত ঘুরি নাই—চোখটা—

মা—ধুলা টুলা পড়ছিল নাকি? না, তাইলে কান্দছ টান্দছ নাকি?

পণ্ডিত—(প্রশ্ন এড়াইবার চেষ্টায়) এঁ্যা, ধুলাটুলা পড়তে পারে। আমি কান্দি নাই, কান্দুম কেন?

মোহন—(বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিল—বলিল) সত্যি চোখটা কিন্তু···

পণ্ডিত—(রাগতভাবে) কি চোখটা চোখটা আরম্ভ করছস্?

মা—জ্বর টর হয় নাই ত? দেখি গাওটা (গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া) এঁ্যা, গা যে পুইড়া যাইতাছে। কি দেখলিরে হারামজাদী, গাও যে তপ্ত আঙ্গার হইয়া উঠছে!

মোহন—সত্যিই ত বাবা, তুমি বুঝতে পারতাছ না! ভীষণ গরম হইছে যে গাও!

পণ্ডিত—এ্যাঁ, হ্যাঁ মাথাটা ঘুরাইতাছে—গা-ব্যাথা করতাছে। একটু গরম জল দাওতো (পণ্ডিত বসিয়া পড়িতে গেলেন।)

মা—ওঠো, ওঠো তুমি। (পরীকে) যাত মা, বিছানাটা বিছা গিয়া। ওঠো তুমি—

(পরীর প্রস্থান)

মোহন—বাবায় কি খাইব?

পণ্ডিত—আমি? একটু উপাস দেই, তা হইলেই কমবো অনে। আইজ সারাটা দিন উপাস আছি, উপাস থাকলেই কমবো।

মা—কি? নিমন্তন্ন বলে খাইয়া আইছিলা? সারাদিন উপাস থাইকা, রদ্দুরে পুইড়া তুমি কেন জ্বর আনলা? আমার পোড়া পেটের লেইগা তোমরা কি আত্মহত্যা করবা? আমার আর সয়না, আমি আর পারিনা।

(মোহন, মা ও পণ্ডিত মশাইয়ের প্রস্থান)

(পরীর প্রবেশ—সে দাওয়ার দড়ি হইতে গামছা নিতে গেল; এমন সময় মাতালের মত টলিতে টলিতে দুইখ্যার প্রবেশ। তাহার সর্ব্বাঙ্গে মারের দাগ।)

দুইখ্যা—পরী…পরী…একটা কিছু আইনা দে…আমি পাইতা শুমু।

পরী—তুই খাবি না?

দুইখ্যা—না আমি খামুনা—আমি শুমু…।

পরী—(দুইখ্যার নিকটে গিয়া) এই কিরে মেজদা! এই রকম কইরা কথা ক'স্ কেন? (হঠাৎ গন্ধ পাইয়া) তর মুখে ওষুধের গন্ধ কেন রে?

[মোহনের প্রবেশ]

মোহন—কে, মেজদা আইছস্‌? এত দেরী করস্‌ কেনরে? খাবি না—?

দুইখ্যা—না।

পরী—অর গায় ওষুধের গন্ধ—

দুইখ্যা—ওষুধের গন্ধ, ওষুধের গন্ধ। তাতে তর কিরে?

(টলিতে লাগিল)

মোহন—কিরে? তুই…তুই…তুই মদ খাইছস্‌?

পরী—(সভয়ে) এ্যাঁ—

দুইখ্যা—চুরির পয়সা ত আমি বাসায় আনি নাই। সবাই আমার ভাগের পয়সা খাইল—আমিও…তবুত…

মোহন—তর লজ্জা করলনা, ভয় হইলনা, ঘিন্নাও করলনা—আবার কইতাছস্‌…

দুইখ্যা—তর কি? আমি কি তর পয়সায়—

মোহন—কি ক'লি? তর পয়সায়? নে, খা—খা—খা—খা—

(মোহন দুইখ্যাকে এলোপাথাড়ি মারিতে লাগিল।)

পরী—মা, ওমা—মা—ছোড়দা—ছোড়দা—মা—ওমা

(বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। মা দৌড়াইয়া আসিয়া মোহনকে ছাড়াইয়া নিলেন।)

মা—মোহন—মোহন—থাম থাম—

[পণ্ডিত মশাইয়ের প্রবেশ]

পণ্ডিত—থাম—থাম—তরা থামলি—তরা থামলি—

তুইখ্যা—(কাঁদিতে কাঁদিতে) মাইরা ফালা—আমারে মাইরা ফালা। আইজ ত মরতামই—। চুরি কইরা ধরা পড়তে মাইরা চোখমুখ ফুলাইয়া দিছে। সবাই মার—তুই মার—মার আমারে—

মা—ও বোকা, মূর্খ—তুই অর উপর রাগ কইরা কি করতাছস্? দেখতাছস্ কারা জানি অরে মাইরা নাক মুখ ফাটাইয়া দিছে—

মোহন—মাইরা ফালায় নাই কেন তারা? বেশ করতো—

মা—আমার আর সয়না—একটু চুপ কর—(পণ্ডিত মশাইয়ের প্রতি) তুমি ঘরে যাও—অগো তুমি ঘরে যাও (পরী গিয়া পণ্ডিত মশাইকে ধরিল)। মোহন, একটু চুপ কর—। তুইখ্যা, আর চুরি করিস্ না বাবা। ছিঃ ছিঃ! তুই মদ খাইয়া আলি? তরা কি হ'লি? তুই এই কি করলি?

তুইখ্যা—(ঝোঁকে) মাইরা ফালা—আমি দোষ করছি—আমারে মাইরা ফালা।

মোহন—ক', মায়ের পা ছুইয়া প্রতিজ্ঞা কর—আর এই রকম করবি না—ক' শীগ্‌গির আইজ—না হইলে তরই একদিন—কি আমারই একদিন—

তুইখ্যা—(মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমারে ক্ষমা কর মা—আমারে ক্ষমা কর—

মা—(ধরা গলায়) ওঠ, ওঠ—খাবি চল—মোহন ওঠ বাবা…

মোহন—তুমি আমারে কারখানায় যাইতে দিবা—না আরও লেখাপড়া শিখাইতে চাও? আর কি বাকী আছে কও ত? (কাঁদিয়া ফেলিল)

মা—আইজ চুপ কর ত। কাইল যা হয় ঠিক করিস্। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি আর পারিনারে বাবা—আমি আর পারিনা—(মা মোহন এবং দুইখ্যাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। পরী দাওয়ার উপর বাবাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

(দৃশ্য শেষ)

নবম দৃশ্য

[টিটাগড়। মিলের বস্তী; কুলি-ব্যারাকের মত জায়গা। চতুর্থ দৃশ্যের পুনঃ সংস্থাপন! কেষ্টদাস বসিয়া কাজ করিতেছে। এমন সময়ে ভিখুয়ার প্রবেশ]

ভিখুয়া—কওণ আইলন্? তুহার্‌কা ঘরপর কওন্ দেশওয়ালী আইলন্? টিশান্‌সে ভাগ গিয়াথা যো ঠাকুরোঁ—উন্‌কা কোই?

কেষ্ট—হঃ, ঠাকুরগো ছোট পোলায় আইছে—একটা কামের ধান্দায়; বড় মুস্কিলে পরছে অরা। ঠাকুর কর্ত্তায় অসুখে কাতর, বাড়ীতে একটা পয়সা নাই। খাওনের সংস্থানও নাই। বড় ভাইটা নিশা-ভাং করতে শিখ্‌ছে।

ছোটঠাউর একটা মাল-খালাসী লরীতে কইরা আইছে, কোন কামনি পায়, হেই দেখতে। সকালটা তো কোনানে কোনানে জানি কাটাইছে, রাত্তিরে খাইব কি না বাসায় গেল, কিছুই ত বুঝি না। আইলনা যে কেন অখনও…। কেরে? কে আলি—?

[মোহনের প্রবেশ]

ওঃ ছোটঠাউর নাকি? কি খবর পাইছেন নাকি—কোন খোজ খবর? মহেন্দ্রবাবু তো সাতদিন পরে ছাড়া কোন কাজের খবর দিতে পারব না—

মোহন—এক গ্লাস জল খাওয়াও ত কিষ্ট—একটু জিরাইয়া লই, তারপর কইতাছি সব।

কেষ্ট—(থত মত খাইয়া) আমার হাতে…জল…আপনে…

মোহন—ওই সব ছাড়ান দাও কিষ্ট—ভিখারীর কোন জাত নাই। তুমি জল নিয়া আস—

[কেষ্টদাসের প্রস্থান]

ভিখুয়া—কা হইলন্ ঠাকুর? আপ খুদ্ কাম মিলাইলন্ —কেয়া?

মোহন—হ্যাঁ একটা কাজ মিলছে। তোমাগো মহেন্দ্রবাবুর কাছে কিষ্ট গেছিল; তিনি কইছেন সাতদিন পরে দিবেন। তাই আমি নিজেই খোঁজ নিতে গিয়া এক ফ্যাক্‌টারীতে কাজ জুটাইয়া নিছি। তারপর যদি তোমাগো মহেন্দ্রবাবু খবর দেয়—ভাল কাম পাই—তা হইলে আমি এইটা ছাইড়া সেইটাই নিমু—।

(কেষ্টদাস জল আনিয়া কুণ্ঠিত ভাবে মোহনকে জলটা দিল—মোহন নিঃসঙ্কোচে জল পান করিল।)

কেষ্ট—আপনার রান্নার জোগাড় কইরা দেই ; আপনে দুইটা ফুটাইয়া নেন।

মোহন—না—না, দরকার নাই। আমি বাসায় যামু গিয়া—

কেষ্ট—বাসায় যাইবেন ? শেষ-গাড়ীর তাইলে ত বেশী দেরী নাই। যদি যাইতেই লাগে—

মোহন—হঃ, আমি উঠলাম। চাকুরী একটা পাইছি কিষ্ট,—কাইল থেইকাই কামে লাগতে হইব। প্রথম মাসের কয়টা দিন তোমাগো এইখানেই থাকুম। আচ্ছা—আইজ চলি, কেমন ?

[মোহনের প্রস্থান]

কেষ্ট—যাউক, বুঝলা ভিখুয়া ভাই—এই ছোট-ঠাউর কামটা পাওনে, আমি খুব আনন্দ পাইলাম।

ভিখুয়া—হ্যাঁ, উয়ো বাততো ঠিক হ্যায়। হাঁ কিষ্ট, কিধর, কোন্ কারখানামেঁ কাম মিলা বোলা ছোট্‌কা ঠাউর, মালুম হ্যায় ?

কেষ্ট—কই আমারে ত কিছু কয় নাই। যাউক কাইল ত আবার আইবই, জিগামু অনে। কত টাকা মায়না পাইব তাও ত জিগাইলাম না।

ভিখুয়া—ছোড়ো দোস্‌রেকী বাত। আপনা সাম্ভালো দোস্ত—আপনা সাম্ভালো। হাঁ তুম্‌হারী জরু কঁহা ? খানা না পকাইব হো…

কেষ্ট—বউ আছে বাবুগো বাসায়। গিন্নীর পোলাপান হইব, তাই সেইখানে গেছে…। ঠেকায় ঝোকায় বোঝলানা? আইজ রাতে আইব না—সেই বাসাতেই থাইব।

ভিখুয়া—তুমভি কেয়া উধার্ খানা খাওগে?

কেষ্ট—না—আমি বাসায় থামু।

ভিখুয়া—তব্ খানা কোন্ পাকাইব হো—

কেষ্ট—আমিই পাক করুম। ভাবছিলাম, ছোট-ঠাউর ত পাক করতই, হেই লগে আমিও পেরসাদ পাইতাম্। যাউক গিয়া, উঠি জোগাড়-যন্তর দেখি।

ভিখুয়া—এ কিষ্ট, শুনো—ম্যয়নে ত এক আচ্ছা গানা শোচা, মহেন্দরবাবুকো ইয়ে গানা বহুৎ পসন্দ্ আয়েগা। কিঁউ কি উন্‌হোনে হর্‌গিজ ধেয়ান দেতা হ্যয় না—ক্যহতা হ্যয়, 'ভিখুয়া, জালিমোঁকি ছাঁতিয়া পর্ হাম্ যেইসে গরীবোঁকী কোই জগহ্ নেহি। উস্‌কে খিলাফ হমেঁ লড়নাহী হ্যায়।' হাঁ কিষ্ট, তুমভি ডরো মৎ, কিঁউ কি হামকা ভি রাজ হোনেকা। ইসি ধেয়ান্ হামারা গানা কা বয়ান্ বনা হ্যয়।

[গীত কাওয়ালী]

হাম গরীবোঁকা কেয়া হুনিয়া
হুনিয়া পয়সেবালে কো॥

কেষ্ট—সত্য কথা কইচ, বড়লোকেরই হুনিয়া— না কি কইলা?

ভিখুয়া—(গাহিতেছিল)

হাম মজলুমোঁকো কেয়া ছনিয়া
ছনিয়া পয়সেবালে কো……

কেষ্ট—(ক্রমশঃ অধৈর্য হইয়া) আমি জলটা নিয়া আসি—

[কেষ্টদাসের প্রস্থান]

(ভিখুয়া গান গাহিয়া চলিয়াছে)

[মহেন্দ্রবাবুর প্রবেশ]

মহেন্দ্র—ভিখুয়া ।—ও ভিখুয়া—

ভিখুয়া—(গান থামাইয়া—উল্লসিত ভাবে) আইয়ে মহেন্দর বাবু—আপ্ বহুত রোজ জিয়েঙ্গে। আভি আপ্‌কা বারেমে বাত করতা থা।

মহেন্দ্র—আমার সম্বন্ধে কি বলছিলে ?

ভিখুয়া—কয়তা থা কি ম্যয়নে এক গানা শোনা—যিস্‌সে…

মহেন্দ্র—(উৎকণ্ঠিত ভাবে) আচ্ছা ভিখুয়া, এখানে কেউ আজকে রং-কারখানায় চাক্‌রী নিয়েছে ?

ভিখুয়া—হাম্‌রে ইহাঁ ত কোই নেহী লিয়া—রং-কারখানা কা দরওরাজা বন্ধ হো গিয়া না ?

মহেন্দ্র—হ্যাঁ, রং-কারখানায় ধর্ম্মঘটের নোটিশ পাওয়াতে মালিক লক্ আউট করে রেখেছে। তা'হলে তোমাদের এখানে কেউ নয়—না ?

ভিখুয়া—এইসী বেইমানী করকে কোই চুপ্ র‍্যহ্‌নে সকেগা ? ঠরিয়ে তো জেরা—আচ্ছা কিষ্টসে পুছিয়ে না—সাইদ উনহোনে—

মহেন্দ্র—ঠিক কথা। ডাক তো কেষ্টকে একবার। ও কার কাজের জন্যে খোঁজ নিতে গিয়েছিল যেন —সেই হয়ত…

[ভিখুয়া 'কিষ্ট' 'কিষ্ট' 'কিষ্টহো' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। এক বালতি জল হাতে কেষ্টদাসের প্রবেশ।]

কেষ্ট—(বালতি নামাইয়া রাখিয়া) নমস্কার। আপনে কি মন কইরা আইলেন—খাইছেন-টাইছেন নি আইজ—না…

মহেন্দ্র—সে সব পরে হবে। শোন, রং-কারখানার অন্য মজুরেরা যেখানে হরতাল করে আছে, সেখানে তোমার ভদ্রলোকটি কাজ নেয়নি তো ?

কেষ্ট—না, তিনি কি বেইমানী করতে পারেন ?

মহেন্দ্র—ঠিক জানো ?

[মহেন্দ্রবাবু ও কেষ্টর অলক্ষ্যিতে মোহনের প্রবেশ]

কেষ্ট—কি জানি...কোথায় জানি…

মহেন্দ্র—তালাচাবি মারা রং কারখানায় চাক্‌রী নেয়নি তো ?

কেষ্ট—নিশ্চয়ই না। উনি তা পারেন না।

মোহন—হ, রং-কারখানায়ই চাকরী নিছি—

কেষ্ট—ফিরলেন যে ?

মোহন—ট্রেন ফেল করছি—তাই ফিরা আইলাম—

মহেন্দ্র—আপনিই চাকরী নিয়েছেন তা'হলে—

মোহন—হ, চাকরী পাইছি—তাই নিছি। কোন অন্যায় করছি কি ? আপনিই নিশ্চয় এদের মহেন্দ্রবাবু ? নমস্কার, আপনি ত সাত দিন পরে আস্‌তে কইছেন—। কিন্তু

সাতদিন অপেক্ষা আমি করতে পারলাম না। এই কাজটার খবর পাইয়াই কাজটা আমি নিয়া নিলাম।

মহেন্দ্র—নিয়ে নিলেন! একবার চেয়েও দেখলেন না যে ওটা লক-আউট মিল! ওর কর্ম্মীরা আজ বেকার হয়ে বসে আছে! তাদের ছাঁটাই করে আপনাদের কাজ দিচ্ছে,—এটাও বুঝতে পারলেন না?

মোহন—বুঝতে পাইরাই বা আমি কি করুম কন? সেই কুলি-মিস্ত্রীর কাজই যখন করতে হইব,—তখন আর ভদ্রতা, দয়া বা মান-বিলাসের কোন প্রয়োজন ত আমি দেখি না। যদি কারও অন্ন নষ্ট কইরাও তারা আমারে কাজ দিয়া থাকেন—তাহইলেও সে কাজ না নিয়া চইলা আসার মত অবস্থা আমার নাই।

মহেন্দ্র—অবস্থা আপনার তা নয়—এটা জেনেই তারা আপনাকে কাজ দিয়েছে। মজুরবৃত্তি গ্রহণ করে, মজুর-জীবনে প্রথম প্রবেশের দিনেই আপনি একজন সাধারণ মজুরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছেন—তাই নয় কি?

মোহন—কি কইলেন?

মহেন্দ্র—আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছেন—

মোহন—বিশ্বাসঘাতক! আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতাছি? কিন্তু যাগো মিথ্যা আশ্বাসে, বড় বড় বক্তৃতা আর বিবৃতিতে বিশ্বাস কইরা আমরা আইজ ঘর, অর্থ, ইজ্জৎ, স—ব হারাইলাম—তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই?

যাক্ সে সব কথা। আমার অন্যায় সম্বন্ধে আমি সচেতন। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন পথ আমার সামনে খোলা ছিল না।

মহেন্দ্র—আপনি ভুল করছেন—

মোহন—আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও ভুল করতেন। জানেন, আমার সমস্ত পরিবার আইজ দুইদিন উপবাসী। আমার বাবা অসুস্থ, তার চিকিৎসার সংস্থান নাই। আমার বড় ভাই অক্ষম, আমার মা অনাহারে রুগ্না, আমার বোন বিবস্ত্রা। এই অবস্থায় কারও প্রতি কোন সহানুভূতি সম্ভব? যেখানে সমস্ত পরিবার উপবাসী—

মহেন্দ্র—কারখানার যারা ধর্ম্মঘটী, তাদের পরিবারও উপবাসী। তাই তারা নিরূপায় হয়ে—

মোহন—দেখেন, তারা স্থানীয় লোক, তাগো তবু সাহায্য করনের লোক আছে। কিন্তু আমরা গৃহহীন, সম্বলহীন, বাস্তুত্যাগী—

মহেন্দ্র—যারা পেটের জ্বালায় কারখানার মজুরীকেই সম্বল করেছে, জেনে রাখুন, তাদের অধিকাংশই সম্বলহীন, তারাও বাস্তুহীন।

মোহন—তবু তাগো একটা মাথা গোজনের মত আশ্রয় আছে, পরিচিত জায়গা আছে। কিছু না কিছু একটা সংস্থান তো আছেই। তাগো থেইকা আমাগো অবস্থা কি স্বতন্ত্র না? আমাগো অভাবটা কি তাগো থেইকাও ব্যাপক না?

মহেন্দ্র—সে কথাতো আমি অস্বীকার করিনি। যারা ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা সম্পন্ন, দেশ-ত্যাগে তাদের বিশেষ কোন ক্ষতিই হয়নি। কিন্তু আপনাদের মত যারা আজ পথে পথে রুজির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একবেলার অন্নের সংস্থানও নেই, যাদের সামাজিক জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের অভাবটা যে ব্যাপক তা আমরা বুঝি। তবু আমি বলবো, এভাবে কাজের জোগাড় করাটা নীতিহীন মনের পরিচয় দেয়।

মোহন—নীতিহীন কথাটার জবাব আমি দিতাম না; কিন্তু আপনি আমার মনের বড় দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করছেন, তাই কইতাছি। আইজ অর্থলোভীগো কাছ থেইকা বেশী টাকায় ঘর ভাড়া নিয়া আমরা তার ভাড়া দিতে পারিনা, প্রমাণ হয় আমরা চোর—আমরা নীতিহীন। কথায় কথায় আমরা আমাগো ছাইড়া-আসা ঐশ্বর্যের তুলনা দেই; অথচ এইখানকার দোকানদার পাওনাদার গো টাকা না দিতে পাইরা পলাইয়া বেড়াই—আমরা নীতি-বিবর্জ্জিত। আমাগো ছোট ছোট ছেলেরা পকেট কাটে, পড়াশুনা করে না—ট্রামে-বাসে বিনা পয়সায় চুরি কইরা চড়ে—আমাগো বউ-ঝিরা বেআব্রু হইয়া রাস্তায়, দোকানে, হাটে, বাজারে উদরান্নের সংস্থানের লেইগা সৎ অসৎ নানা রকম গোপন বৃত্তি গ্রহণ করে, প্রমাণ হয় আমরা ইতর—আমরা নীতিহীন। আমরা সক্ষমপুরুষেরা এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা কইরা

চাকরীর চেষ্টা করি—তাই আমরা নীতিহীন। কিন্তু কেন? কেন আমরা ঘরভাড়া দিতে পারিনা, পাওনাদারগো ফাঁকি দেই, মেয়েরা বেআব্রু, ছেলেরা বিশ্বাসঘাতক, কেন? কেন আমরা আইজ এই পথে—এই ঘৃন্য রুজিগুলিরে আঁকড়াইয়া বাঁচতে চাইথাছি, তা কি ভাইবা দেখছেন? কইল্‌কাতায় জীবিকা উপায়ের যত রকমের নোংরা পথ আছে, সেই গুলির অস্তিত্বত ছোট সহরে বা গ্রামে নাই, তবু আমরা কেন আইসা সেই পথেই আশ্রয় নিছি, তা কি ভাইবা দেখছেন? আপনে বুঝতে পারবেন না মশয়, আপনে বুঝতে পারবেন না, আমার বুকে এ কিসের জ্বালা। বিশেষ কইরা যারা ভুক্ত-ভোগী না, তারা তো আমাগো অবস্থার কথা বুঝতেই পারবো না—

মহেন্দ্র—আপনাদের কথা তারা বুঝতে পারেন। আজ গোটা মধ্যবিত্ত সমাজই ধ্বংসের পথে, তাদের আর্থিক জীবনে আজ ভীষণ বিপর্যয়। তাদেরও সামাজিক বন্ধন আজ ভগ্নপ্রায়। অভাবের তাড়নায় তাদের অবস্থাও ঠিক অমনটিই হবে। তাদের সন্তানেরাও ওই ভাবে ট্রামে-বাসে চুরি করে বেড়াবে; তাদের মেয়েদেরও বেআব্রু হয়ে হাটে বাজারে এসে সৎ অসৎ গোপন বৃত্তি গ্রহণ করতে হবে। আপনাদের এই ভগ্ন, নষ্ট-সাংস্কৃতিক জীবনের ঢেউ তাদের সমাজ জীবনেও আঘাত করবে। তফাৎ হচ্ছে—ধ্বংসের পথে আপনারা প্রথম, তারপর

তারা। অভাব আজ সমাজের মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধরিয়েছে! শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই; শতকরা পঁচানব্বুই জনেরই এই অবস্থা। কোন মতে পরের চালায় মাথা গুঁজে আছে। আপনারা আশ্রয়ের চেষ্টায় এসে যেটুকু ঘা খাচ্ছেন, তাতে তাদের চোখ খুলে যাচ্ছে, তারা আপনাদের দেখে বেশ বুঝতে পারছে যে দু'দিন পরে তাদের অবস্থাও আপনাদের স্তরে পৌঁছে যাবে।

মোহন—আপনি যা কইথাছেন তা হয়ত একদিন হইব। কিন্তু আমাগো পারিবারিক জীবন যে একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল! আমাগো নিজের কইতে আইজ আর কিছুই নাই। আমাগো শিক্ষা রইলনা, সংস্কৃতি গেল নষ্ট হইয়া—পারিবারিক সম্ভ্রম হইয়া উঠলো উপহাসের বস্তু। উপহাস, (আইন) আর অবজ্ঞায় আমাগো সমস্ত দাবী আইজ ভিক্ষায় পর্যবসিত—

মহেন্দ্র—দাবীকে ভিক্ষায় পর্যবসিত হতে দেবেন না। দেখেছেন তো ১৩৫০-এ মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষ। নিজেদের বাঁচবার দাবী ত্যাগ করে যারা পথে এসে দাঁড়িয়েছিল—বড় ভরসা নিয়ে এসেছিল যারা কোলকাতায়—কেমন ভাবে তারা মরলো। কেমন ভাবে ফুটপাতে ফুটপাতে না খেতে পেয়ে মন্ত্রী আর সাধারণ মানুষের দরজায় মাথা কুটে ভিক্ষে করে তারা মরলো, দেখেছেন কি? তারা রাস্তায় এসে 'ফ্যান্ দাও—'ফ্যান দাও,'

করে' আকাশ বাতাসকে কাঁদিয়ে দিয়েছিল, তবু সরকার টলেনি ; তবু অর্থশালীরা চাল মজুদ করে মুনাফা লুঠতে ছাড়েনি।

মোহন—কিন্তু আমরা রাস্তায় আইসা ভিক্ষা করতেও যে পারতাছিনা—

মহেন্দ্র—আপনারা শিক্ষিত নিম্ন-মধ্যবিত্তেরা তা পারবেন না—তাই এরা এত নিশ্চিন্ত। তারা দোরে দোরে কেঁদেছিল বলে সাধারণ মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে সে কান্না এক অসম্ভব বেদনার সৃষ্টি করেছিল। সাহিত্যিকরা সে কান্নার বর্ণনায় পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সমাধানের কোনো ইঙ্গিতই দেননি।

মোহন—আপনার কথাই ঠিক। আজ আমাদের সাহস দেওনের কেউ নেই, আমাদের পথের নির্দ্দেশও নেই—

মহেন্দ্র—নিশ্চয়ই আছে। যেমন করে বাস্তুহারারা নিজেদের ক্ষমতায় পতিত জমি করেছে দখল। পতিত জায়গায় পত্তন করেছে নিজের ঘরের। সে ঘর ভাঙ্গতে কায়েমী স্বার্থের জুলুমবাজরা গেছে, লাঠিয়াল গেছে, কিন্তু জোর করে যারা নিজের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের কাছে মাথা নীচু করে হটে এসেছে অত্যাচারীর দল। পথের ইঙ্গিত সেই দিকে। সঙ্ঘবদ্ধ হোন, নিজেদের দাবী সম্বন্ধে সচেতন হোন। নিজেদের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

মোহন—আপনি আমারে নতুন আশার পথ দেখাইতেছেন।

তবু ব্যক্তিগত ভাবে আমি এ চাকরী প্রত্যাখ্যান করতে পারতাছি না।

মহেন্দ্র—আমি কেষ্টদাসের কাছে শুনেছি, আপনার দাদা স্বদেশী যুগের কর্মী ছিলেন। এবং তিনি জেলেই মারা গেছেন। তাঁর ভাই হয়ে আপনি এ নীচতা কেন মেনে নেবেন? কেন আপনি একটা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করবেন না! কেন? একজন আপনার অবস্থার সুযোগ নিয়ে—আরেকজনকে বঞ্চিত করবে কেন? কেন?

মোহন—আমারে আর কিছু কইতে লাগবো না। আমার যেইখানে দাবী, আমি সেইখান থেইকাই আমার দাবী আদায় করুম। আমি কেবল আপনের নৈতিক সমর্থন চাই।

মহেন্দ্র—নিশ্চয়ই ভাই, আমরা সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে—

কেষ্ট—আমিও আপনের লগে আছি।

ভিখুয়া—জরুর মহেন্দরবাবু জরুর মদত্ দেঙ্গে। ম্যঁয় ভী আপকা লড়াইমে সাথ দেনেকে লিয়ে তৈয়ার হ্যয়।

মোহন—এই আমি আমার Appointment letter আপনার সামনেই ছিঁড়ে ফেলছি। (নিয়োগপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল। মহেন্দ্র আবেগে মোহনকে জড়াইয়া ধরিল।)

(দৃশ্য শেষ)

দশম দৃশ্য

[কলিকাতার রাস্তা। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। পরী রাস্তা দিয়া যাইতেছে, পিছনে একটা লোক তাহাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। লোকটার হাবভাব বদ প্রকৃতির। পরী হঠাৎ দাঁড়াইতেই লোকটা ইতঃস্তত করিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। লোকটার আচরণ লক্ষ্য করিয়া পরী সোজা সুজি তাহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—]

পরী—কি চাই? কি চাই আপনের? আপনে আমার পিছন নিছেন কেন্?

যতীন—উঁ, আমায় কিছু বলছ? কই আমি ত তোমার পিছু পিছু আসিনি। আমি ত ওই দিকটায় যাচ্ছিলাম। (অন্য দিকে দেখাইল)

পরী—আপনি ঐ দিকটায় যাইতে আছেন?

যতীন—তাইতো, তুমি কি মনে করলে আমি তোমার পিছু নিয়েছি—আরে ছিঃ ছিঃ। আমারও তো ঘরে মা বোন আছে—আমি কেন তোমার—আরে ছিঃ ছিঃ।

[চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই]

পরী—শোনেন—

যতীন—আমায় বলছ? বল—

পরী—বার্লি কোথায় পাওয়া যায়?

যতীন—বার্লি? ওই যে সামনের মনোহারী দোকানটা আছে ···ওখানে গিয়ে চাও, রবিন্‌সন্, লিলি, মণ্ডল, সব রকমই পাবে। যাও, যাও না···

পরী—রবিন্‌সন্‌, লিলি, মণ্ডল—

(আঁচল হইতে সিকিটি বাহির করিয়া নির্দ্দেশিত মনোহারী দোকানের দিকে চলিয়া গেল। পরীর প্রস্থানের পর যতীন সিগারেট খাইতে খাইতে পরীর গমনপথের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া—চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই নেপথ্যে একটা হাস্যরোল শোনা গেল। পরী ছুটিয়া মঞ্চের উপর আসিয়া পিছনে ভয়ার্ত্ত চোখে তাকাইতে লাগিল। আবার হাসির শব্দ শোনা গেল। পরী দৌড়াইয়া পলাইতে গেল—যতীন থামিতে বাধ্য করিল—)

যতীন—কি হ'ল, অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন? ভয় পেয়েছ নাকি?

পরী—(হাঁপাইতে হাঁপাইতে) আমি এক কৌটা রবিন্‌সন্‌ বার্লি চাইছিলাম, আমার বাবার অসুখ কিনা—কিন্তু অরা দিল না। চাইর আনায় নাকি বার্লি পাওয়া যায় না। আমি কইলীল, যতটা হয় দেন—অরা হাসতে লাগলো—বাবার অসুখ কিনা—

যতীন—হাসলো কেন? এস তো আমার সঙ্গে—

পরী—না, না, আমি বাড়ী যাই গিয়া। মাত্র চাইর আনার পয়সায় অরা দিবনা—বার্লি পাওয়া গেল না—চাইর আনা থাকাও যা, না থাকাও তা—

যতীন—সত্যি কথাই বলেছ। চার আনা থাকাও যা—না থাকাও তা। আজকালকার দিনে যে করেই হোক অনেক টাকা থাকা দরকার—

পরী—কিন্তু আমরা যে গরীব—

যতীন—গরীব থাক কেন? ইচ্ছে করলেই ত অনেক টাকা তোমরা পেতে পার।

পরী—কে দিব আমাগো—?

যতীন—তা' ত বটেই—কে দেবে। অথচ তোমার বাবার অসুখ, তা'র বার্লি চাই-ই। তোমরা ত ৯, নম্বর নীলু ঘোষাল লেনের বস্তীতে থাক, না?

পরী—হ।

যতীন—তুমি যদি রাগ না কর, তা'হলে একটা কথা বলি—

পরী—কন—

যতীন—তোমার বাবার অসুখ, বাড়ীতে বার্লি নেই—পয়সা—

পরী—পয়সাও নাই। মার কাছেও নাই। ছোড়দায় বাড়ীতে নাই যে—

যতীন—তাই বলছিলাম কি তুমি—

পরী—আমি বাড়া যাই—

যতীন—হ্যাঁ, বাড়ী ত যাবেই—তা একটা কাজ কর। আমি তোমায় এক কৌটা বার্লি এখনকার মত কিনে দি (পরী তাকাইল)—তুমি পরে পয়সা দিয়ে দিও 'খন, কেমন?

পরী—বেশ! আপনেরে পরে দাম দিয়া দিমু। এই পয়সাটা দিয়া তা হইলে ওষুধ নিয়া যাই।

যতীন—ওষুধ কেনা হয়নি বুঝি?

পরী—না—

যতীন—চল, আগেতো বার্লিটা কিনে দি—

[পরী ও যতীনের প্রস্থান।] (শেষ দৃশ্য)

একাদশ দৃশ্য

[কলিকাতায় পণ্ডিত মশাইয়ের বস্তীর বাসাবাড়ী—তৃতীয় দৃশ্যের পুনঃ সংস্থাপন। যতীন, মা ও পরীকে মঞ্চে দেখা গেল—দাওয়ার ওপর সদ্যক্রীত ওষুধ, বার্লি, ফলমূল ইত্যাদি রহিয়াছে—দৃশ্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যতীন মাকে নমস্কার করিয়া (পায়ে হাত দিয়া) বলিল।]

যতীন—তা'হলে চলি মা! আপনি আর কিছু মনে করবেন না, সবইত আপনাকে বল্লুম। আমি সামনের চায়ের দোকানেই থাকি, দরকার হলেই আমায় ডেকে পাঠাবেন। আমায় আপনার ছেলের মত মনে করে এগুলো নিতে হবে। আর নেহাৎই যদি আপনার ছেলেদের আপত্তি থাকে, তা'হলে আমাকে না হয় পয়সা পাঠিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, আর একটা অনুরোধ, ভাল ডাক্তার দেখাবার যদি দরকার বোঝেন—তা'হলে কোন সঙ্কোচ না করে আমায় খবর দেবেন—

মা—না বাবা, তুমি আমাগো যথেষ্টই উপকার করলা—তোমারে আর কষ্ট দিমুনা! আইচ্ছা, তা হইলে আস গিয়া—

যতীন—কই জিনিষ গুলোত নিলেন না?

মা—পরী! দে পোট্‌লাটা দে—

(মা পরীর নিকট হইতে জিনিষগুলি লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।)

যতীন—(দুই পাশ ভাল করিয়া দেখিয়া, পরীর কাছে আসিয়া) দেখলে ত? উপকারীকে বাঘে খায়।

আমি যদি না আসতুম, তা' ত'লে তোমার কি লাঞ্ছনাটাই না হতো বলতো? নিজের মা পর্যন্ত এত সামান্যতেই কথার দোষ ধরে ফেলে—

পরী—কিন্তু···আপনেরে এই ভাবে আমাগো বাড়ীতে কথা শুনাইল।—ভারী অন্যায় করল কিন্তু···

যতীন—আমায় গালাগালি করেছেন, এইত? তাতে কি হয়েছে, উনিতো আমাকে চিনতেন না, বলুন না ওনার যা খুসী—

পরী—কিন্তু দেখলেন তো, আমি চুরি করি নাই, আপনের কাছে ভিক্ষাও চাই নাই, আপনে এগুলি নিজের খুসীতেই কিনছেন—। আর আইজ কইতে গেলে আপনে আমাগো উপকারই করছেন, তবু—

যতীন—আরে! এতো সমান্য কারণে দুঃখ করতে নেই। তা'ছাড়া এসব দুঃখকষ্ট ভগবানের দেওয়া—যাক্, তোমার কাছে বলা রইল, যদি কখনও দরকার বোঝ তা'হলে আমাকে জানাতে দ্বিধা করো না, কেমন?

পরী—আইচ্ছা—

যতীন—এক গ্লাস জল খাওয়াও তো!

[পরীর প্রস্থান ও মায়ের প্রবেশ।]

মা—বস বাবা, ও জল আনতে আছে। তুমি কিছু মনে কর নাই ত? আমি অনর্থক তোমারে নিন্দা করলাম অভাবে কষ্টে মনের কিছু ঠিক নাই।

যতীন—না না সে কি কথা! আপনি দু'টো কথা বললেন,

তাইতেই কি কিছু মনে করতে পারি? তা'ছাড়া আপনি হচ্ছেন আমার মার মত—আপনি দু'টো কথা বললেন সেতো আমার কাছে আশীর্ব্বাদ...

মা—অভাবে স্বভাব নষ্ট, তা না হইলে তোমার মত একজন—। কি আর কমু? আমার মাথাটাই গেছে খারাপ হইয়া। বড় ছেলেটা মরল অসময়ে, মেজটা পাগল, ছোটটার কিই বা বয়স, সেই অখন সংসারের সব জের টানতে আছে। মাইয়াটার বিয়া দেওনের পর্যন্ত সংস্থান নাই, সেই সব কথা ভাবতেও পারিনা—

যতীন—মেয়ের বিয়ে আপনার আটকাবে না, মেয়ে সুন্দরী—পাত্ররা সেধে নিয়ে যাবে। ওর জন্যে স্বয়ং মহাদেব বসে আছেন। হ্যাঁ, আপনি ওষুধটা খাইয়েছেন তো?

মা—হঃ খাওয়াইছি, দেখি গিয়া একবার—

[মায়ের প্রস্থান—পরীর প্রবেশ—সে এক গ্লাস জল আনিয়া যতীনকে দিল—যতীন জল খাইয়া—গ্লাস ফেরৎ দিয়া]

যতীন—আচ্ছা, তাহলে চলি,—কেমন?

(দুইখ্যার প্রবেশ)

দুইখ্যা—অহ্ হো, আরে তুমি কেটারে মশয়? বাড়ীতে সিন্‌ধাইছ—শালা বদমাইস...বাড়ীর পাশে টিলিক্ টিলিক্ কইরা বেড়াও—

পরী—মেজদা, কি কইতে আছস্? চুপ করলি—

যতীন—আহা—হা বলুক না, তাতে কি?

তুইখ্যা—তাতে কি? তোমারে আমি চিনি না মনে করছ? যত বদমাইসের দল—

পরী—মেজদা! মা, দেখ আইয়া মেজদায় কি আরম্ভ করছে—

[এই সুযোগে যতীনের দ্রুত প্রস্থান।]

তুইখ্যা—আমি কি আরম্ভ করছি?

পরী—তুই কেন ঐ ভাবে ক'লি ঐ ভদ্রলোকেরে?

তুইখ্যা—আরে আমার ভদ্রলোকের সোহাগীরে! আমারে আইছে চিনাইতে—! আবার ঢলাইয়া গেছে জল খাওয়াইতে! কেন আইছিল—শুনি?

পরী—যা—তরে কমুনা—বদমাইস, চোর-মাতাল, বলদা, ছাগইল্যা—

[মোহনের প্রবেশ।]

মোহন—কি হইল? সারাদিনই কি তরা এই ভাবে ঝগড়া করবি নাকি?

তুইখ্যা—আমি চোর, মাতাল, বদমাইস আছি তো কার কি? ওই লোকটা আইছিল কেন শুনি? আমারে কয় চুপ করতে! কোন সোহাগের কুটুম শুনি?

মোহন—কার কথা কইতে আছস্? কে আইছিল?

তুইখ্যা—ক', কে আইছিল? ক'না, উপকার করতে আইছিল কে? কারে সোহাগ কইরা জল খাওয়াইতে আছিলি, ক'?

পরী—আছিলি কই তরা? তুই, ছোড়দায় আছিলি কই?

বাবার ওধুধ নাই, বার্লি নাই, মার হাতে পয়সা নাই—বাড়ীতে একটা ফুটা-পয়সাও নাই···কি ভাবে চলে জানস্ তুই···।

দুইখ্যা—লোকটা বুঝি ওষুধ-পত্তর দিয়া গেছে না?

পরী—দিছেই ত। নিজের থেইকা আইয়া দিছে। বাবার ওষুধ, ফল-মূল সবই দিছে! আর তগ গিলনের লেইগাও—

দুইখ্যা—বুঝছি, বুঝছি, সব বুঝছি। আমারে আর বুঝাইতে লাগবোনা। কেন যে দেয়, আমার আর বুঝতে বাকী নাই। দোষ ঢাক্‌তাছে—। শাক দিয়া আর···

পরী—চুপ করলি মেজদা তুই—(দুইখ্যার দিকে হাতের গ্লাসটা ছুঁড়িয়া মারিল এবং পরক্ষণেই কাঁদিয়া ফেলিল।) কি দোষ করছি আমি ক'? ক' ছোড়দা, কি দোষ আমি করছি? তরা সারাদিন বাড়ীতে নাই, বাবার ওষুধ নাই,—কেউ যদি ওষুধ দিয়া থাকে, কেউ যদি আমাগো উপকার কইরা থাকে,—সেইটা নেওনে কি দোষ হইছে আমার—যে মায়, মেজদায়, তুই—সকলে মিল্যা আমারে হেনস্থা করতে আছস? কি দোষ আমার—তুই ক'—কি দোষ আমার—

মোহন—নারে পরী, তরে আমি কোন দোষ দেই না। তুই কি-ই বা করতে পারস্। তুই, আমি, মায়, মেজদায় আমরা সব্বাই ভাইস্যা যামু—যতই চেষ্টা করিনা কেন, দুর্ভাগ্য

আমাগো ঠেকামু কি দিয়া! অভাব আমাগো মাথায় ছোবল মারছে—তাগা বান্ধনেরও যাগা নাই—গলায় তাগা বান্ধলে আগেই দম বন্ধ হইয়া মরুম। অভাবের বিষে আমাগো মরতে লাগবই। তর কোন অন্যায় নাই, মনে দৈন্য রাখিস্ না বইন—তর কোন দোষ নাই। তগো কাজের বিচার করনের মত দুর্ব্বুদ্ধি আমার যেন না হয়।

[মোহনের প্রস্থান।]

দুইখ্যা—মোহইন্যারে, তরা আমারে পাগল ক', ছাগল ক', লোক তরা চিনলি নারে। ওই মেরকুট্টারে তরা ভাললোক মনে করলি? এর পর হালারে দেখলে আমি কোপাইয়া মারুম। তরা মানুষ চিনলি নারে—মানুষ চিনলি না—

পরী—উঃ, মানুষ চিনছে ও! নিজে যেমন একটা পাজি, গুণ্ডা, চোর, দুনিয়ার সব মাইনষেরেও তেমন নিজের মতন দেখে। নিজের ভাল বোঝ ত' আগে—

(পরীর প্রস্থান)

দুইখ্যা—(চিৎকার করিয়া) আরে তরা যদি বাঁচতে চাস্—চুরি ডাকাতি ছ্যাচড়ামি কইরা বাঁচতে চেষ্টা কর—না হইলে লোকে তগো ঠকাইব। তরা ভাল লোক দেইখ্যা সারাজীবন ঠকবি। তুই আর মোহইন্যা ভীষণ দুঃখ পাবি। দুনিয়াটার রাজা আইজ চোর. মাতাল আর বদমাইস, আমার এই কথাটা বিশ্বাস যারে—আমার এই কথা বিশ্বাস যা—

(দৃশ্য শেষ।)

দ্বাদশ দৃশ্য

[কলিকাতার রাস্তা। রাত্রি প্রায় সাতটা। যতীন মঞ্চে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ বিপরীত দিকে কাহাকেও দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পলাইবার উপক্রম করিতেই—বিপরীত দিক হইতে গুপীর (পেশাদার গুণ্ডা) প্রবেশ]

গুপী—এই যে যতীন বাবু—মাইরি তুমি কি বল দিকিনি? তোমার দ্বারা আর কাজ হবার নয়। বড়বাবু খুব চটে আছেন। একটা কাজেই তুমি এত দেরী লাগিয়ে দাও—

যতীন—ওই ত ওনাদের দোষ। কতবার বলছি সবে সিঁধবার সময় পেয়েছি। পাখী পোষ মেনেছে, মাকে বশ করে ফেলেছি! তা নয়, কেবল তাড়া—এতদিন হয়েও যেত, কেবল একশালা পাগলা ভাই—

গুপী—বড়বাবু বলছিলেন, ভায়েদের টাকার লোভ দেখিয়ে হাত করতে। কেউ একটা বিগড়ে থাকলে শেষে ফ্যাসাদে পড়ে যাবে যে—

যতীন—ফ্যাসাদে পড়ে যাবে? অথচ cash ছাড়তে ত দশবার হাঁটাবে—।

গুপী—তুমি নাকি কাজ হাঁসিল করবার আগেই এত দাদন টেনে নিয়েছ যে মজুরীর ওপর হয়ে গেছে।

যতীন—নয়ত, কাজ হাঁসিল হয়ে গেলে আর পাওয়ার আশা

যে থাকেনা। পেটের দায়ে যে পাপ করছি, তাতে আমার নরক-বাস হবে, তা জানো ওস্তাদ···?

গুপী—থাক্, থাক্, মরা-কান্না কাঁদতে বোসোনা। বড়বাবু জোর তাগাদা দিয়েছেন—যত শীগ্‌গির সম্ভব মাল ওঁর খাটালে পৌঁছুনো চাই। নয়ত কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

যতীন—কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে! একি জিয়োনা কই মাছ—যে তুলেই ভেজে দেব! শালা ওর হাতের মধ্যে আছি বলে—নয়ত? যাকগে,—ওস্তাদ, কিছু cash ধরে দাওনা—

গুপী—আমি টাকা কোথায় পাব?

যতীন—এটা একটা কথা হ'ল মাইরি—তুমি হলে current account. সত্যি বলছি বড়বাবুর কাজেই দরকার।—মেয়েটা যখন তখন টাকা চাইতে পারে—তাই একশ' টাকা সব সময় রাখা দরকার।

গুপী—বা, বা, বাঃ। বহুৎ আচ্ছা, বড়বাবুর নাম করে কাজটা বাগিয়ে নিতে চাইছ? না দিয়ে আমার রাস্তা আছে? (সহসা যেন কাহাকে দেখিতে পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল) তুমি একটু ঘুরে এসো যতীনবাবু—দেখি জোগাড় হয় কিনা?

[যতীন বাহির হইয়া গেল—যতীনের গমন-পথের বিপরীত দিক হইতে দুইখ্যার অন্যমনস্কভাবে মঞ্চে প্রবেশ—গুপী এককোণ হইতে আসিয়া খপ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল]

গুপী—এই, দেখি তোর পাকিটে কত আছে? কত কামাই করেছিস্ আজ?

দুইখ্যা—মাত্তর চাইর টাকা হইছে আইজ, অখন নাই কিছু, ছাড়—

গুপী—নেই? (পকেটে হাত দিবার চেষ্টা করিতেই—দুইখ্যা বিপুল বিক্রমে পকেট চাপিয়া ধরিল।)—তবে? দে শালা ১০০৲ টাকা ধার দে—বড় দরকার—আজ মেলা কামিয়েছিস্—ওই থেকে দে ঝট্‌পট্—ধার দিলে আজ আর উস্থল দিতে হবে না।

দুইখ্যা—আমি আখড়ায় উস্থল দিয়া আইছি। আমারে ছাড়, আমি দিমু না—এই টাকা আইজের কামাই না—ছাড়—

গুপী—শালা, জোর করে পালিয়ে যাবি ভেবেছিস্? আজকের কামাই পাকিটে নিয়ে ভাগবি ভেবেছিস্? আধা উস্থল দিতে হবে না? নিকাল টাকা, শালা ছুঁচো শালা—(হাত মোচড়াইয়া দিতে লাগিল)

দুইখ্যা—(প্রাণপণে পকেট চাপিয়া ধরিয়া) দিমুনা রে—কিছুতেই দিমু না—মাইরা ফালাইলেও দিমু না—। কইতাছি আমার জমান টাকা—আইজের কামাই-করা না—। তবু হালা পুঙ্গির বাই বিশ্বাস যাস্ না—

গুপী—ফের বখ্‌ড়া নিয়ে দিক্ করছিস্—বলেছি না আধা উস্থল দিতেই হবে। ছাড় শালা—ছাড় (ঘাড়ে দুই ঝাপ্‌টা মারিল)।

ন্থইথ্যা—ওরে মারিস্ না, মারিস্ না—এই টাকা আমার জমান টাকা। আমার মায়, বাবায়, ভাই কেউ চুরির টাকা ছোঁয় না। আমি আমার ভাগের টাকা জমাইয়া পকেটে পকেটে রাখি—। মা কালীর কিরা, তিনশ' টাকা আমার বইনের লেইগা জমান। তা না হৈলে মাসের শেষে পকেট মাইরা তিনশ' টাকা পাওন যায়?

গুপী—সে আমি জানি না—নিয়ম মাফিক বখ্‌রা দিতেই হবে—মাসের শেষে পাকিট মারলে শ-তুশো পাওয়া যায় কিনা, সে সব জানি না,—নিকাল—(আবার মোচড় দিল)

ন্থইথ্যা—নাঃ জান না হালায়? সুবিধা মতন কিছুই জান না? হালা পাকিট মারের সর্দ্দার, মাসের শেষে পকেট মারলে কত পাওয়া যায় তুমি জান না? হালা বেইমান! (গুপী খুব জোরে হাত মোচ্‌ড়াইতে লাগিল ও অপর হাতে পকেটের টাকা নিতে গেল)—উঃরে—উঃরে গেছিরে—আমার বইনের বিয়ার টাকা তুই ছিনাইয়া নিবি মনে কোরছস্? আমার বইনের বিয়ার টাকা —হালা পুলিসে ধরা পড়বি—হালা ডাকাইত—

[জোর করিয়া এক ঝট্‌কায় ন্থইথ্যা বাহির হইয়া যাইতেই দেখা গেল যে গুপীর হাতে কিছু টাকা রহিয়া গিয়াছে—]

গুপী—যা শালা—হাতের প্যাঁচ এড়িয়ে যাবি? যাক্ একশ' টাকার ওপর রয়ে গেছে—হা—হা

[হঠাৎ Accident এর আওয়াজ—কয়েকটি লোক মঞ্চের উপর দিয়া 'Accident—Accident, ধর—ধর', বলিতে বলিতে ছুটিয়া গেল—

গুপীর মুখে চাপা আতঙ্ক। সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই—
যতীন দৌড়াইয়া ষ্টেজে ঢুকিল—গুপী তাহাকে থামাইল।]

গুপী—ওদিকে যেয়োনা—

যতীন—একটা Accident—

গুপী—তা হোক না। এই নাও টাকা (টাকা দিল)

যতীন—(টাকা নিয়া) ওযে আমার চেনা—

গুপী—তোমারও চেনা? ওযে আমার পকেটমার দলের লোক। ওর টাকাই ত তোমায় দিলাম মশাই—

যতীন—ওরই টাকা! চমৎকার! ওর টাকায় ওদের শ্রাদ্ধ—তা হলে এগিয়ে দেখি—

[যতীন যাইতে লাগিল]

গুপী—হুজুতিতে বড়বাবুর কাজ ফেলে রেখ না ওদের সঙ্গে থাক্‌তে নেই হে, ওদের পোড়া কপাল—

যতীন—ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওদের কপাল না পুড়লে বড়বাবুর বাড়বে কি করে?

[যতীনের প্রস্থান—গুপী কি ভাবিল, তাহার পর বিপরীত দিকে চলিয়া গেল]

(দৃশ্য শেষ।)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[কলিকাতার বস্তী। তৃতীয় দৃশ্যের পুনঃ সংস্থাপন। পরী একটি জামা (দুইখ্যার) সেলাই করিতেছে। মা আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

মা—পরী, তুই অখনও খাস্ নাই? আর কি রাইতের খাওনের লগে খাবি?

পরী—মেজদায় যে আসে নাই—

মা—না আইল,—তুই খাইয়া ল। আর তরও যে কি! অর লগে যে ক্যান লাগস্? জানস্ ও একটু সরল...

পরী—তুমি কি কও মা, চুরি কইরা না কি কইরা এতগুলি টাকা জমাইছে—একটা পয়সা দিব না। কয়, "ছেমরি তর লেইগা টাকা জমাইছি—এইর একটা পয়সা কাউরে দিমু না।"—

মা—ভালই ত।

পরী—ভালই ত! বাবার ওষুধের লেইগা টাকা চাইলাম—ছোড়দার রুমালের ব্যবসার লেইগ্যা টাকা চাইলাম—ওই এক কথা—'তর লেইগা টাকা—তর বিয়ার পণের টাকা'—

মা—তাই আমারে ওই দিন কয়—'মা পরীর বিয়ার ঠিকঠাক কর, টাকা আমি দিমু। অখন সেনা বুঝলাম! সত্য সত্যই জমাইছে টাকা, না রে? গোঁয়ার হইলে কি হইব, অর মনটা বড় ভাল—

পরী—ওই আহ্লাদ দিয়া দিয়াই ত—

মা—হঃ আর তুই ত অরে চক্ষে দেখতে পারস্ না—তাই অর লেইগ্যা অখন পর্যন্ত উপাস কইরা বইয়া আছস্?

পরী—বেশ করছি। কিন্তু বাবার ওষুধ না আন্‌লে—ডাক্তারে কি কইয়া গেছে শুনছ ত? (গজ্‌গজ্ করিয়া) আমার বিয়ার লেইগা টাকা—থাক আনন্দে, আমার লেইগা টাকা—

(পরীর প্রস্থান।)

(যতীনের প্রবেশ)

মা—কে? যতীন! আস বাবা…বস,

যতীন—(বসিতে বসিতে) কর্ত্তা কেমন আছেন আজ?

মা—ভাল আর কৈ?—তা বাবা, ওই যে পরীর সম্বন্ধের কথাটা আলাপ করছিলা—

যতীন—হ্যাঁ—তা ঐ রমেশ চক্রবর্ত্তী—ওদের সঙ্গে আপনাদের ত জানাশোনো আছে, না?

মা—রমেশ চক্রবর্ত্তী? কই চিনিনা ত তাগো—। তারা কইল চেনে? কি জানি…

যতীন—বল্লে ত ঢাকা জেলার লোক—কর্ত্তার নাম করতে চিনলেন।

মা—কর্ত্তারে চিনতে পারে হয়ত। তা যাউক, চেননের কামই বা কি? কবে মাইয়া দেখতে আইব?

যতীন—বললেন তো আসছে রোববার দিন। আমি বল্লুম কর্ত্তা একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর এখন…

মা—আর সুস্থ হইয়া উঠ্‌ন—ডাক্তারে ত ভরসা দিতে পারল না—তুমি ছিলা দেইখা বাবা এই দুঃসময়ে…

যতীন—না, না—না। দেখুন দিকি, আমি আর কি করলুম।
আমি ত নিমিত্ত মাত্র—সব তাঁরই ইচ্ছে—

(পরীর প্রবেশ।)

পরী—কার ইচ্ছা কইতাছেন ?

যতীন—বলছি সবই ভগবানের হাত বইত নয়—সব তাঁরই ইচ্ছে—আমরা ত নিমিত্ত মাত্র।

মা—তা যা কইছ বাবা। এই দেখ দেখি আমার কপাল··। দুইখ্যাটা যে কেন বাড়ীঘরেও ফেরে না, তাও বুঝি না। কাইল সকালে যে বাইর হইছে—আইজ অথন পর্যন্ত দেখা নাই।

যতীন—সে কি ? দুইখ্যা আপনাকে বলে যায়নি ?

মা—কই গেছে দুইখ্যা ?

যতীন—আমি···আমি যে তাকে একটা কাজে···মানে ও একটা কাজ পেয়ে বসিরহাটে গেছে। আমায় বললে, 'বাড়ীতে খবর দিয়ে দেবেন, মাস খানেক বাদে ফিরবো।'

পরী—মেজদায় পাইল চাকরী, আপনে ক'ন কি ? সত্যই, সত্যই ?

মা—দেখলা, দেখলা বাবা, কি বেইমান পোলা ! চাকরী পাইছস্ কইয়া গেলে তর কি ক্ষতিটা হইত শুনি ? যাই তারে খবরটা কই গিয়া···যদি মনটা খুসী হয়।

যতীন—দেখুন, ওঁর এই অবস্থায় খুব দুঃখ কিংবা খুব আনন্দ কোনটাই ভাল না। কাজেই—

মা—আমি ঠিক আস্তে আস্তে—সওয়াইয়া সওয়াইয়া খবরটা দিমু। হা, বাবা, কি কাম—কত মায়না, জান কিছু?

যতীন—এঁ্যা? তা'ত বিশেষ কিছু জানিনে…। তবে খুব কম নয়…তা একরকম ভালই। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর চেয়ে…

মা—যাউক, কর্ত্তারে খবরটা দেই গিয়া; পরী একটু বয়লো কথা ক'…

[মায়ের প্রস্থান]

যতীন—(দুই ধার ভাল করিয়া দেখিয়া) কি? ভাবলে আমার কথা, না অভাবের সঙ্গেই তিরিশ দিন যুঝবে? কিংবা সেই অক্ষম অল্প রোজগেরে স্বামী আর নিত্যি লাথি ঝঁ্যাটা—

পরী—আপনে থামেন। আমি গরীবের মাইয়া, বাসন মাইজ্জা, ভাত রাইন্ধা, কাঠ চলা কইরাই এতকাল সংসার করছি—কোনদিন ভাবি নাই যে কষ্টে আছি। আপনেগো সুখ নিয়া আপনেরা থাকেন—খবরদার আর এই সব কথা কইবেন না—

যতীন—বলতে আমাকে হবেই। তুমি রাজী হ'লে বড়বাবু তোমায় মাথায় করে রেখে দেবেন। মোটর, রেডিও, কলের-গান, ফার্ণিচার স—ব হবে। আপাদমস্তক জড়োয়ায় মুড়ে দেবেন। চাকর-চাকরাণীর মাথায় পা দিয়ে বেড়াবে। শুধু তুমি যদি রাজী হও।—কি হবে ভিখিরী-বস্তীতে পড়ে' থেকে—

পরী—ছিঃ ছিঃ !—আপনে এত নীচ ! মাথার উপুর ভগবান আছেন, আপনের কি পাপের ভয়ও নাই ? আপনেরে আমি দাদার মত বিশ্বাস করতাম, ভাবছিলাম, আপনে ভদ্রলোকের ছেলে ! আপনে ⋯যান—যান—গেলেন ?

যতীন—আমি গেলেই কি তোমাদের অভাব কষ্ট সব যাবে ?

পরী—কিসের অভাব আমার ? আমাগো কোন অভাব থাকবো না। টাকার অভাব থাকবো না। টাকার অভাব থাকবো না ; বাবার টাকা আসবো পাকিস্তান থেইকা—ছোড়দার হকারি আছে—মেজদায়ও যখন চাকরী পাইল—

যতীন—মেজদার চাকরী ? তা'হলে শোন ! তোমার মেজদা কাল রাতে ট্রাম চাপা পড়েছে।

পরী—অ্যাঁ !

যতীন—হ্যাঁ—আর ঠ্যাং কাটা গেছে⋯আমি হাসাপাতালে দিয়ে এসেছি। না-ও বাঁচতে পারে।

পরী—(কাঁদিয়া) ওমা⋯মা⋯(যতীন পরীর মুখ চাপিয়া ধরিল)।

যতীন—চুপ কর ! চুপ কর ! তোমার বাবার অবস্থা ভাব ! ভেবে দেখ তোমার মায়ের অবস্থা—তারা যদি এই কথা শোনেন—

পরী—ছোড়দারে ? ছোড়দারেও কমু না ?

যতীন—তাকে বলার জন্যই তো আমি এসেছি।

পরী—ওর⋯চিকিৎসার⋯

যতীন—চিকিৎসার ভার ডাক্তারের ওপর···খরচপত্র আমিই দিয়ে এসেছি। ওর তো ধারণা ছিল—তোমার বিয়ের টাকা পকেট মেরেই রোজগার করে' ফেলবে।

পরী—আমার বিয়ার টাকা?

যতীন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিয়ের টাকা রোজগার করতে গিয়েই তো ঠ্যাংটা গেল। অথচ, যদি লোক-দেখানো সতীপনা না করতে তো তুমিই ওদের খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখতে পারতে। আর এই যে তোমার ছোড়দা হকারি করছে, তা'তে কি সংসার চলে?—চিকিৎসা চলে? এর পরেও টাকার দরকার হবে, তোমার মেজদার আর তোমার বাবার চিকিৎসার জন্যে কে দেবে টাকা—বলতে পার? এখন বেশী সতীপনা না ফলিয়ে, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো—

পরী—আপনে যান! ইতরের কোন কথা—আমি শুনতে চাইনা। আমার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে—আমার লজ্জা-সম্ভ্রম—

যতীন—ওসব দর-বাড়ানো কথা আমার অনেক শোনা আছে। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ—মান-সম্ভ্রম আর আছে কিনা? ওই শাড়ীতে কি আর দেহের সম্ভ্রম ঢাকা যায়? যায় না! যে সম্ভ্রমের কথা বলছিলে—সেটা বাঁচাতে হলেও, শাড়ীর দরকার, টাকার দরকার।

পরী—যান, যান, যান আপনে—!

(যতীন প্রস্থান করিল। পরী কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।)

(মোহনের প্রবেশ)

পরী—(কাঁদিতে কাঁদিতে) ছোড়দা, মেজদায় না···

মোহন—আঃ! চুপ কর! আমি জানি। হাসপাতালের চিঠি আমার কাছেই আছে। এইটা পাইয়াই বিকাল বেলায় আমি হাসপাতালে গিয়া মেজদারে দেইখ্যা আস্‌ছি।

পরী—কেমন আছে অখন? ভাল আছে ত?

মোহন—আছে টিক্যা—এই পর্যন্ত। বাবা মায় জানে না তো?

পরী—না, যতীনবাবু কইছে, বসিরহাটে কায পাইয়া মেজদা চইলা গেছে।

মোহন—যাউক, ভালই করছে। কিন্তু?···হাসপাতালে যে টাকাটা ও খরচ করছে। সেই টাকাটা তো দিয়া দিতে লাগবো।

পরী—এই সব ভাবিস্‌না ছোড়দা, তুই মেজদার কথা ভাব।

মোহন—মেজদার ভাবনাও তো টাকারই ভাবনা। টাকার যোগাড় করতে পারলে তবে মেজদার ভাল চিকিৎসা হইব। (খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া তারপরে বলিল) কই যাই ক' তো পরী? কার কাছে টাকা পাই? মেলা টাকার দরকার। মেজদার ওষুধের টাকার দরকার। বাবার ওষুধের টাকা দরকার। কি করি, ঠিক কিছুই বুইঝ্যা পাই না।

পরী—চল ছোড়দা, আমরা আবার দেশে ফিরা যাই। এইখানে আইয়া যেন সবাইরে অমঙ্গলে ছুঁইছে। যাবি? যাওন যায় না?

মোহন—থাম! একটু চুপ কর। বাজে প্যান্ প্যান করিস্না। (খানিক ভাবিয়া) দিমু মহাজনের গচ্ছিত রুমাল বেইচা। কউক চোর—করুক বদনাম! আত্মসম্মান ধুইয়া কি জল খামু?…

পরী—আত্মসম্মান!—আমাগো আর নাই! তা না হইলে যে-সে, রাস্তার লোক, আমাগো খোঁটা দেয়? একটা শাড়ী নাই দেইখা সেই সুযোগে অপমান করে? আইজ একটা শাড়ীর অভাবে……(গলা ধরিয়া আসিল)।

মোহন—(অবাক হইয়া) শাড়ী?

পরী—হ্যাঁ, আইজ একটা শাড়ীর অভাবে—

মোহন—তুই শাড়ী পরলে কি মেজদায় বাঁচবো?

পরী—আমি তো বাঁচতাম। আমার যে পরনের কাপড় নাই, কি পইরা থাকি দেখতে পাস্? তগ পরনের কাপড় পইরা আমার চলে। আর কিছু না হউক আমি তো মাইয়া-লোক—সাধ-আহ্লাদ না থাকুক—আমার তো লজ্জা কইরা একটা বস্তু আছে। না, তাও খোওয়াইতে লাগবো।—এই দেহের লজ্জা যদি ঘুচাইতে পারতাম…তা' হইলে আর—

মোহন—(রাগের ঝোঁকে) শাড়ীর অভাব তো মিটতোই—গয়নার সাজও জুটতো!

পরী—ছোড়দা!…তুইও আমারে এই কথা কইলি?

মোহন—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! আমার মাথার ঠিক নাই। মুখ দিয়া যা বাইর হইয়া গেছে, সেইটা আমার মনের কথা

না। আমার শত্রুর কথা—আমার দৈন্যের কথা—আমার শনির কথা—আমারে ভুল বুঝিস্ না—আমারে ক্ষমা করিস্ বইন।

(মায়ের প্রবেশ)

মা—(পরীর প্রতি) শাড়ী শাড়ী কইরা কি কথা কইতাছিলি ? (মোহনকে) কি কথা কইতাছিলিরে মোহন ?

মোহন—কইতাছিলাম টাকার কথা ; কিছু টাকা দিতে পার মা ? পঞ্চাশ টাকা, আইচ্ছা গোটা তিরিশেক ?

মা—তিরিশটা পয়সার সঙ্গেও দেখা নাই—তিরিশ টাকা ! কি হইব এই টাকা দিয়া ?

পরী—আমার কাপড় চাই না—ছোড়দা—

মা—(ঝাঁজিয়া উঠিয়া) ওর কাপড়ের লেইগ্যা তিরিশ টাকা ?

মোহন—না মা, আমার নিজের লেইগা—

মা—কিসের ; তর রুমাল খরিদের টাকা ? কিসের লেইগা টাকা—ক'ত ?

মোহন—তোমারে কইতে পারুম না—তবে আমার দরকার।

মা—আমি বুঝ্ছি। আলো হারামজাদী, তর চিন্তায় আমি রাইতে ঘুমাইতে পারি না—কি খাওয়ামু—সেই চিন্তায় আমি পাগল—আর তুই কাপড়ের লেইগা ধরছস্ বায়না ?

মোহন—না, অর কাপড়ের লেইগা না—

মা—তবে কি তর ব্যবসার…

মোহন—আর কি যে হইছে সব? কইতাছি অন্য কাজের লেইগা টাকা, তবু…

মা—তুই শাক দিয়া মাছ ঢাকতে চাস্? তুই আমারে কি মনে করস্? ও তর মনে দুঃখ দিছে…কাপড়ের কথা তুইলা খোঁটা দিছে, এইটা আমি বুঝি না?

পরী—ছোড়দা, তুই যদি আমার লেইগা কোন দিন কাপড় আনবি—তা হইলে সেই কাপড় দিয়া আমি গলায় দড়ি দিমু।

মা—দে. তাই দে…গলায় দড়ি দে…বিষ খা…মর না…মর। আমার হাড়ে বাতাস লাগুক!

মোহন—আমি কিন্তু এই রকম করলে, যেই দিকে তুই চোখ যায়—সেই দিকে চইলা যামু। তোমরা থামবা. না কি? কইলাম আমার নিজের লেইগা টাকা চাই—তা না—বাজে প্যাচাল। এই সব শোননের সময় নাই আমার। হয় টাকা চাই—তা না হইলে কারও বরাতে বাঁচন নাই। (অর্দ্ধস্ফুটভাবে) আত্মসম্মান নষ্ট কইরা—মহাজনের রুমাল কিনা-দরে বেইচাও—

পরী—(স্বগতভাবে) আত্মসম্মান? আত্মসম্মান?… (মোহনকে) আমি দিমু…আমি কিন্তু পারি, একজনের থেইকা—

মোহন—থাম্‌লি তুই,……তর ভাবতে লাগবো না।

(প্রস্থানোদ্যত)

পরী—আমি কিন্তু পারি—(হাত দিয়া বাধা দিল)

মোহন—না (হাত ধাক্কা দিয়া সরাইয়া)—

পরী—আমি কিন্তু পারি (হাত ধরিল)

মোহন—না, খবরদার না (ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল)—

[মোহনের প্রস্থান।]

পরী—ছোড়্দা—

[মা হাতের সোনা বাঁধান নোয়া (লোহা) খুলিয়া পরীর দিকে ছুড়িয়া দিলেন]

মা—এইনে, এইতে সোনা আছে—এইটা বেইচা…

পরী—(নোয়া তুলিয়া নিয়া হতাশায় কাঁদিয়া) মা, তুমি এই কি করলা ? তোমার হাতের লোহা ?

মা—(ভীতা বিহ্বল হইয়া—দুর্ভাগ্য হইতে যেন পলাইতে চান) তবু তরা বাঁচ—তবু তরা বাঁচ—তবু তরা বাঁচ—

(বলিতে বলিতে ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।)

পরী—(ক্ষণেকের তরে বন্ধ-দরজার দিকে তাকাইয়া) ছোড়্দা—ছোড়্দা—ছোড়্দা—

(ডাকিতে ডাকিতে মোহনের গমনপথে পরীও নিষ্ক্রান্ত হইল।)

(দৃশ্য শেষ)

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

[কলিকাতার রাস্তা—যতীন রাস্তায় সিগারেট টানিতে টানিতে যেন কিছু একটার প্রতীক্ষা করিতেছে।]

পরী—(নেপথ্যে) ছোড়দা—ছোড়দা—ছোড়দা (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া অপর দিকে যাইবার সময় হোঁচট খাইয়া হঠাৎ পড়িয়া গেল)···ছোড়দা।

যতীন—আরে, একি ?···ওঠ···ওঠ

পরী—(উঠিতে উঠিতে) ছোড়দারে দেখলেন···? ছোড়দারে ?

যতীন—খেয়াল করিনি···। তোমার হাতে ওটা কি ?

পরী—মার হাতের লোহা···বিক্রী করতে যাইতাছি। ছোড়দার দরকার। মেজদার চিকিৎসা···বাবার চিকিৎসা, ছোড়দায় কই টাকা পাইব ? আমি চলি···

যতীন—যাওয়ার আগে দু'টো কথা শুনে যাও। এই তিল তিল করে মরার চেয়ে দু'দিন সুখে থেকে মরাও কি ভাল নয় ?

পরী—তবু, তবু, ভদ্রঘরের মেয়ে আমি।

যতীন—কে দিল তোমার ভদ্রতার দাম ? তোমার বাবার চিকিৎসা হয় না কেন ? তোমার ভাই কিসের তাড়নায় ট্রামে চাপা পড়ে ? কিসের জ্বালায় তোমার ছোড়দা আজ পাগলের মত ? কি কারণে তোমার মার আজ বুদ্ধি-ভ্রংশ, বলতে পার ? অভাব···অভাবই একমাত্র পাপ··· যার ফলে—তোমার মাকে আজ বাঁধানো নোয়া খুলে দিতে

হয়েছে। স্বামীর মঙ্গলের সংস্কার আজ পেটের খিদের চাপে চাপা পড়েছে।

পরী—(কানে হাত চাপিয়া) আমি শুনতে চাইনা আপনের কথা...আমি যাই···

যতীন—আটকে তোমায় রাখবো না···কারণ তুমি নিজেই আজ সেধে আসবে, সেধে রাজী হবে আমার কথায়। তবে হ্যাঁ, যাবার আগে শুনে যাও—স্নেহ, প্রীতি, প্রণয়, ও উদারতার বক্তৃতা পেটে দানা পানি থাকলে ভাল শোনান যায়...শুনলেও ভাল লাগে। যেখানে অভাব হাড়ে হাড়ে বিঁধছে, সেখানে এসব কিছুই থাকে না। যাকগে, এ বালাটা বিক্রী করে কত পাবে ভেবেছ ?

পরী—অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকার দরকার···

যতীন—ওর দাম পাঁচটা টাকাও না।

পরী—মিথ্যা কথা। এর দাম পাঁচ টাকাও না ?

যতীন—না। যদি বিক্রী না কর···তবে ওটার দাম তুমি মনে মনে পঞ্চাশ কেন পাঁচশ' টাকাও ভাবতে পার। কিন্তু বাজারে বিক্রী করলে ওর দাম পাঁচের বেশী হবে কিনা সন্দেহ।

পরী—আপনে ক'ন কি ?

যতীন—আমি ঠিকই বলি। তোমার ধারণায় যে বস্তুর দাম অমূল্য ভাবছো, বাজারে তার দাম কাণাকড়িও না। কথাটা ভাল করে বুঝে দেখ।

পরী—তা'হলে কি করি, টাকা পাই কই ?

যতীন—টাকার কথা ভাবছো? বেশ তো টাকা আমি দিচ্ছি। পঞ্চাশ টাকাতো? এই নাও তোমায় এই একশ' টাকা এখন দিচ্ছি! পরে যদি…

পরী—না, না, আমি নিমু না…। এ শোধ দিমু কি কইরা?

(কিন্তু টাকাটার প্রয়োজন যেন সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে—তাই ধীরে ধীরে যতীনের দেওয়া ঐ একশত টাকা লইতে বাধ্য হয়।)

আচ্ছা—আপনে তবে বালাটা নেন।

যতীন—আমি ওটা নেব না, তুমি নিজে বালাটা বিক্রী করে দিও 'খন।

পরী—কিন্তু এর দাম যে অনেক কম কইলেন। বিক্রী করলে ত অত টাকা হইব না।

যতীন—তবু একবার যাচাই করে ত নিতে পারবে?

পরী—বেশ।

[বলিয়া হন্ হন্ করিয়া যেইদিকে আসিয়াছিল সেই দিকেই ফিরিয়া গেল। যতীন তাহার যাওয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।]

(দৃশ্য শেষ)

পঞ্চদশ দৃশ্য

[কলিকাতার বস্তী। তৃতীয় দৃশ্যের পুনঃ সংস্থাপন। মোহন বাড়ীর দাওয়ায় দুই হাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। পরী আস্তে আস্তে বাড়ীতে ঢুকিয়া অন্ধকারে মোহনকে দেখিতে পাইয়া—]

পরী—কে—কে?

মোহন—কে?

পরী—ছোড়দা?

মোহন—তুই এত রাত্রে কই গেছিলি?

পরী—আমি (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) আমি!—আমি তরে কইতাছিলাম কি…তর কাছে যাইতাছিলাম·· তর টাকার দরকার না?…এইনে তিরিশ টাকা—এই নে।

মোহন—এই টাকা তুই পালি কই?

পরী—আমি, মানে—আমি নিজে…

মোহন—বুঝছি; তুই যতীনবাবুর কাছ থেইকা নিয়া আইছস্?

পরী—(নিরুত্তর)

মোহন—লজ্জা করল না তর? তুই এই কি করলি? তর টাকা আমি ছুঁমুনা—নিয়া যা তর টাকা আমার সামনে থেইকা।

পরী—তর টাকার দরকার নাই?

মোহন—আমার টাকার দরকার খুব বেশী—

পরী—পারলে তুই নিজের ক্ষতি কইরাও এই টাকার জোগাড় করবি না ?

মোহন—তা করুম। কিন্তু তাই দেইখা আমার বইনের সম্ভ্রম বেইচা টাকা আমি নিতে পারুম না। তুই যা, তুই যা, তরে দেখলে আমায় খুন চাইপা যায়। ছি ছি ছি! সামান্য কয়টা টাকার লেইগা তুই আত্মসম্মান বিক্রী করলি ?

পরী—বেশ করছি !

মোহন—বেশ করছি ? নিলাজ বেহায়া মাইয়া, লজ্জা কোরল না তর, ঘিন্না হইল না ; আবার কইতাছস্, বেশ করছি।

পরী—হ্যাঁ, আবার কইতাছি, বেশ করছি !

মোহন—বেশ করছস্ ? বেশ করছস্ ?

[মোহন অধৈর্য হইয়া পরীর গণ্ডদেশে এক চড় বসাইয়া দিল।]

পরী—(অবাক হইয়া) এঁ্যা, তুই আমারে মারলি !

মোহন—তরে খুন করলেও আমার রাগ যায় না।...তুই আমার বইন ? না না, তুই আমার বইন না। আমার বইন না। আমার বইন হইলে...এই নীচতা সে মান্‌তে পারতো না।

পরী—আমারে ক্ষমা কর ছোড়দা। সত্যই আমি তর বইনের মত কাজ করি নাই। আমার মত অবস্থায় পড়লে, অন্যে যা করত, আমি যদি সেটুকুও করতে পারতাম ; আমি যদি প্রাণ দিয়াও তগ উপকারে আসতে পারতাম, তবে আমি তর যোগ্য বইন হইতে পারতাম।

মোহন—কি কইতে চাস্ তুই, কি কইতে চাস্ ?

পরী—মায়ের মনে ধারণা, আমি একটা গলার কাঁটা ছাড়া আর কিছু না। বাবায় মরতে বইসাও আমার চিন্তায় শান্তি পাইতাছে না। মেজদায় বোকার মত আমার ভাল করণের লেইগা আইজ মরতে বইছে। পেটে ভাত নাই। পরণের কাপড় ছিড়া—ভিক্ষা আর মিথ্যা ধার আইনা আমি পাড়ার লোকের কৃপার জীব।

মোহন—পরী !

পরী—মাথার উপুর আমার শকুন ওড়ে। লেখাপড়া জানি না। গায়ে পায়ে শক্তি নাই। বুদ্ধি নাই যে বিপদ কাটাইয়া উঠি। ক্ষমতাও নাই যে সকলের দুর্ভাবনা দূর করি।

মোহন—পরী।

পরী—তবু ভাবছিলাম, কোন উপায়ে যদি তর ভাবনার অংশ নিতে পারতাম—তরে কিছুটা সাহায্য করতে পারতাম, তা হইলেও আমি সার্থক। তাই শেষ চেষ্টা আমি করতে আছিলাম। কিন্তু তুই আমার মুখ দেখতে চাস্ না—তুই আমারে অবিশ্বাস করলি ? সত্যিই কি স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, মায়া ভাতের হাড়ির ওজনের লগে লগে বাড়ে কমে ? না হইলে তুই আমারে ··

মোহন—পরী ! বোকামি করিস্ না—বাবায়, মায় শুনবো। আমি তরে কি এমন কইছি যে তুই যা না তাই···

পরী—তুই এই টাকা ভাল মনে নিলিনা কেন ?

মোহন—এমনি—

পরী—এই টাকা তর নিতেই লাগবো। আমার মুখ চাইয়া না নেস—অসুস্থ বাবার, আহত মেজদার মুখ চাইয়া নে। তুই দাঁড়াইতে পারলে আমাগো ভরসা। তুই নে ছোড়দা—তুই নে—

মোহন—না—না—না—না—, আমারে জ্বালাইস্ না। হাজার অভাবে পড়লেও ওই টাকা আমি নিমুনা। দুঃখ আর অভাবের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া আমার মনুষ্যত্ব নষ্ট কইরা দিস্ না। আমারে দুর্ব্বল করিস্ না—! টাকার লোভ দেখাইয়া আমার মানুষ পরিচয় মুইছা দিস্ না।

পরী—এই টাকা তুই নে ছোড়দা—এই টাকা মায়ের সোনা-বান্ধান বালা বিক্রীর টাকা—

মোহন—মায়ের হাতের লোহার টাকা···?

পরী—হ্যাঁ, সেই বান্ধান-লোহা বিক্রীর টাকা—

মা—(নেপথ্যে) কে কথা কস্ বাইরে? পরী,—কার লগে কথা কস্?

মোহন—(চীৎকার করিয়া) আমার সঙ্গে—

মা—(নেপথ্যে) কে মোহন নাকি—বাইরে কি করস্?

মোহন—আইতাছি—

[পরী টাকাগুলি মোহনকে দিল—টাকা নিতে নিতে মোহন বলিল—]

মোহন—কিন্তু বালার দাম কি এত হইব? না না তুই মিথ্যা কইতাছস্। আমার টাকার দরকার দেইখা তুই মিথ্যা কথা কইতাছস্।

পরী—তুই চল মায়ের কাছে—জিগাবি চল। আমার কথা তুই না শুনলি—চল মায়ের কাছে—

মোহন—মার কাছে যাইতে পারুম না। এই টাকা বালা বিক্রীর, সবই বিশ্বাস করুম ; তুই আমার গাও ছুঁইয়া ক'। তুই কোনদিন আমারে মিথ্যা কথা কস নাই—কোনদিন ঠকাস নাই—তুই আমার গাও ছুঁইয়া ক', এই টাকা বালা বিক্রীর টাকা।

পরী—(ছুঁইয়া) গা ছুঁইয়া কইতাছি—এই টাকা বালা বিক্রীর।

মোহন—টাকার প্রয়োজন আমার এত বেশী···তরে কি কমু পরী। সস্তায় কিছু রুমাল পামু। সেইগুলি কিন্যা বেচতে পারলে একটা আয়ের পথ খুলবো। তারপর ওষুধ কিন্যা দিয়া আসতে লাগবো! টাকার আমার বড় দরকার। কিন্তু তুই যদি আমারে ঠকাইয়া থাকস্ তা হইলে এই যাত্রা টাকার বিপদ কাটলেও—ভবিষ্যতে আমি আর তর মুখ দেখুম না—।

পরী—আপততঃ এই বিপদ তো কাটুক ছোড়দা। আমার সম্বন্ধে তর ভাবতে লাগব না। অক্ষম বইনের পক্ষে নির্লজ্জ মুখ সত্যি দেখান উচিত না। তুই বিশ্বাস কর, যদি আমার কথা মিথ্যা হয়, তা হইলে আমার কালামুখ তুই আর দেখবি না। তুই আমারে বিশ্বাস কর—এ ছাড়া আমার আর কোন পথ নাই। তরে সাহায্য করা ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না।

তর গা ছুঁইয়া কইতাছি ছোড়দা—এ টাকা বালার দরুণ। আমার কথা ভাবিস্ না, আর সবাইরে বাঁচা। মেজদারে বাঁচা, বাবারে বাঁচা, মায়েরে বাঁচা, তুই নিজে বাঁচ। তা হইলেই আমিও বাঁচুম। তরা না বাঁচলে আমি বাঁচি কি কইরা?

মোহন—মায়ের কাছে গিয়া বয়। আমি এখনই হাসপাতালে যামু ওযুধ দিতে। তারপর রুমাল বেইচা ফিরতে একটু রাত্রি হইব।—বাবার কাছে একটু বসিস্।

[মোহন বাহির হইয়া গেল। পরী দাওয়ায় দাঁড়াইয়া মোহনের যাওয়ার পথে তাকাইয়া রহিল।]

(দৃশ্য শেষ)

ষোড়শ দৃশ্য

[টিটাগড় মিলের বস্তী—কুলি-ব্যারাকের মত জায়গা। (চতুর্থ দৃশ্যের পুনঃ সংস্থাপন।) সময় রাত্রি। ভিখুয়া বসিয়া তাহার বাসন মাজিতেছিল। ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিতভাবে মোহনের প্রবেশ।]

মোহন—ভিখুয়া, মহেন্দ্রবাবু কই? কই পামু তারে?

ভিখুয়া—আপকো আনেকী বাত থী?

মোহন—না, আসবার ঠিক ছিল না।…কিন্তু মহেন্দ্রবাবুকে বড্ড দরকার—

ভিখুয়া—মহেন্দরবাবু তো চার পাঁচ রোজ হুয়ে নৈহাটীমে গয়ে—। কোন জানে, কেয়া মামলামেঁ ফাঁস গ্যয়ে উন্‌হে—অওর কিষ্টদাস তো আমি কারখানামেঁ হ্যয়। আপ জেরা বৈঠিয়ে মঁ্যয়নে বোলাতা উনকো—।

মোহন—নাঃ, থাক। আমি পারি ত আবার আস্থুম। তোমার সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর দেখা হইলে—

ভিখুয়া—কেয়া, নোক্‌রীকে বারেমে কোই বাত—? আপকো নোক্‌রী-উকরী কুছ মিলি—?

মোহন—না ভাই—এখনও কিছু জোটে নাই। কিছু অল্প টাকার জিনিষ নিয়া পথে পথে ফিরি করি, ঠিক করছি একটু বড় কইরা সেইটাই করুম।

ভিখুয়া—আপ মহৎ আদমী হ্যঁায় ছোটা ঠাকুর, ইন্‌সানকো ভালা করণেকে লিয়ে—আপহিকী নোক্‌রী আপ খুদ হি খুদ কোরবান্ কিয়ে হ্যঁায়। অগর ভগওয়ান বোলকে কোই হ্যয়তো—উয়ো আপকো জরুর ভালা করে গা—

মোহন—যাক ভাই, ওইসব কথা ছাড়ান দাও—দুঃখের কথা কইলেই বাড়ে—

ভিখুয়া—আচ্ছা, নেহী কহেঙ্গে, ছোড়িয়ে উস্ বাত। আপ কোন চিজ ফিরি করতে হেঁ—?

মোহন—ভাবছিলাম তো কাপড় কিইনা ফিরি করুম—কিন্তু পুঁজি বড় অল্প ; তাই কিছু রুমাল নিয়া বসি—

ভিখুয়া—দেখিয়ে, খানেকী চিজ ফিরি করিয়ে তো নাফা জ্যাদা হো স্কতা—

মোহন—খাবার জিনিষ বিক্রী না হইলে—আবার পুঁজি ভাইঙ্গা যাইব। দেখি অন্য টুকিটাকি জিনিষ বাড়াইতে পারি কি না। আর না হইলে খাওনের জিনিষ তো আছেই। (হঠাৎ যেন কি মনে পড়িয়া গেল) তা ভাই ভিখুয়া আমি চল্লাম। তুমি কিন্তু মহেন্দ্রবাবুরে একবার যাইতে কইও, কেমন? কইও, আমি ভীষণ বিচলিত, একটু পরামর্শ চাই। আমার বড় বিপদ, কইও, কেমন?

ভিখুয়া—মুসিবৎ! কেয়া মুসিবৎ? হ্যাঁ ছোটাঠাকুর, আপকে ঘরকা হালচাল কেইসা? আপকী মায়ী, বাপ, ভাই, বহিন—আচ্ছাই হুঙ্গী না?

মোহন—হঃ আচ্ছাই না তো কি? ভিখুয়া, ধর যদি আইজ থেইকা তোমার প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, যে বাড়ীতে নিরাপদে নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করো, নিরুদ্বেগে ঘুমাও—সে বাড়ীর ছাদ তোমার মাথায় ভাইঙ্গা পড়বো—তোমারে নিয়া মাটীর তলায় সিন্ধাইয়া যাইব—তোমার মনের অবস্থা কেমন হয় কইতে পার?

ভিখুয়া—কিঁউ এয়সা পুঁছতে হেঁ আদমী তো পাগল হো যায়ে গা—ঘরমে রহেঙ্গে কেইসে?

মোহন—তা জানি না, তবু—ঘরে থাকতে হয়! পাগল হয় না—বুক জ্বইলা যায়—আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়—

ভিখুয়া—আত্মহত্যা বহুৎ বুরা কাম হ্যয়—

মোহন—আত্মহত্যা ছাড়া উপায় নাই—কি করুম, খুন করনের

সামর্থ্য নাই। লোকে সততার সুযোগ নেয়—দারিদ্র্যের সুযোগ নেয়—সব বুঝতে পারি—প্রতিকার করতে পারি না। সামাজিক বাঁধন টেকে না, তবু দেখ একজন আর একজনরে বাঁচানের লেইগা আত্মহত্যা করতে চলছে।

ভিখুয়া—ক্যা বোল রহা হ্যয়। ম্যয় কুছ নেহি সমঝ্‌তা হুঁ।

মোহন—এই ছাখ কার্ড—হাসপাতালে আমার বড় ভাই ট্রামে চাপা পইরা মর মর অবস্থা। বাবার অবস্থাও বিশেষ ভাল না। আর আমার বইন? আত্মহত্যা কইরা মরছিল—এমনি একটা মড়ার চোখ আমি দেখছিলাম—তার সেই ফাঁকা চাহনি আমার মনে আছে। আমার বইনের কথা জিগাইতাছিলা না?

ভিখুয়া—(মাথা নাড়িয়া) হাঁ!

মোহন—আইজ তার চোখে আমি সেই চাউনী—সেই ফাঁকা চাউনী দেইখা আসছি।

ভিখুয়া—ক্যা বোলতে হ্যায়? মর গ্যয়া?

মোহন—না ভাই, বাইচাই আছে—ভাল আছে হয়ত। তবে কি যেন তার হারাইয়া গেছে। বোধহয় বাইচা থাকনের মানেটা সে বুইঝা উঠতে পারতাছে না। যাউক, আমি চলি ভাই ভিখুয়া, তুমি মহেন্দ্রবাবুরে কইও, কেমন? আমি আর দেরী করতে পারতাছি না। আইজ যে কইরাই হউক, উনি যেন যান। আমি যাই, আমারে আবার রুমাল বেইচা পয়সা যোগাড় করতে হইব। দেরী হইলে কেউ আবার ফুটপাথের জায়গা দখল কইরা নিব।

ভিখুয়া—সব মঙ্গল হো যায়ে গা! সব মঙ্গল হো যায়ে গা!

মোহন—সেই শুভ কামনাই কইরো ভাই। তোমরা ছাড়া আমার আর বন্ধু কেই বা আছে, কও তো?

ভিখুয়া—উ বাত তো ঠিক হ্যায়। লেকিন ছোটা ঠাকুর হামলোগ জিস্‌সে ভি কুছ্‌ মাঙ্গতা উস্‌কা উল্‌টা ফল মিলতা।

মোহন—কি রকম?

ভিখুয়া—দেখিয়ে না, ভগওয়ান্‌সে মাঙ্গতা—ভগওয়ান দৌলত দো, ধনী করো, ফিরভী হম গরীব হো যাতে হ্যাঁয়। মালিকসে মাঙ্গতা—হুজুর জী রাখনেকো লিয়ে ভরপেট রোটি দো, ফিরভী মালিক রোটিকে বদলেমে গোলীসে ওয়ার করতা। জীওয়ান মাঙ্গনেসে মওত আ যাতী। ইসি লিয়ে কিসিকা ভালা হোনা নেহি চাহতে। হম চাহতে দুঃখ হো, হামলা হো, অভাব হো তো হোনে দো—লেকিন, উস্‌সে লড়নেকা তাকত ভি হমকো দো।

মোহন—তাইলে তাই চাও!

ভিখুয়া—ইসি লিয়ে হম কইতে হ্যয়—ছোটাঠাকুর ডরো মৎ। দুঃখকে সাথ লড়ো—নসীবকে সাথ লড়ো—আগে কদম রাখখো, লড়াইমে হঠো মৎ। মরণে হো তো শেরকা তরাহ্‌ মরো—বলিদান কা বিশ্বাসী—বীরোঁ মরো, আউর অমর বন যাও!

(দৃশ্য শেষ)

সপ্তদশ দৃশ্য

[বস্তীর ঘরের অভ্যন্তর দৃশ্য। মা জানালায় দাঁড়াইয়া আছেন। পণ্ডিত মশাই শয্যায় শায়িত—অসুস্থ। ভোরবেলা।]

পণ্ডিত—ওগো শুনছনি, শুনছ ?

মা—কি কও ? জল খাইবা ?

পণ্ডিত—না। (উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে থাকেন)

মা—এই কি ! ওঠ কেন ? শোও, ঘুমাইতে চেষ্টা কর। এখনও ভাল কইরা বেলা হয় নাই।

পণ্ডিত—ঘুম আসেনা যে। তুমি ঘুমাও, বুঝলা ? না না, একটু এখানে বস তুমি। পরী কই ?

মা—বাসায় নাই।

পণ্ডিত—মোহন দুইখ্যাও ফেরে নাই ? না ?

মা—না।

পণ্ডিত—ওগো শুনছ, গ্র্যাচুয়িটির টাকা আইজ আইব।

মা—থামগো, চুপ কর।

পণ্ডিত—দেখ ! কেন জানি আইজ মনে হইতাছে—আইজ দিন ভাল—আইজ বোধহয় শুভ কিছু ঘটবো। গ্র্যাচুয়িটির টাকা আইজ আইবই।

মা—তাই যেন হয়। তুমি স্থির হইয়া একটু ঘুমানের চেষ্টা কর দেখি। জ্বর দেখি তোমার আইজ একটুও নামলো না—একটু চুপ কইরা থাক, শেষে কি একটা বিপদ বান্ধাইবা ?

(দ্বারে করাঘাত হইল)

মা—কে ? কে দরজা ধাক্কায় ? দরজা তো খোলা !

(নেপথ্যে পিয়নের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—'চিঠ্‌ঠি আছে, চিঠ্‌ঠি নিয়ে যান !')

পণ্ডিত—বোধহয় মৌলবী সাহেবের চিঠি। কইছিলাম না, শুভ কিছু ঘটবো ! কইছিলাম না, শুভ কিছু ঘটবো, কইছিলাম না, শুভ কিছু ঘটবো !

মা—(চিঠি হাতে নিয়া প্রবেশ করিলেন।) তুমি আইজ এত অস্থির হইয়া উঠলা ক্যান্ ? অসুখটা বাড়াইবা নাকি ?

পণ্ডিত—অস্থির হই নাই, অস্থির হই নাই।

মা—(চিঠি পড়িবার চেষ্টা করিয়া) আঃ পড়নও তো যায়না—ইংরাজীতে লেখা—

পণ্ডিত—আঃ। দাওনা দেখি ? (মা চিঠিটি হাতে দিলেন।) কি লিখছেরে ছাই ! (পড়িবার চেষ্টা করিয়া) পড়নও যায় না। চশমাটা কই দেও, দেখি ?—আঃ, কই রাখছ চশমাটা ?

মা—বালিশের তলায়—দেখি একটু।

(চশমা খুঁজিতে গিয়া চশমার সঙ্গে মা পাইলেন একটি চিঠি, বালা ও কিছু টাকা। বিস্ফারিত নেত্রে অত্যল্পসময়ের মধ্যেই তিনি চিঠিটা পড়িয়া ফেলিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখের ভাব মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।)

(এদিকে পণ্ডিত চিঠিটা হাতে নিয়া তখনও বিনা-চশমায়ই পড়িতে পারেন কি-না দেখিতেছিলেন। চাপা কান্নার শব্দে হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিলেন।)

পণ্ডিত—কে ? কে কান্দে ? ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্দে কে ?

মা—(তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভাবাবেগ প্রশমিত করিয়া) কেউনা, কেউনা তো। কেউ কান্দেনা ! তুমি একটু স্থির হও, আগো স্থির হওগো।

পণ্ডিত—তবে কি মনে মনে শুনলাম ? তা হইতে পারে—মনসা প্রাতঃ রোদনম্‌ শ্রুতম্‌—ফল, প্রাপ্তিযোগ, কইলাম না ? দাও চশমাটা দাও দেখি—কি লেখছে ?

(মা চশমাটা আগাইয়া দিলেন।)

মা—কই থেইকা লেখছে ?

পণ্ডিত—মেডিকেল ফুল হসপিটাল—হাসপাতাল থেইকা, বুঝলা ?

মা—বুঝছি, বুঝছি আর পড়তে লাগবো না।

পণ্ডিত—ঠিক বুঝতে পারিনা,—আঃ আলোটা ঠিক দেখতেও পাইনা।

মা—থাউক পইড়া কাম নাই—

পণ্ডিত—না, দেখি। জানালাটা একটু খুইলা দাও না—

(মা জানালার নিকট আগাইয়া গেলেন।)

পণ্ডিত—হাসপাতাল থেইকা—বুঝলা ? সাড়া দেওনা যে, কি হইল ? শোননি ? শোন—your son—বুকটা জানি কেমন করতাছে।

মা—অ্যাঁ, কি কও?

(সামনে আগাইয়া আসিলেন।)

পণ্ডিত—বুকটা যেন—

মা—ওষুধটা দিমু? খাইবা ওষুধটা?

পণ্ডিত—জল—

মা—(জল দিলেন।) এইবার ওষুধটা দেই?

পণ্ডিত—দিবা? দাও—হাসপাতালের চিঠিটা—

মা—থাউক পইড়া কাজ নাই—তুমি ঘুমাও—ঘুমাও—

[পণ্ডিতমশাই আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িলেন—মা পাখাটা লইয়া হাওয়া করিতে যাইবেন—এমন সময় দ্বারে করাঘাত শ্রুত লইল—]

মা—কে?

[দ্বারে করাঘাত স্পষ্টতর হইল—মা পাখা রাখিয়া আস্তে আস্তে গিয়া ফিরিয়া দেখিলেন পণ্ডিত মশাই চোখ বুঁজিয়া শুইয়া আছেন—আবার চলিবার জন্য দরজার দিকে তাকাইয়া রওনা হইতেই—পণ্ডিতমশাই উঠিবার চেষ্টা করিয়া ডাকিবার জন্য হাত তুলিয়া—একটা খিঁচুনি দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।]

মা—(উইংসের ধারে—দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তিটিকে)—কে? ভিতরে আস—।

[মহেন্দ্রর প্রবেশ]

মহেন্দ্র—(প্রবেশ করিয়াই) আমি মোহনকে—

মা—কে? কে তুমি? কি খবর নিয়া আইছ?

মহেন্দ্র—আমি মহেন্দ্র, মোহনের বন্ধু। আমি তার—

মা—জানি। পরীর খবর নিয়া আইছ ত? আস্তে—আস্তে, এদিকে আস—।

মহেন্দ্র—এসব কি বলছেন আপনি ? মোহন কোথায় ? আমি তার খোঁজেই এসেছি।

মা—মোহন তো নাই—

মহেন্দ্র—কিন্তু আমায় ডেকেছিলো, বাড়ীতে কি নাকি বিপদ—

মা—কইছে ? না ? বিপদ ! সত্যই বিপদ। পরী আর নাই। এই দেখ চিঠি আর টাকা—মায়েরে তার বালাখানও বেচতে দেয় নাই—পাছে অমঙ্গল হয়।

মহেন্দ্র—(চিঠিটা পড়িয়া)—চিঠি কোথায় পেলেন ?

মা—চুপ ! আস্তে, শুনতে পায়না যেন —(মহেন্দ্রকে টানিয়া এক পাশে লইয়া গেলেন।) পরী যে মারা গেছে, হাসপাতালের চিঠিতে সেই খবর, সেই চিঠি তারে পড়তে দেই নাই—। (মহেন্দ্র তাকাইয়া দেখিল পণ্ডিতমশাই—হাতে চিঠি নিয়া শান্তিতে শুইয়া আছেন - কিন্তু হঠাৎ খট্‌কা লাগিতেই সে পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে আগাইয়া গেল এবং নীচু হইয়া পণ্ডিতমশাইয়ের হাত হইতে চিঠিটা নিল—কিন্তু চিঠি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের হাতের লোহার তারের বালা ও টাকাটাকে গোপন করিয়া মা বলিলেন।) ঘুমাইছে, ঘুমাইছে—

[মহেন্দ্র মাথা নীচু করিয়া সরিয়া আসিল—এবং ততক্ষণে তাহার হাতের হাসপাতালের চিঠি পড়াও শেষ হইয়াছে—]

[মোহনের প্রবেশ]

মোহন—(ঢুকিতে ঢুকিতে) মা বড় বিপদে পড়ছিলাম মা—!

[মা শঙ্কিত হইয়া আরও দূরে সরিয়া আত্মগোপন করিতে চাহিলেন, —এ দুঃসংবাদ মোহনকে তিনি দিবেন কিভাবে ?]

(মহেন্দ্রকে সামনে দেখিয়া ভীষণ অবাক হইয়া) এ কি ! আপনি ! সত্যই, আপনেরে আশাই করতে পারি নাই। ভাবছিলাম—। কখন আসছেন আপনে ? অনেকক্ষণ নিশ্চয়ই। এই দেখেন না, আবার এক বিপদ ! কিছু রুমাল নিয়া ফিরি করতে বসছি—ধরল পুলিশে, আনলাই-সেনসড্ হকার। আমি কি ছাই অত আইন জানি ? যাই হোক রাত্রিটা হাজতবাস কইরা সকালে রিফিউজি টিফিউজি কইয়া অনেক কান্নাকাটি কইরা ছাড়া পাইছি। আবার কোর্টে যাইতে হইব, বিচার হইব। শাস্তি—

মহেন্দ্র—কোর্টে ?

মোহন—হ্যাঁ, যাইতেই হইব। ব্যক্তিগত জামিনে আসছি—দরিদ্র হইলেও ভদ্রলোকের ছেলে ;—তাই বিশ্বাস করছে যে পালামু না, বিচারে হাজির হমুই। I will not escape punishment.

মহেন্দ্র—You can not ! শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে ভাই—কিন্তু ভেঙ্গে পড়া চলবে না।

(মোহনের হাতে টাকা দিল।)

মোহন—(অবাক) কি বলছেন ?

মহেন্দ্র—এই চিঠিটা পড়—

মোহন—কি আছে এতে—?

(মা আরও সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন।)

মহেন্দ্র—(পড়িল) তোমার বোন পরী লিখ্‌ছে—মা, ক্ষমা করিও, আমি যতীনদার সঙ্গে জন্মের মত চলিলাম। ছোড়দাকে কিছুই লিখিতে পারিলাম না।

মোহন—কি লিখবি তুই ? কি লিখবি ? জানেন—অর চোখে

মৃতের অর্থহীন ভাষা আমি পড়ছিলাম—। কিন্তু মহেন্দ্র-বাবু, যতীন আমার মার ধর্ম্ম-ছেলে, আমার ধর্ম্মভাই—

মহেন্দ্র—(মুহূর্তে নিজেকে সংযত করিয়া) আর তোমার বাবা—

মোহন—বাবা !

মহেন্দ্র—আর তোমার বাবাও—আজ মারা গেছেন !

মোহন—বাবা ! বাবা ! (ছুটিয়া পণ্ডিতমশাইয়ের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল ।)

মা—(হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া—অপ্রত্যাশিত এই বিপর্যয়কে মানিয়া নিতে হইবেই এই আক্ষেপে)—এ্যাঁ—! কিন্তু আমি তো কিছু কই নাই—পরী যে পলাইয়া গেছে তাতো কই নাই—তোমার অসম্মানের কথাতো আমি কই নাই—! কি হইছে তোমার ? কথা কও, কথা কও—(কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিত মশাইয়ের বুকের মধ্যে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।)

মহেন্দ্র—(নিজের চোখ মুছিয়া) আমি জানি সান্ত্বনার কোনই দাম নেই—চুপ করে থাকাই উচিত—তবু আমি বলবো, মোহন ! ভাই কেঁদনা—পার তো তোমার মাকে বাঁচাও নিজে যদি বাঁচতে চাও—মাকে বাঁচাও—

(দরজায় করাঘাত)

মহেন্দ্র—কে ?

মোহন—কে ? কে ? বইলা দাও, চাইনা আমি কাউরে—

মহেন্দ্র—স্থির হও ! ছিঃ, দেখ কে ডাকছে—

[দরজায় করাঘাত প্রবলতর হইল]

যাচ্ছি, দাঁড়ান—

[মহেন্দ্র বাহির হইয়া গেল ; পরমুহূর্তেই একটি মনি-অর্ডার ফরম হাতে নিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল ।]

মোহন, চট্ করে এখানে একটা সই করোতো—

মোহন—এইটা কি ?

মহেন্দ্র—দেখছ মনি-অর্ডার ফরম। সাক্ষীর জায়গায় সই কর একটা। আমিও একটা দিচ্ছি। তোমার বাবার নামে টাকা এসেছে পাকিস্থান থেকে—তাঁর গ্র্যাচুয়িটীর টাকা—

মোহন—(কান্নায় ফাটিয়া পড়িল) চাইনা--চাইনা আমি টাকা—

মহেন্দ্র—(কাঁধে হাত রাখিয়া) Don't be a fool চুপ, আস্তে। টাকার তোমার প্রয়োজন। আর এটাকা তোমার বাবার কষ্টার্জিত। তোমার বাবার বড় প্রয়োজনীয় সময়ে এসেছে এটা। তুমি আর আমি সাক্ষী (মহেন্দ্র সই করিল)। (জোরে উঁচু গলায় Postman-এর উদ্দেশ্যে) তোমার বাবা অসুস্থ তাঁর টিপসই চাই। অযথা উত্তেজিত হলে টাকাটা ঘুরে আবার ফিরে আসতে ছ'মাস। (পণ্ডিতের টিপসই নিতে নিতে) তোমার বাবার দৈহিক উপস্থিতি তো মিথ্যে নয়, নেই শুধু প্রাণ। (মোহনের কাছে ফরম সই করিতে দিয়া) হৃদয়হীনদের ভিক্ষার দান কি আত্ম-সম্মান বিশিষ্ট কোন মানুষ জীবিত থাকতে গ্রহণ করতে পারে ? তাই এতবড় লজ্জার হাত থেকে মৃত্যু তাঁকে বাঁচিয়েছে—

[মোহনের সই করা হয়ে যায়—কথা শেষ হতেই মহেন্দ্র মনি-অর্ডার ফরম ও কলম নিয়ে বেড়িয়ে যায়—। ফরমের সঙ্গে মহেন্দ্র মোহনের হাতে হাসপাতালের চিঠিটাও দিয়েছিল—তাড়াতাড়িতে ফরমটা নিয়ে গেল কিন্তু চিঠিটা মোহনের হাতেই থেকে যায়। চিঠিটা পড়েই মোহন—"মেজদা" বলে চাপা চীৎকার করেই মার দিকে তাকায়—মা তখন পণ্ডিতমহাশয়ের বুকে মিশে গেছেন এইভাবে স্থির হয়ে আছেন—মোহন মাকে ডাকবে—কি কাঁদবে—কি:বেরিয়ে যাবে—এই অবস্থায় কতকগুলি দশ টাকার নোট হাতে মহেন্দ্রর পুনঃ প্রবেশ।]

মহেন্দ্র—এই নাও ভাই. টাকাটা নাও—

মোহন—(কোন রকমে নিজেকে সংযত রাখিয়া) ওই টাকা আমি নিমুনা মহেন্দ্র বাবু—ওই টাকা আমি ছুঁমুও না—। ওই টাকার অভাবে আমার বাবার চিকিৎসা হইল না,—আমার বইন হইল গৃহত্যাগী—আমার ভাই জীবন দিল। ওই টাকা আমারে নিতে কইয়েন না, মহেন্দ্র বাবু! ওই টাকা আমি নিমুনা. ওই টাকা আমি ছুঁমুনা।

(মোহন কাঁদিয়া ফেলিল – মোহনের কান্না কানে যাইতেই চমকিয়া উঠিয়া মা বলিলেন।)

মা—কিসের টাকা? পরীর দেওয়া টাকা এইত আমি নিছি। (টাকা ও বালা দেখাইল), না হইলে পেট ভরামু কি দিয়া?

মহেন্দ্র—ও টাকা মোহনের বাবার নামে এসেছে, পাকিস্তান থেকে। ওঁর গ্র্যাচুইটির টাকা—

মা—কি কইলা? ওনার টাকাতো? তিনি কইছিলেন —আইবই। (কাছে গিয়া) ওগো শুনছ? তোমার টাকা আইছে। তুমি যে কইছিলা, তোমার টাকা আইবই, নিবা না, তোমার টাকা? নিবা না?

মহেন্দ্র—মা, আপনি একটু শান্ত হোন মা।

মা—না, না, না—মা ডাইকো না, মা ডাইকো না, তা'হ'লে কেউ বাঁচবা না—

মহেন্দ্র—একটু স্থির হোন মা—

মা—মা ডাইকো না—কে তুমি? তুমি আমারে মা ডাইকো না—

মহেন্দ্র—মা, মনে করুন আমি মোহনের দাদা—

মা—কে? কে তুমি? খোকন? মা পরী, মাথাটা একটু ধরতো মা…(অজ্ঞান হইয়া গেলেন।)

মহেন্দ্র—(ধরিয়া ফেলিয়া) জল! তাড়াতাড়ি একটু জল নিয়ে এস মোহন।

মোহন—জল দিলেও উঠবো না—

মহেন্দ্র—কি বলছো পাগলের মত। অজ্ঞান হয়ে গেছেন উনি, তাড়াতাড়ি একটু জল আন।

মোহন—জল আনলেও কিছু হইব না, আমি না ডাকলে ওঁর জ্ঞান ফেরে না মহেন্দ্র বাবু।

মহেন্দ্র—তবে ডাক, ডাক ওঁকে—

মোহন—না, না, আমি ডাকুম না, কিছুতেই ডাকুম না। এই দুর্গতির মধ্যে কেন মায়রে বাঁচাইয়া রাখুম, কইতে পারেন? ওঁরে আর বাঁচাইতে চাইনা, আমিও মরতে চাই। কিন্তু মরণের আগে, একবার প্রতিশোধ নিতে চাই। ওগ খুন কইরা, ওগ ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া তারপর মরতে চাই। আমার বাবা নাই, ভাই নাই, বইন নাই, আমার মা অর্দ্ধমৃতা, আমি চাইনা, আমি চাইনা বাঁচতে। কার লেইগা, কিসের লেইগা বাঁচুম কইতে পারেন?

মহেন্দ্র—বাঁচতে হবে তোমার নিজের জন্যে। তোমার মাকে বাঁচাতে হবে তোমার জন্যে। তোমার মত নিরুপায় ভাগ্যের হাতে বন্দী হতভাগ্যদের বাঁচাবার জন্যেই তোমায় বাঁচতে হবে। তাদের প্রত্যেকের দরজায় দরজায় ঘুরে তোমার দুঃখের কাহিনী শোনাতে হবে, আর ভাগ্যের বিরুদ্ধে, নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে, হৃদয়হীন শোষকদের বিরুদ্ধে, তোমাদের দাবীকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মোহন—কিন্তু আমার এ অবস্থায় কিছু কি সম্ভব?

মহেন্দ্র—নিশ্চয়ই সম্ভব। তোমার ভাই দুইখ্যা মারা গেছে, কিন্তু যে কারণে সে মারা গেছে, সেই কারণ বর্ত্তমান। যে কারণে তোমার বোন গৃহত্যাগিণী, তোমার বাবার মৃত্যু,

তোমার মা অর্দ্ধমৃতা—সে সব কারণই বর্ত্তমান। তারা মরে গেলেও কারণগুলো থেকেই গেল। আর রেখে গেল তোমাকে তার কৈফিয়ৎ নিতে। একই কারণে তোমার নিজের ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকার, আর তুমি ভাগ্যের দাস। যদি এ নাগপাশ থেকে মুক্তি চাও, মাকে ডাক, মাকে বাঁচাও। শিখে নাও কেমন করে মা তোমার দাদার মৃত্যুশোক (মোহন মায়ের কাছে গিয়া বসিল) সহ্য করেও তোমাদের মানুষ করেছেন। তোমার বড়দাদার উত্তর-সাধকরূপে সে মন্ত্র শিখে নাও। মাকে ডাক, মাকে বাঁচাও। আর মনে মনে সমস্ত প্রপীড়িতদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শপথ নাও যে স্বার্থলোভী, অর্থলোলুপ যারা তোমাদের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাদের শাস্তি দেবে। হৃদয়হীন শোষকদের অত্যাচার তুমি খতম করবেই, ভাগ্যের গোলামী তুমি আর বরদাস্ত করবে না কিছুতেই।

মোহন—মা, মা, আমি মোহন, আমার দিকে চাও মা, আমি মোহন—মা—মা—

[দূরে আবহ একক নারীকণ্ঠে—

"ওমা তোমার চরণ দু'টী বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি॥]

—যবনিকা—